উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

APD

আজ নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে নামছেন হরমনপ্রীতরা

তিস্তার জলে চিনা মদত!
আওয়ামী লিগের বিরোধী ছাত্র নেতারা ভারত-বিরোধিতার পালে হাওয়া তুলতে তিস্তা জল বণ্টনের দাবিকে সামনে আনতে চাইছেন। তাতে চিনের মদত রয়েছে বলে মনে করছে ভারত। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
৩২° সর্বোচ্চ	২০° সর্বনিম্ন	৩২° সর্বোচ্চ	২০° সর্বনিম্ন	৩২° সর্বোচ্চ	২১° সর্বনিম্ন	৩০° সর্বোচ্চ	১৯° সর্বনিম্ন

অ্যাডিলেড নিয়ে আবেগে বিরাট » ১১

৫ কার্তিক ১৪৩২ বৃহস্পতিবার ৫.০০ টাকা 23 October 2025 Thursday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 153

প্রথম মহিলা রাষ্ট্রপতি হিসেবে শবরীমালায় পুজো দিলেন দ্রৌপদী মুর্মু। বুধবার কেরলে।

খরচের লাগাম মুঠোফোনে

পকেটে ক্যাশ নেই। আছে শুধু মুঠোফোন। তাতেই কেল্লা ফতে। এক ক্লিকে মিটিয়ে দেওয়া যাচ্ছে জিনিসের দাম। চলতি অক্টোবরে দেশে গড়ে দৈনিক ইউপিআই লেনদেন ৯৪ হাজার কোটি টাকা। সুবিধা নিতে গিয়ে খরচ বাড়ছে না তো! বিশেষ প্রতিবেদন।

দীপ সাহা

শিলিগুড়ি, ২২ অক্টোবর : -সাব, খুল্লা নেহি হ্যায়। আপ অনলাইন কর দিজিয়ে।

ভুটান সীমান্ত লাগোয়া গৈরিবাসের কাছে এক কাপ চা খেয়ে ৫০ টাকার নোট ধরিয়েছিলেন পেশায় মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ সাগর রায়। পাহাড়ি ওই এলাকাতেও যে ইউপিআই লেনদেন হতে পারে তার আন্দাজ ছিল না তাঁর কাছে। পরে খেয়াল করে দেখলেন, গুমটির ভেতর বাঁশের খুঁটিতে সেঁটে রাখা কিউআর কোড। মুঠোফোনে স্ক্যান করে নিমেষের মধ্যে চায়ের ১০ টাকা মিটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলেও বাদ সাধল দুর্বল ইন্টারনেট। বার তিনেকের চেষ্টায় অবশ্য দাম মেটাতে পেরেছিলেন।

সাগর বলছিলেন, 'আজকাল সব লেনদেন অনলাইন নির্ভর হয়ে যাওয়া পকেটে খুচরো রাখার অভ্যাস কম। ভাগ্যিস, ওই দোকানদারও নিজেকে ডিজিটালি আপগ্রেড করেছেন।'

টক অফ দ্য টাইম

সপ্তাহান্তে হাট বসে আলিপুরদুয়ারের

হাসিমারার সুভাষিণী চা বাগানে। সেখানেও নাকি আজকাল আলু-পটল-মুলো কেনা যায় অনলাইনে দাম মিটিয়ে। শুধু কি তাই, গ্রামের ফুচকা-বিক্রেতা হোক কিংবা মফসসলের টোটোচালক- সবাই আজ অনলাইন পেমেন্ট অ্যাপের শরণাপন্ন।

অক্টোবর মাস ছিল উৎসবের মরশুম। আর উৎসবের এই মাসেই নতুন ইতিহাস তৈরি হয়েছে ডিজিটাল লেনদেনে। সরকারি তথ্য বলছে, চলতি মাসে দেশে দৈনিক গড়ে ইউপিআই লেনদেন হয়েছে ৯৪ হাজার কোটি টাকার, গত সেপ্টেম্বরের তুলনায় যা ১৩ শতাংশ বেশি। অর্থনীতিবিদরা বলছেন, উৎসবের মরশুমে বাড়তি কেনাকাটা, জিএসটি'র হার কমে যাওয়া ইত্যাদি নানা কারণে চলতি মাসে ইউপিআই লেনদেন হয়েছে যথেচ্ছ। ফলে চাঙ্গা হচ্ছে বাজার। কিন্তু এই ঝলমলে পরিসংখ্যানের পেছনে আশঙ্কার ছায়াও দেখতে পারছেন কেউ কেউ। বিশেষ করে অতিরিক্ত খরচের প্রবণতা বেড়ে যাওয়ায় চিন্তায় আমআদমিও।

অর্থনীতিবিদ সৌরভ মুখোপাধ্যায় মনে করেন, ইউপিআই অর্থনীতিতে স্বচ্ছতা এনেছে বটে, কিন্তু এটি মানুষের ব্যয়ের মনস্তত্ত্ব পালটে দিয়েছে। এখন খরচ করা যত সহজ, সঞ্চয় করা তত কঠিন। এই প্রবণতা যদি নিয়ন্ত্রিত না হয়, তবে ভবিষ্যতে নগদহীন সমাজে অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা রক্ষা করাই বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে।

কথা হচ্ছিল বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত সুমন সরকারের সঙ্গে। আলিপুরদুয়ারের বাসিন্দা সুমনের ব্যাখ্যা, 'আমাদের আয় যেহেতু সীমিত, *এরপর দশের পাতায়*

নেটের গেরোয় দেড় বছর ভাতা অমিল

ভাস্কর শর্মা

আলিপুরদুয়ার, ২২ অক্টোবর : ঐতিহাসিক বক্সাদুয়ার পোস্ট অফিসে ঠিকমতো আসে না ইন্টারনেটের সংযোগ। আবার পাহাড়ের সব বাসিন্দাদের নেই ব্যাংকের বই বা এটিএম। এই অবস্থায় সরকারি বিভিন্ন ভাতার টাকা পেলেও তা তুলতে পারছেন না তাঁরা। প্রায় দেড় বছর ধরে পোস্ট অফিস থেকে সঠিক সময়ে টাকা তুলতে না পেরে বিপাকে পড়েছেন বাসিন্দারা। অথচ কাজের গতি আনার জন্যই তো বাকি পোস্ট অফিসগুলির মতো ঐতিহ্যবাহী এই পোস্ট অফিসেও ইন্টারনেটের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু, পাহাড়ে নেটওয়ার্ক না পাওয়ায় সেই পরিষেবা প্রায় মুখ থুবড়ে পড়েছে। ফলে বিপাকে পড়েছেন পোস্ট মাস্টার ও উপভোক্তারা।

সমস্যার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন বক্সা পোস্ট অফিসের পোস্ট মাস্টার শ্রীজনা থাপা। তাঁর কথায়, 'এটা ঠিক অনলাইন ব্যবস্থা থাকলেও নেটের জন্য নানা সমস্যা হচ্ছে। তবে আমি সপ্তাহে তিনদিন সান্তালাবাড়িতে গিয়ে পরিষেবা দিই। সবার পক্ষে অবশ্য সেখানেও যাওয়া সম্ভব নয়। বিকল্প ব্যবস্থা প্রশাসনকেই ভাবতে হবে।'

রাজাভাতখাওয়া পোস্ট অফিস থেকে সপ্তাহে তিনদিন- মঙ্গলবার, বৃহস্পতিবার ও শনিবার ডাক নিয়ে যান পোস্ট মাস্টার শ্রীজনা। সকালে ডাক নিয়ে সান্তালাবাড়ি পর্যন্ত বাসে বা স্কুটারে যান তিনি। সেখান থেকে পাহাড়ি পথে তিন কিলোমিটার পায়ে হেঁটে বক্সা পোস্ট অফিস পৌঁছান। এরপর বক্সা পাহাড়ের সদর বাজার, লেপচাখা, ২৮ বস্তি, ২৯ বস্তি, আদমা, চুনাভাটি, তাসিগাঁও, বক্সা ফোর্ট, ডারাগাঁও, খাটালিং, ফুলবাড়ির মতো ১১টি গ্রামে গিয়ে প্রতিনিয়ত ডাক পৌঁছে দেন। পোস্টাল ডিপার্টমেন্টকে কাজের আপডেট দেওয়ার জন্য ফের তাঁকে সান্তালাবাড়িতে নেমে আসতে হয়। *এরপর দশের পাতায়*

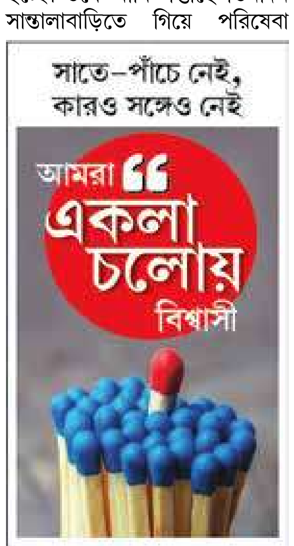

পোড়ার ক্ষত ও কানের সমস্যা

বাজি ফাটিয়ে ভিড় হাসপাতালে

অভিজিৎ ঘোষ ও ভাস্কর শর্মা

আলিপুরদুয়ার, ২২ অক্টোবর : কালীপুজোর আগে থেকেই এবছর শব্দবাজির দৌরাত্ম্য নজর কেড়েছিল। পুজোর কয়েকদিন তা শহরবাসীর ঘুম কেড়েছে। আর পুজোর পর হাসপাতাল চত্বরে গেলে বোঝা যাচ্ছে, 'মন খুলে' শব্দবাজি ফাটানোর পরিণাম কী হতে পারে। গত দু'দিন ধরে বাজির আগুনে পোড়া ক্ষত ও বাজির আওয়াজে ক্ষতিগ্রস্ত কানের চিকিৎসা করাতে হাসপাতালে আসছেন একের পর এক স্থানীয় বাসিন্দা। এই ছবি আলিপুরদুয়ার ও ফালাকাটা- দুই শহরেরই। এছাড়াও কয়েকজনের চোখের সমস্যাও দেখা দিয়েছে। হাসপাতালে যেমন ভিড় হচ্ছে, তেমনই ডাক্তারদের প্রাইভেট চেম্বারেও ছুটছেন অনেকে।

গত দু'দিনে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালেই যেমন কানের সমস্যা নিয়ে এসেছেন ১৫ জন। আউটডোরে এসে চিকিৎসক দেখিয়ে গিয়েছিলেন অনেকেই। কাউকেই হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়নি। শব্দবাজির জন্যই কানে এই সমস্যাগুলো হয়েছে বলে জানিয়েছেন রোগীরা। বুধবার এবিষয়ে জেলা হাসপাতালের নাক-কান-গলা বিশেষজ্ঞ ডাঃ সৌম্যাজিৎ দত্ত বলেন, 'অতিরিক্ত শব্দের জন্য কানে সমস্যা হয়েছে অনেকের। কয়েকজনকে কানে ইনজেকশন দিতে হয়েছে। এছাড়াও ওষুধ দেওয়া হয়েছে। আশা করছি সবাই সুস্থ হয়ে যাবে।' চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, শব্দবাজির আকস্মিক দারুণ আওয়াজে অনেকেই কানে শুনতে পাচ্ছেন না। আবার অনেকে কানে একটানা একধরনের শব্দ শুনতে পাচ্ছেন। এধরনের সমস্যা দেখা দিলে ১০-১৫ দিনের মধ্যে চিকিৎসকের কাছে এলে সমস্যা মিটতে পারে। তবে চিকিৎসায় দেরি হলে কানের সমস্যা চিরস্থায়ী হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

ভরসা চিকিৎসা

- গত দু'দিনে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে কানের সমস্যা নিয়ে এসেছেন ১৫ জন
- বাজি ফাটাতে গিয়ে জখম হয়ে জেলা হাসপাতালে এসেছেন কমপক্ষে ৩০ জন
- কয়েকজন বাচ্চাও জখম হয়েছে
- একই কারণে অন্তত ৮ জন ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে এসেছেন

শব্দবাজির দাপট আলিপুরদুয়ারে কালীপুজোর আগে থেকেই দেখা যাচ্ছিল। সোমবার থেকে সেটা অনেকটাই বেড়েছে। তাতে যে কেবল বায়ু দূষণ হয়েছে, তা নয়। সাধারণ মানুষের মধ্যেও তার প্রভাব দেখা যাচ্ছে। গত তিনদিনে বাজি ফাটাতে গিয়ে জখম হয়ে জেলা হাসপাতালের আউটডোর ও জরুরি বিভাগে চিকিৎসা করাতে এসেছেন কমপক্ষে ৩০ জন। কয়েকজন বাচ্চাও জখম হয়েছে। বাজি ফাটতে গিয়ে কারও হাত পুড়েছে। কারও বা পা। জেলা হাসপাতালের সার্জন ডাঃ সফিকুল ইসলাম জানান, সবাইকেই ওষুধ দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে আউটডোর থেকেই। কাউকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়নি।

অন্যদিকে, কালীপুজোর দিন থেকে বুধবার পর্যন্ত বাজিতে জখম হয়ে অন্তত ৮ জন ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য এসেছেন। ফালাকাটা শহর সহ আশপাশের এলাকার বাসিন্দারাই জখম হয়ে হাসপাতালে আসেন। *এরপর দশের পাতায়*

উৎসবেও শহরের মুখ ঢাকল আবর্জনায়

দামিনী সাহা

আলিপুরদুয়ার, ২২ অক্টোবর : ক্যালেন্ডারে কালীপুজোর দিন পেরিয়ে গেলেও এখনও আলিপুরদুয়ার শহরে দিব্যি লেগে রয়েছে আলোর উৎসবের রেশ। তার মধ্যেই একাধিক ওয়ার্ডের বাসিন্দারা দিন কাটাচ্ছেন আঁধারে। আবর্জনা সাফাইয়ে পুরসভার ব্যর্থতার আঁধার।

শহরের ২, ৬, ১১, ১২, ১৩ ও ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের বিভিন্ন এলাকায় আবর্জনা জমে রয়েছে দীর্ঘদিন ধরে। সেসব জায়গায় স্তূপ করে পড়ে থাকা আবর্জনার পাশ দিয়ে চলাফেরা করাই কঠিন। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। বলছেন স্থানীয়রা। দু'মাসেরও বেশি সময় ধরে এই আবর্জনা পড়ে রয়েছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। সেসব জায়গায় জমে থাকা আবর্জনা থেকে ছড়িয়ে পড়ছে দুর্গন্ধ, মশামাছির উপদ্রব বাড়ছে প্রতিদিন। অথচ পুরসভার তরফে দাবি করা হয়েছিল, পুজো মরশুমে নিয়মিত পরিষ্কার করা হচ্ছে শহরের প্রতিটি ওয়ার্ড। কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতির সঙ্গে মেলে না একাধিক ওয়ার্ডের বাস্তব ছবিটা।

তবে আলিপুরদুয়ার পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর বলেন, 'পুজোর মরশুমেও পুরকর্মীরা

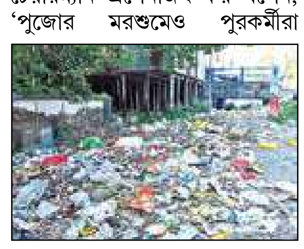

আলিপুরদুয়ারের ১১ নম্বর ওয়ার্ডে জঞ্জালের স্তূপ জমে আছে।

নিয়মিত শহর পরিষ্কার রাখার কাজ করেছেন। কোথাও যদি ময়লা থেকে থাকে, তা হয় তো গাড়ি যেতে দেরি হয়েছে বলে হয়েছে। খুব শীঘ্রই সব জায়গা পরিষ্কার করে ফেলা হবে।'

সবচেয়ে করুণ চিত্র দেখা গিয়েছে ১১ নম্বর ওয়ার্ডের হাটখোলা এলাকায়। রাস্তায় স্তূপ করে ফেলা হয়েছে প্লাস্টিক, পচা খাবার, শাকসবজির বর্জ্য। চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে আবর্জনা। তার ওপর দিয়ে চলাচল করছে গোরু-ছাগল। স্থানীয় বাসিন্দা শিবপ্রসাদ গুপ্তা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'প্রায় দেড় মাসেরও বেশি সময় ধরে এই আবর্জনা এখানে পড়ে আছে। আমরা নিজেদের মতো করে যতটা পারি পরিষ্কার রাখি। কিন্তু বাইরের লোকজন এসে এখানে ময়লা ফেলে যায়। দুর্গন্ধে থাকা যায় না। পুরসভার কোনও সাফাইকর্মীকে এখানে দেখিনি।'

একই এলাকার আরেক বাসিন্দা বিনয়ভূষণ সাহারও গলায় অভিযোগের সুর স্পষ্ট। বললেন, 'দীর্ঘদিন থেকে আবর্জনা এভাবেই পড়ে রয়েছে। পরিষ্কারের কাজ কিছুই হয়নি। বৃষ্টি হলে এই আবর্জনাগুলো নর্দমায় পড়বে। তখন আবার নিকাশিনালা আটকে যাবে।'

২ নম্বর ওয়ার্ডের চিত্রও একই। পুরসভা ভবনের পেছনের দিকে ময়লার বড় বড় স্তূপ রয়েছে দিনের পর দিন। *এরপর দশের পাতায়*

বিশ্বস্ত পঙ্কজকে বেছে পাহাড়ে চাল কেন্দ্রের

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২২ অক্টোবর : অবসরপ্রাপ্ত আইপিএস অফিসার পঙ্কজ সিংকে পাহাড় সমস্যা মেটাতে কেন্দ্র মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ করায় শুরু হয়েছে রাজ্যের সঙ্গে সংঘাত। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে সরাসরি চিঠি লিখে এই 'একতরফা' সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবি জানিয়েছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মমতার আপত্তির পেছনে রয়েছে কেন্দ্রের মধ্যস্থতাকারী বাছাই। পঙ্কজ সিংয়ের প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা ও ইতিহাস রাজ্যের কাছে সন্দেহের কারণ বলে মনে করা হচ্ছে। ১৯৯৮ ব্যাচের রাজস্থান ক্যাডারের অফিসার পঙ্কজ দীর্ঘসময় পশ্চিমবঙ্গে কাজ করেছেন। তিনি বিএসএফ-এর ডিরেক্টর জেনারেল থাকাকালীন ২০২১ সালে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক সীমান্তে বিএসএফ-এর এক্তিয়ার ১৫ কিমি থেকে বাড়িয়ে ৫০ কিমি করেছিল। তা নিয়ে রাজ্য সরকারের কেন্দ্রের সংঘাত কম হয়নি।

তৃণমূল সেই সময় কেন্দ্রের এই পদক্ষেপকে 'যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর উপর আঘাত' এবং রাজ্য পুলিশের অধিকার খর্ব করার চেষ্টা বলে প্রতিবাদ জানিয়েছিল। রাজ্য সরকারের চোখে বিএসএফের এলাকা সম্প্রসারণের নেই নীতির অন্যতম প্রধান কুশলী পঙ্কজ। এজন্য রাজ্য সরকার তাঁকে দিল্লির 'হস্তক্ষেপের প্রতীক' হিসাবে বিবেচনা করছে।

যদিও রাজ্যের আপত্তি কেবল তাঁকে নিয়ে নয়, কেন্দ্রীয় সরকারের একতরফা সিদ্ধান্ত নিয়েও প্রতিবাদ আছে। কিন্তু কেন্দ্র কেন পাহাড় সমস্যা সমাধানে আলোচনার জন্য পঙ্কজকেই বেছে নিল? পুরোনো 'বেঙ্গল কানেকশন' এবং কর্মদক্ষতা তাঁকে এই সংবেদনশীল ভূমিকার জন্য যোগ্য করে তুলেছে বলে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক সূত্রে খবর। সেই কর্মদক্ষতার মধ্যে আছে বিএসএফ-এর ডিজি পদে থাকার সময় সীমান্ত পরিস্থিতি, গোরু পাচার ও অন্যান্য স্পর্শকাতর বিষয়গুলি সফলভাবে সামলানো।

বিএসএফ-এর এক্তিয়ার বৃদ্ধি নিয়ে রাজ্যের সঙ্গে সংঘাত *এরপর দশের পাতায়*

উজ্জ্বলতা ম্লান বাঙালি উদ্যোগ ও জলপাইগুড়ির

সালটা ১৮৭৪। গজলডোবায় গড়ে উঠেছিল ডুয়ার্সের প্রথম চা বাগান। তিস্তার গ্রাসে সেই চা বাগান এখন আর নেই। কিন্তু রয়ে গিয়েছে দীর্ঘ ১৫০ বছরের স্মৃতি। এতগুলো বছর পেরিয়ে এসে কোথায় দাঁড়িয়ে চা শিল্প? সুলুকসন্ধানে উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আজ প্রথম পর্ব

১৫০ পেরিয়ে ডুয়ার্সের চা

উমেশ শর্মা

উত্তরবঙ্গে চা শিল্পের ইতিহাস লেখাই যাবে না জলপাইগুড়ির উল্লেখ না করলে। জলপাইগুড়িকে ঘিরে সেই ইতিহাস মানেই একদল বাঙালি শিল্পপতির উদ্যোগ। যাঁরা জল-জলা-জঙ্গলে ভর্তি ডুয়ার্সে কালাজ্বর-ম্যালেরিয়া-ডায়ারিয়ার বিপদের মধ্যে একের পর এক চা বাগান গড়ে তুলেছিলেন।

তবে এতে কোনও সন্দেহ নেই যে, জলপাইগুড়ি জেলা গঠনের সূচনায় বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর বাবা ভগবানচন্দ্র বসু ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে না এলে জলপাইগুড়ি জেলায় চা শিল্পের বিকাশ ঘটত না। তাঁর সহযোগিতা না থাকলে ধনী আইনজীবী, সরকারি কর্মচারীরা প্রায় অচেনা ও অনিশ্চিত চায়ের ব্যবসায় উৎসাহিত হতেন কি না সন্দেহ। তাঁর উদ্যোগে জলপাইগুড়ি হয়ে উঠেছিল চায়ের শহর, উত্তরবঙ্গে চা শিল্পের সদর দপ্তর।

ব্যক্তিগত উদ্যোগে দ্বিতীয় ইঙ্গ-ভুটান যুদ্ধের কল্যাণে নব্য বাঙালি ধনী রহিম বক্স প্রধান জলঢাকা আলতাডাঙ্গায় চা বাগান গড়ে তোলেন। পরের তিন দশকের মধ্যে গড়ে ওঠে শতাধিক চা বাগিচা। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ভগবানচন্দ্রের

উৎসাহে তাঁর জামাতা আনন্দমোহন বসু, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের পূর্বপুরুষ দুর্গামোহন দাশ এবং নীলরতন সরকার বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে চা বাগান গড়ে তুলতে থাকেন।

১৮৭৯ সালে জলপাইগুড়িতে প্রথম ভারতীয় চা কোম্পানি গড়ে ওঠে মূলত বাঙালিদের উদ্যোগে। জলপাইগুড়ি টি কোম্পানি নামে সেই সংস্থার ডিরেক্টর হন জয়চন্দ্র সান্যাল, গোপালচন্দ্র ঘোষ, যাদব চক্রবর্তী, মহিমচন্দ্র ঘোষ ও হরিশচন্দ্র অধিকারী প্রমুখ বাঙালি। ১৮৭৯ - ১৯১০ সালের মধ্যে তাঁদের উদ্যোগে গড়ে ওঠে জলপাইগুড়ি, নর্দার্ন বেঙ্গল, গুরজংঝোরা, আঞ্জুমান, চামুর্চি, কাঁঠালগুড়ি, চুনিয়াঝোরা, আটিয়াবাড়ি, রামঝোরা, দেবপাড়া, ডায়না ইত্যাদি একের পর এক টি কোম্পানি।

সেই চা উদ্যোগপতিদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন মার্টিন বার্ন কোম্পানির অংশীদার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, আইনজীবী তারিণীপ্রসাদ রায় ও রাজেন্দ্রনাথের সহপাঠী পেশায় ইঞ্জিনিয়ার গগনচন্দ্র বসু। অর্থ লগ্নি করেন জেলার ব্যবসায়ী ইহুদি পল এ জর্ডন। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট তাঁদের ব্যাংক লোনেরও ব্যবস্থা করে দেন। আলাদা আলাদা কোম্পানিগুলি ১৯১৫ সালে প্রথম ইন্ডিয়ান টি প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের ছাতার তলায় সংঘবদ্ধ হয়।

রায়কত রাজ এস্টেট ও ডুয়ার্সের ধনী জোতদারদের মামলা-মোকদ্দমার পাশাপাশি অনেক আইনজীবী জলপাইগুড়িতে এসেছিলেন চা বাগানের কাজে। নবাব মোশারফ হোসেন নোয়াখালি, কুমিল্লা থেকে স্বজনদের ডেকে চা বাগানে, হেড অফিসে চাকরি দিতেন। *এরপর দশের পাতায়*

জোট নয়, একলা চলার পথে

রাহুলের পরামর্শে কোতুয়ালির ঘুঁটি

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ২২ অক্টোবর : আপাতত জোটের কথা চিন্তা না করে মালদা জেলার নেতাদের নিজের পায়ে দাঁড়ানোর পরামর্শ দিলেন রাহুল গান্ধি। এমনটাই জানালেন মালদা জেলা কংগ্রেসের সভাপতি তথা দক্ষিণ মালদার সাংসদ ইশা খান চৌধুরী।

তাঁর কথাতেই স্পষ্ট, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে বামেদের সঙ্গে জোট নিয়ে আপাতত কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি। ইশার দাবি, এবারের নির্বাচনে রাজ্যে সরকার গড়ার ক্ষেত্রে ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়াবে কংগ্রেস। তবে সিপিএমের জেলা সম্পাদক কৌশিক মিশ্রের প্রতিক্রিয়া, 'আমরাও এককভাবে লড়াই করতে প্রস্তুত।'

রাহুল গান্ধির পরামর্শ মেনেই আপাতত বিধানসভা ভোটের আগে ঘুঁটি সাজাচ্ছে কোতুয়ালি। গত বিধানসভা নির্বাচনে মালদা জেলার ১২টি বিধানসভা আসনের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বামেদের সঙ্গে জোট করেছিল কংগ্রেস। কিন্তু একটি আসনও পায়নি। চারটি আসন যায় বিজেপির হাতে। বাকি আটটি আসন পায় রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল। একসময় কংগ্রেসের গড় বলে পরিচিত সুজাপুর কেন্দ্রেও জিতে যায় তৃণমূল। পাশাপাশি, গত লোকসভা নির্বাচনে জেলার দুটি আসনের মধ্যে দক্ষিণ মালদায় বামেদের সঙ্গে জোট হয় কংগ্রেসের। তবে উত্তর মালদা আসনে একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াই করে কংগ্রেস ও সিপিএম। কার্যত ত্রিমুখী লড়াইয়ে সেই আসনটি জিতে নেয় বিজেপি। আর এ থেকেই স্পষ্ট বাম কংগ্রেসের জোট না হলে সুবিধা বাড়বে তৃণমূল ও বিজেপির।

বিধানসভা ভোট
- মালদা জেলার ১২টি বিধানসভা আসনের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বামেদের সঙ্গে জোট করেছিল কংগ্রেস
- কিন্তু একটি আসনও পায়নি
- একসময় কংগ্রেসের গড় বলে পরিচিত সুজাপুর কেন্দ্রেও জিতে যায় তৃণমূল

বামফ্রন্টের সঙ্গে জোট প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে ইশার মন্তব্য, 'হাইকমান্ড আমাদের নির্দেশ দিয়েছে, আগে জোটের কথা চিন্তা না করে সংগঠন সাজিয়ে তোলার জন্য। সংগঠনের কাজ শেষ করা হলে প্রত্যেকটি জেলার নেতাদের থেকে জোটের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে জানতে চাইবে পিসিসি। সেই রিপোর্ট পিসিসি দেবে হাইকমান্ডকে। তারপরেই সিদ্ধান্ত হবে।' ইশা অবশ্য আত্মবিশ্বাসী যে, এককভাবে লড়লে মালদা, মুর্শিদাবাদ সহ কয়েকটি জেলায় তাঁরা আসন পাবেন।

দুই দলের নেতাদের সূত্রে জানা যাচ্ছে, এই নির্দেশের পর এখনও জোট নিয়ে জেলা পর্যায়ে কোনও আলোচনা শুরু হয়নি। এরপরেও কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করা নিয়ে আশাবাদী সিপিএম। জোট প্রসঙ্গে সিপিএমের জেলা সম্পাদক কৌশিক মিশ্রের মন্তব্য, 'আমি বলব রাজ্যের দুর্নীতিবাজ তৃণমূল আর কেন্দ্রের সাম্প্রদায়িক শক্তি বিজেপিকে সরাতে এই দুই দল বাদে সবার এগিয়ে আসা উচিত। আর কংগ্রেস যদি জোট করতে চায় তবে এগিয়ে আসতে হবে ওই দলের নেতাদের।'

ছটের ভিড় সামলাতে ৪৮টি স্পেশাল ট্রেন

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ২২ অক্টোবর : দীপাবলি ও ছটপুজোর মরশুমে ৪৮টি স্পেশাল ট্রেন চালাবে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল। বেশিরভাগ ট্রেন আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের কোকরাঝাড়, নিউ আলিপুরদুয়ার, নিউ কোচবিহার সহ বিভিন্ন স্টেশনে দাঁড়াবে। ছোট স্টেশনে থামবে ২ মিনিট। আর বড় স্টেশনে ৫ মিনিট। ছটপুজোর মরশুমে যাত্রীদের অত্যধিক চাপ কমাতে এই উদ্যোগ।

রেল সূত্রে খবর, অসম থেকে আলিপুরদুয়ার হয়ে বিহার রুটে এই ট্রেনগুলি চলাচল করবে। যাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য স্টেশন চত্বরে নজর রাখবে আরপিএফ সহ রেলকর্মীদের বিশেষ টিম। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনে একাধিক অতিরিক্ত জায়গায় স্টপের নির্দেশ রয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

কোন ট্রেনে কত যাত্রী তা জানতে টিকিট বুকিংয়ের উপর নজর রাখা হবে। প্রয়োজনে সেই ট্রেনে অতিরিক্ত কোচ সংযোগ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ভিড়ের জন্য যাতে টিকিট কাটতে সমস্যা না হয় সেজন্য বড় স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম টিকিট কাটতে হবে না।

বুধবার আলিপুরদুয়ার জংশন স্টেশনে সাংবাদিক সম্মেলন করে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের ডিআরএম দেবেন্দ্র সিং একথা জানান। তিনি বলেন, 'আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে ৪৮টি বিশেষ ট্রেন সুষ্ঠুভাবে চালানোর জন্য একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ করা হয়েছে।'

এছাড়াও এদিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন এডিআরএম সাহেবলুং কামই সহ অন্য রেলকর্তারা। প্রতিটি স্টেশনে নিরাপত্তার জন্য সিসিটিভির উপর নজর রাখা হবে। এছাড়াও ট্রেন পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন রাখার উপর জোর দেওয়ার নির্দেশ রয়েছে। ট্রেনে পরিচ্ছন্ন বিছানার চাদর ও বালিশের ঢাকনা সরবরাহের আশ্বাস দিয়েছেন ডিআরএম। এছাড়াও আলিপুরদুয়ার জংশন স্টেশনে দ্বিতীয় পিট লাইন তৈরির কাজ চলছে বলে জানান তিনি। একটি পিট লাইন আগে থেকে রয়েছে। দ্বিতীয় লাইন তৈরি হলে আরও ট্রেন রক্ষণাবেক্ষণের সুবিধা হবে। এছাড়াও ইন্দো-ভুটান রেলপথ কোকরাঝাড়-গেলেফু রুটের কাজ শীঘ্রই শুরু হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন। সিকিম-রংপো রেলপথের কাজ শেষ হতে আরও দুই বছর লাগবে বলে মনে করছেন রেলকর্তারা।

> আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে ৪৮টি বিশেষ ট্রেন সুষ্ঠুভাবে চালানোর জন্য একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ করা হয়েছে।
> **দেবেন্দ্র সিং**
> ডিআরএম, আলিপুরদুয়ার ডিভিশন, এনএফ রেলওয়ে

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৪৪০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৩০০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১১৯৭৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১৫৭৯৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১৫৮০৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

Notice

E-Tender is being invited from the bonafide contractors vide NIT. No- **40/BDO/PHD/APAS/HSGP/2025-26, Date:- 20.10.2025, 41/BDO/PHD/APAS/BDN1GP/2025-26, Date:- 22.10.2025 and 42/DEV/PHD/APAS/CBGP/2025-26 Dt.- 22.10.2025 Last Date for submission of Bids - 12/11/2025 at 11.00 am., 12/11/2025 at 3.00 pm, 12/11/2025 at 3.00 pm.** Other details can be seen from the Notice Board of the undersigned in any working days.

Sd/-
Block Development Officer,
Phansidewa Development Block

তারিখ পরিবর্তন

অনিবার্য কারণবশত আমাদের লটারি, পরিচালনায় পানিট্যাঙ্কি মোড় যুবকবৃন্দ, সহযোগীতায় রামকৃষ্ণ ব্যায়াম শিক্ষা সংঘ, সেবক রোড, শিলিগুড়ি 734001 (দার্জিলিং)-এর ড্র যা পূর্ব নির্ধারিত ছিল 23/10/25 (বৃহস্পতিবার), তা পরিবর্তিত করা হয়েছে। নতুন ড্রয়ের তারিখ 02/11/2025 (রবিবার) করা হয়েছে। ড্রয়ের স্থান ও অন্যান্য শর্তাবলি অপরিবর্তিত। (C/118819)

কর্মখালি

সিকিউরিটি গার্ডের জন্য অভিজ্ঞ লোক চাই। থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে। বেতন আলোচনাসাপেক্ষ। M:- 9635658503. (C/118368)

•

Teachers (residential) For School at Jodhpur (Rajasthan) Walk in interview at Siliguri on 23 to 26 October. M-9799878678/ 9783251436. (K)

•

জলপাইগুড়িতে সিকিউরিটি গার্ড ও হাউসকিপিং স্টাফ চাই। বেতন-7000, মাসে ২ দিন ছুটি। M-8391902102 (C/118809)

•

Urgently want candidate for Manager & Electrician Supervisor post in North Bengal's best outdoor Advertising Company. Salary 50K to 1Lac, must have 2 wheeler. Experience in ad agency first preferable. Contact Details: P.S.Enterprise, M.N. Sarkar Road, Chanapatty, Mahananda Para Siliguri-01 Ph : 6296662588/6294410611/7001205004. (C/118368)

অ্যাফিডেভিট

আমার স্কুল অ্যাডমিট Roll 004-351G নং 0297, WBBSE, মাধ্যমিক পরীক্ষা সার্টিফিকেট নং 01-031 বাবার ডাক নাম লিপিবদ্ধ হওয়ায় গত 12-09-25, E.M, সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট বলে বাবা Rabindra Nath Barman এবং Haridas Barman এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলেন। – প্রশান্ত বর্মন, পুষনাডাঙ্গা, কোতোয়ালি, কোচবিহার। (C/118158)

•

My name was wrongly recorded in my birth certificate. On 15.10.2025 before Hobl. E.M. Court, Jalpaiguri by affidavit declared that Phulmanti Oraon and Fulwanti Oraon is one and same identical person, Phulmanti Oraon, Binnaguri, Jal. (C/118539)

•

আমার ছেলে বিকি দাস-এর জন্ম শংসাপত্র রেজিস্ট্রেশন নং 2733 dt 31/03/11. আমার নাম সঞ্জিত চন্দ্র দাস-এর পরিবর্তে সঞ্জিত দাস হওয়ায় গত 15/10/25 তারিখে জলপাইগুড়ি J.M. 1st Court-এ অ্যাফিডেভিট দ্বারা ঐ জন্ম শংসাপত্রে আমার নাম সংশোধন করার আবেদন করেছি। সঞ্জিত চন্দ্র দাস, দক্ষিণ গোসাইরহাট, ধূপগুড়ি। (A/B)

নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে স্টেডিয়াম কমপ্লেক্স-এ ক্রীড়া সুবিধার উন্নয়ন

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: ইএল/২৯/২৬_২০২৫/কে/৮১১, তারিখ: ১৬-১০-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং: ২৬_২০২৫, কাজের নাম: নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে স্টেডিয়াম কমপ্লেক্স-এ ক্রীড়া সুবিধার উন্নয়ন। টেন্ডার মূল্য: ১,৮৫,৭৪,৯৩০.০৪ টাকা; বায়নার ধন: ২,৪২,৯০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ১০-১১-২০২৫ তারিখের ১৫:০০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ১০-১১-২০২৫ তারিখের ১৫:৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনি. ডিইই/জি অ্যান্ড সিএইচজি./কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

সার্বিক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : ইএল/২৯/আরটি১২_২০২৫/কে/৮১৬; তারিখ: ১৬-১০-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; টেন্ডার নং : আরটি১২_২০২৫; কাজের নাম : কাটিহার ডিভিশনে-দুই(০২) বছরের জন্য কাটিহার ডিভিশনের বিভিন্ন স্টেশন/স্থানে পিআরএস/ইউটিএস এবং সার্ভিস বিল্ডিং/এলসি গেটে স্থাপিত বিভিন্ন ব্র্যান্ড এবং ক্ষমতার ইউপিএস এবং ইনভার্টারের সার্বিক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। টেন্ডার মূল্য: ৭৪,০২,৯৭০.৫৬/- টাকা; বায়না মূল্য : ১,৪৮,১০০/-টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১০-১১-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলা ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১০-১১-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই (জি এন্ড সিএইচজি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
হৃদয় দিয়ে মানুষের সেবায়

বৈদ্যুতিক জেনারেল কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: ইএল/২৯/২৪_২০২৫/কে/৮১৩, তারিখ: ১৬-১০-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং: ২৪_২০২৫, কাজের নাম: এস এন্ড টি কাজের সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক জেনারেল কাজ "বারসুই জং.-এ ইআই-সিস্টেমের ইন্টারলকিং সহ উভয় প্রান্ত থেকে দুটি সংযোগহীন লাইনের সংযোগ"। টেন্ডার মূল্য: ৭৮,৮৩,৬৭৩.০০ টাকা; বায়নার ধন: ১,৫৭,৭০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ১০-১১-২০২৫ তারিখের ১৫:০০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ১০-১১-২০২৫ তারিখের ১৫:৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনি. ডিইই/জি অ্যান্ড সিএইচজি./কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

বৈদ্যুতিক সাধারণ সম্পদের পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য আইওটি ডিভাইসের ব্যবস্থা

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: ইএল/২৯/আরটি১৮_২০২৫/কে/৮১৫, তারিখ: ১৬-১০-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং: আরটি১৮_২০২৫, কাজের নাম: কাটিহার ডিভিশন: কাটিহার ডিভিশনে লিফট, এসকেলেটর, প্ল্যাটফর্ম (৩০/৭০%) লাইটিং, স্ট্রিট লাইট, সাব-স্টেশন, পাম্প ইত্যাদির মতো বৈদ্যুতিক সাধারণ সম্পদের পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য আইওটি ডিভাইসের ব্যবস্থা (ফেজ-)। টেন্ডার মূল্য: ৫,৫৮,০৪,৭২৪.০০ টাকা; বায়নার ধন: ৪,২৯,০০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ১০-১১-২০২৫ তারিখের ১৫:০০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ১০-১১-২০২৫ তারিখের ১৫:৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১০-১১-২০২৫ তারিখের ১৫:০০ ঘণ্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনি. ডিইই/জি অ্যান্ড সিএইচজি./কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

কাটিহার ডিভিশনে এসএন্ডটি কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : কেআইআর-এন-২০২৫-কে-৪৭; তারিখ : ১৫-১০-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; কাজের নাম : এসএসই/এসআইজি/মালদা টাউনের আওতাধীন বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং মেশিনে সংকেত সহায়তা। টেন্ডার মূল্য : ৩৯,৯৮,৮৯৪/- টাকা; বায়না মূল্য : ৮০,০০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ০৭-১১-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলা ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৭-১১-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (এস এন্ড টি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
হৃদয় দিয়ে মানুষের সেবায়

সিগন্যালিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: কেআইআর-এন-২০২৫-কে-৪৬, তারিখ: ১৫-১০-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: কাজের নাম: এসএসই এসআইজি কিষানগঞ্জ অধিক্ষেত্রের অধীনে কার্যরত বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং মেশিনে সিগন্যালিং সহায়তা প্রদান। টেন্ডার মূল্য: ৪০,০১,৮৪৯.০০ টাকা, বায়নার ধন: ৮০,০০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার ০৭-১১-২০২৫ তারিখের ১৫:০০ ঘণ্টায় বন্ধ হবে এবং খুলবে ০৭-১১-২০২৫ তারিখের ১৫:৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৭-১১-২০২৫ তারিখের ১৫:০০ ঘণ্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (এসঅ্যান্ডটি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

নিউ কোচবিহার - বামনহাট সেকশনে লেভেল ক্রসিং অপসারণ করা

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: ৯১/ডব্লিউ-২/এপিডিজে; তারিখ: ১৬-১০-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং: ২১-এপি-II-২০২৫। কাজের নাম: এডিইএন/এইচকিউ/আলিপুরদুয়ার জং. অধিক্ষেত্রের অধীনে নিউ কোচবিহার - বামনহাট সেকশনে এবি/৩৩ - এবি/৩৪ এবং এবি/৩৫ - এবি/৩৬-এর সাথে সমান্তরাল সংযোগকারী রাস্তা প্রদান করে লেভেল ক্রসিং এবি/৩৩ ও এবি/৩৫-এর অপসারণ। টেন্ডার মূল্য: ৩,৭২,৬৯,০৫৩.০২ টাকা; বায়নার ধন: ৩,৩৬,৪০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ০৬-১১-২০২৫ তারিখের ১৫:০০ ঘণ্টায় এবং খোলা হবে ০৬-১১-২০২৫ তারিখের ১৫:৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

ABRIDGED E-TENDER NOTICE

Tender are hereby invited vide Tender Reference **e-NIT No. DHUPGURI/APAS/BDO/NIT-016/2025-26, DHUPGURI/APAS/BDO/NIT-017/2025-26, DHUPGURI/APAS/BDO/NIT-018/2025-26 & DHUPGURI/APAS/BDO/NIT-019/2025-26** from the undersigned. Details of works and tender conditions are available in the office of the undersigned in any working day during office hours.

visit www.wbetendres.gov.in and Office Notice Board for further details.

Block Development Officer
Dhupguri Development Block

কাটিহার ডিভিশনে বৈদ্যুতিক সাধারণ কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : ইএল/২৯/২৮_২০২৫/কে/৮০৯; তারিখ: ১৬-১০-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন; টেন্ডার নং : ২৮_২০২৫; কাজের নাম : ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক সাধারণ কাজ "বালুরঘাট ও রাধিকাপুরে প্রত্যেকটি আরপিএফ ব্যারাকে ১৫ জন লোক"। টেন্ডার মূল্য: ১৪,৬০,৫৫২/- টাকা; বায়না মূল্য : ২৯,৩০০/- টাকা, টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১০-১১-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলা ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১০-১১-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই (জি এন্ড সিএইচজি.), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
হৃদয় দিয়ে মানুষের সেবায়

আজ টিভিতে

আর্যর অতীতের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কী করল অপর্ণা?
চিরদিনই তুমি যে আমার সন্ধে ৬.৩০ জি বাংলা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.০০ প্রেমী নম্বর ওয়ান, দুপুর ১.১৫ হরিপদ ব্যান্ডওয়ালা, বিকেল ৪.১৫ পারব না আমি ছাড়তে তোকে, সন্ধে ৭.০০ মেজ দিদি, রাত ১০.০০ জোর

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.০০ নায়ক : দ্য রিয়েল হিরো, দুপুর ১২.১৫ সেদিন দেখা হয়েছিল, বিকেল ৩.৩০ মহাগুরু, সন্ধে ৭.০০ জোশ, রাত ১০.০০ বিবাহ অভিযান

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.৩০ ভালোবাসি তোমাকে, দুপুর ১২.০০ আশ্রয়, ২.৩০ সুয়োরানি দুয়োরানি, বিকেল ৫.০০ সুন্দর বউ, রাত ১১.০০ বাচ্চা শ্বশুর

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ কিছু সংলাপ কিছু প্রলাপ

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ তুফান

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ পথ

স্টার গোল্ড সিলেক্ট : বেলা ১১.০৫ হঙ্গামা-টু, দুপুর ১.৩৫ চশমে বদদুর, বিকেল ৩.৩৬ এয়ার লিফট, ৫.৪০ হম তুম, সন্ধে ৭.৫৯ ঝংকার বিটস, রাত ১০.১৫ এক্সকিউজ মি

জি সিনেমা : সকাল ১০.৩৩ কিসি কা ভাই কিসি কি জান, দুপুর ১.০৬ জওয়ান, বিকেল ৪.৪৪ কিক, সন্ধে ৭.৫৫ কটিরা

অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১২.৫৬ রকসা বন্ধন, বিকেল ৩.০৬ অন্দাজ, ৫.২০ ডাবল ধমাল, রাত ৮.০০ ম্যায়নে পেয়ার কিয়া, ১১.৪৫ ডেভিল ইন ডিউন

কিছু সংলাপ কিছু প্রলাপ
দুপুর ২.৩০ ডিডি বাংলা

কনস্ট্রাকশন ফেলস রাত ১০.৩০ ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ২.৩৬ রাঞ্ঝনা, বিকেল ৪.৫৬ জাজমেন্টাল হ্যায় কেয়া, সন্ধে ৬.৫৯ জওয়ানি জানেমন, রাত ৯.০০ নাম শবানা, ১১.৩৩ আলিগড়

স্টার মুভিজ : বিকেল ৪.৪৮ ট্রন, সন্ধে ৬.৪৯ ফ্রি গাই, রাত ৮.৪৫ ডেডপুল, ১০.৩১ ডেডপুল-টু

বিবাহ অভিযান রাত ১০.০০ কালার্স বাংলা সিনেমা

তিস্তায় ফের রিভার র‍্যাফটিং

শিলিগুড়ি, ২২ অক্টোবর : দুর্যোগ কাটিয়ে ধীরে ধীরে ছন্দে ফিরছে পাহাড়। সেইমতো দুর্যোগের পর তিস্তাতে বন্ধ হয়ে যাওয়া রিভার র‍্যাফটিং পুনরায় চালু করা হয়েছে গত সপ্তাহ থেকে। এজন্য নির্দেশিকা জারি করেছে জিটিএ। লাইফ জ্যাকেট, হেলমেট পরার পাশাপাশি নদীতে স্টান্ট যাতে কেউ না করে সেদিকেও নজর রাখতে বলা হয়েছে। গাইডদের এব্যাপারে প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়েছে।

এনিয়ে জিটিএ পর্যটন বিভাগের ফিল্ড ডিরেক্টর দাওয়া গ্যালপো শেরপা বলেন, 'রিভার র‍্যাফটিংয়ের আকর্ষণ পর্যটকদের মধ্যে খুব বেশি। তাই পর্যটন মরশুমে পুনরায় তা চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।'

অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজমের অন্যতম আকর্ষণ হল তিস্তায় রিভার র‍্যাফটিং। তিস্তায় এই রোমাঞ্চকর অনুভূতি নিতে দেশ, বিদেশের পর্যটকরা আসেন। যদিও দুর্যোগের পর ফের পর্যটকরা র‍্যাফটিং নিয়ে কতটা আগ্রহ দেখাবেন তা নিয়ে সংশয় ছিল। তবে র‍্যাফটিং পুনরায় চালু হওয়ার পর দেখা গিয়েছে পর্যটকদের মধ্যে একই ধরনের আকর্ষণ রয়েছে র‍্যাফটিং নিয়ে। জিটিএ'র তরফে জানানো হয়েছে, পুনরায় র‍্যাফটিং চালু হতেই খুব ভালো সাড়া পাওয়া গিয়েছে। তবে কোনওরকম দুর্ঘটনা যেন না ঘটে সেজন্য সতর্কতা অবলম্বন করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শিলিগুড়ি মহানন্দাপাড়া শাখা
জেলা : দার্জিলিং
পশ্চিমবঙ্গ

ইন্ডিয়ান ব্যাংক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD
(পূর্বের এলাহাবাদ ব্যাংক)

আইএফএসসি কোড : আইডিআইবি০০০এস৬৯৪
ইমেল : S694@indianbank.co.in

পরিশিষ্ট - IV-A [রুল ৮ (৬) এর প্রতি অনুবিধি দেখুন]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৮(৬)-এর অনুবিধি সহ পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অন্তর্গত স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় নোটিশ।

সাধারণভাবে জনসাধারণ এবং নির্দিষ্টভাবে ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদাতা (গণ)-কে এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি বন্ধকী ঋণদাতাকে বন্ধক দেওয়া/চার্জ দেওয়া সম্পত্তির (প্রতীকী) দখল ইন্ডিয়ান ব্যাংকের শিলিগুড়ি মহানন্দাপাড়া শাখার অনুমোদিত আধিকারিক বন্ধকী ঋণদাতা নিয়েছেন ১০/১২/২০২৫ তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা কিছু আছে', 'যেখানে যাই থাকুক' ভিত্তিতে টা: ২,২৫,৯২,৪৩২.০০ (টাকা দুই কোটি পঁচিশ লক্ষ বিরানব্বই হাজার চারশত বত্রিশ মাত্র) (২১.১০.২০২৫) পুনরুদ্ধারের জন্য ইন্ডিয়ান ব্যাংক, শিলিগুড়ি মহানন্দাপাড়া শাখার বন্ধকী ঋণদাতার কাছে ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা - মেসার্স সিলভার কুইন জুয়েলার্স, শেঠ শ্রীলাল মার্কেট, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং-৭৩৪০০১, শ্রী চন্দ্র প্রকাশ সিনহাল ওরফে চন্দ কুমার সিনহাল, প্রয়াত দ্বারকা প্রসাদ সিনহালের পুত্র, মেঘনাথ সাহা সরণি, প্রধাননগর, ওয়ার্ড নং-২, শিলিগুড়ি, জেলা-দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩৪০০৩, শ্রী পবন কুমার সিনহাল দ্বারিকা প্রসাদ সিনহালের পুত্র, নিবেদিতা রোড, প্রধাননগর, শিলিগুড়ি, জেলা-দার্জিলিং পিন-৭৩৪০০৩, শ্রী প্রেম কুমার সিনহাল দ্বারিকা প্রসাদ সিনহালের পুত্র, গঙ্গেশ্বরী বিল্ডিং, দ্বিতীয় তলা, শেঠ শ্রীলাল মার্কেট, নিউ জেমস ইন্ডিয়া, ওয়ার্ড নং-১১, শিলিগুড়ি, জেলা-দার্জিলিং, পিন-৭৩৪০০১, শ্রী সুরেশ কুমার সিনহাল দ্বারিকা প্রসাদ সিনহালের পুত্র নেতাজি রোড, দিনবাজার, জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ, পিন: ৭৩৫১০১, শ্রীমতী সরিতা সিনহাল, শ্রী চন্দ্র প্রকাশ সিনহাল ওরফে চন্দ কুমার সিনহালের স্ত্রী, নিবেদিতা রোড, মেঘনাথ সাহা সরণি, প্রধাননগর, ওয়ার্ড নং-২, শিলিগুড়ি, জেলা-দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩৪০০৩-এ বসবাসরত ব্যক্তির বকেয়া রয়েছে।

ই-অকশন পদ্ধতিতে বিক্রয়ের জন্য আনীত সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে তালিকাভুক্ত :

সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ :-	বাণিজ্যিক সম্পত্তিটির অবিভাজ্য অংশের (গুদামঘর দলিল অনুসারে) পরিমাপ ১০৭৫ স্কোয়ার ফিট (আনুমানিক) যেটি চার তলা বিশিষ্ট ভবনটির নীচতলায় অবস্থিত। এই ভবনটি ২ কাঠা অথবা ০.০৩২ একর পরিমাপের জমিটিতে অবস্থিত যার হোল্ডিং নং-১৯৮/১/১৬৩, ওয়ার্ড নং-১১, দাগ/প্লট নং-৮৮১১, খতিয়ান নং-৪৬২৯, তৌজি নং-৩ (জেএ),জেএল নং-১১০, শেঠ শ্রীলাল মার্কেট, শিলিগুড়ি, মৌজা-শিলিগুড়ি, পরগণা-বৈকুণ্ঠপুর, থানা-শিলিগুড়ি, জেলা-দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত। উল্লিখিত জমিটির সীমানা যথাক্রমে- উত্তর - নরেশ কুমার বানসালের জমি এবং বাড়ি, দক্ষিণ-রাম কুমার আগরওয়ালের জমি এবং বাড়ি, পূর্ব-২০ ফিট চওড়া রাস্তা, পশ্চিম-শ্রী মনোজ কুমার সোনির জমি এবং বাড়ি।
সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা	জানা নেই
সুরক্ষিত অর্থমূল্য	টা: ৩,৫৯,২২,০০০.০০ (টাকা তিন কোটি উনষাট লক্ষ বাইশ হাজার মাত্র)
ইএমডি অর্থমূল্য	টা: ৩৫,৯২,২০০.০০/- (টাকা পঁয়ত্রিশ লক্ষ বিরানব্বই হাজার দুইশত মাত্র)
দর বৃদ্ধির পরিমাপ	টা: ৫০,০০০.০০ (টাকা পঞ্চাশ হাজার মাত্র)
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী প্ল্যাটফর্ম https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi- এ	
ই-অকশনের তারিখ এবং সময়	১০.১২.২০২৫ সকাল ১১ :০০টা থেকে বিকেল ০৫.০০টা
সম্পত্তির আইডি নং	আইডিআইবি ২১০২৫৭০৭৩০১

দরদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে অনলাইনে দর দেওয়ার জন্য আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী ওয়েবসাইট (https://www.ebkray.in) PSB Alliance Pvt. Ltd.-এ পরিদর্শন করুন। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে কল করুন ৮২৯১২২০২২০-তে, রেজিস্ট্রেশনস্থিতি এবং ইএমডি স্থিতির জন্য অনুগ্রহ করে ইমেল করুন-support.ebkray@psballiance.com-এ।

সম্পত্তির বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং নিলামের সমস্ত নিয়ম ও শর্তাবলির জন্য অনুগ্রহ করে https://www.ebkray.in-এ পরিদর্শন করুন, এবং পোর্টাল সংক্রান্ত স্পষ্টতার জন্য দয়া করে যোগাযোগ করুন PSB Alliance Pvt. Ltd.-এ, যোগাযোগের নং- ৮২৯১২২০২২০।

ওয়েবসাইট https://www.ebkray.in-এ সম্পত্তিটি খুঁজে পাওয়ার জন্য উপরে উল্লেখিত সম্পত্তি আইডি নংটি দরদাতাদের ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

তারিখ : ২১.১০.২০২৫
স্থান : শিলিগুড়ি
অনুমোদিত আধিকারিক

কিউআর কোড

ব্যাংক ওয়েবসাইট www.indianbank.in	ই-অকশন ওয়েবসাইট	সম্পত্তির অবস্থান	সম্পত্তির ছবি

যোগাযোগের ব্যক্তি : (সুমন কুমার, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত আধিকারিক, মোবাইল নং- ৯০৮৩৭০১৮১৫)

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : জমি, বাড়ি কেনার আগে পরিবারের সঙ্গে আলোচনা করে নিন। তীর্থভ্রমণে টাকা নিয়ে একটু সমস্যা হবে। বৃষ : ধর্মীয় কাজে যোগ দিয়ে আনন্দ পাবেন। বাড়িতে অতিথি সমাগমে খরচ বাড়বে। কর্মক্ষেত্র পরিবর্তন করতে হতে পারে। মিথুন : সন্তানের উচ্চশিক্ষায় খরচ বাড়বে। কর্মপ্রার্থীরা বহুজাতিক কোম্পানিতে চাকরির সুযোগ পাবেন। প্রেমে দোলাচল থাকবে। কর্কট : বাড়ির কোনও বহুমূল্য দ্রব্য হারিয়ে যেতে পারে। পেশাগত কারণে ভিনরাজ্যে যাওয়ার সম্ভাবনা। বন্ধুর সঙ্গে বিবাদ। সিংহ : রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের একটু চাপ বাড়বে। কাউকে কথা দিয়ে রাখতে না পেরে অনুশোচনা। কন্যা : আইনি কাজে কোনও উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সাহায্য পেয়ে উপকৃত হবেন। কোমরের যন্ত্রণা নিয়ে ভোগান্তি। ব্যবসায় আর্থিক সমস্যা মিটবে। তুলা : সন্তানের কোনও কাজে গর্বিত হবেন। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি ও বদলির খবর মিলতে পারে। বাড়ি তৈরির স্বপ্ন সফল হবে। বৃশ্চিক : সংসারে আর্থিক খরচ নিয়ে চিন্তা বাড়বে। কাউকে কটু কথা বলে অনুশোচনা। পড়াশোনায় বাধা কাটবে। ধনু : নিকট কোনও আত্মীয়ের কারণে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন। নতুন কিছু শুরু করতে গিয়ে বাধার মুখে পড়তে পারেন। মকর : কাউকে টাকা ধার দিয়ে বিপাকে পড়তে হতে পারে। ধর্মীয় কাজে অংশ নিয়ে মানসিক চাপ কমবে। কুম্ভ : বাড়ি সংস্কার নিয়ে প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা। পারিবারিক বিবাদে বন্ধুর হস্তক্ষেপে সমস্যা মিটবে। মীন : কর্মক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তর্কবিতর্কে সমস্যা তৈরি হবে। সম্পত্তি নিয়ে পারিবারিক সমস্যা মেটার সম্ভাবনা কম।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৫ কার্ত্তিক, ১৪৩২, ভাঃ ১ কার্ত্তিক, ২৩ অক্টোবর ২০২৫, ৫ কাতি, সংবৎ ২ কার্ত্তিক সুদি, ৩০ রবিঃ সানি। সূঃ উঃ ৫।৪১, অঃ ৫।৩। বৃহস্পতিবার, দ্বিতীয়া রাত্রি ৮।২০। বিশাখানক্ষত্র রাত্রি ৩।৪০। আয়ুষ্মানযোগ শেষরাত্রি ৪।৫৫। বালবকরণ দিবা ৭।১৮ গতে কৌলবকরণ রাত্রি ৮।২০ গতে তৈতিলকরণ। জন্মে- তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, রাত্রি ৯।১ গতে বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ, রাত্রি ৩।৪০ গতে দেবগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শনির দশা। মৃতে- ত্রিপাদদোষ, রাত্রি ৮।২০ গতে দ্বিপাদদোষ, রাত্রি ৩।৪০ গতে দোষ নাই। যোগিনী- উত্তরে, রাত্রি ৮।২০ গতে অগ্নিকোণে। কালবেলাদি ২।১২ গতে ৫।৩ মধ্যে। কালরাত্রি ১১।২২ গতে ১২।৫৭ মধ্যে। যাত্রা- নাই, রাত্রি ৩।৪০ গতে যাত্রা শুভ দক্ষিণে নিষেধ। শুভকর্ম- গর্ভাধান, দিবা ২।১২ মধ্যে অন্নপ্রাশন দীক্ষা নববস্ত্রপরিধান বিক্রয়বাণিজ্য পুণ্যাহ হলপ্রবাহ বীজবপন বৃক্ষাদিরোপণ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- দ্বীতিয়ার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। ভ্রাতৃদ্বিতীয়াকৃত্য(ভাইফোঁটা)। যম-যমুনা-চিত্রগুপ্ত ও যমদূত পূজা। যমার্ঘ্যদান। ভগিনী কর্তৃক ভ্রাতৃপূজা। ভ্রাতাও ভগিনীকে বস্ত্রাদি দান করিবে। ভগীনিহস্তে ভোজন কর্তব্য। গোস্বামীমতে যমদ্বিতীয়া ও মধ্যাহ্নে শ্রীশ্রীযমরাজ(ধর্মরাজ) পূজা। দোয়াত পূজা ও ভাইদূঁজ(বিহার)। মথুরায় গিরিগোবর্ধনের শ্রী গৌড়ীয় সেবাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীভক্তি সম্বন্ধ পর্বত গোস্বামী মহারাজের তিরোভাব তিথি। শ্রীধাম নবদ্বীপে গানতলা রোডে শ্রীশ্রীগোবিন্দ জীউর মন্দিরে ভুবনেশ্বর সাধুবাবার আবির্ভাব তিথি। অমৃতযোগ- দিবা ৭।১৮ মধ্যে ও ১।১১ গতে ২।৩৯ মধ্যে এবং রাত্রি ৫।৪৩ গতে ৯।১১ মধ্যে ও ১১।৪৬ গতে ৩।১৪ মধ্যে ও ৪।৬ গতে ৫।৪২ মধ্যে।

এক হোয়াটসঅ্যাপেই
বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

একইভাবে ফেসবুকেও বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

তোলাবাজি, গ্রেপ্তার 'নবান্নের আধিকারিক'

নৃসিংহপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

বারবিশা, ২২ অক্টোবর : মোবাইল ফোনে হুমকি দিয়ে, ভয় দেখিয়ে, নিজেকে নবান্নের বড় আধিকারিক বলে পরিচয় দিয়ে বিভিন্ন জায়গা থেকে টাকা তুলছিলেন এক ব্যক্তি। সেই অভিযোগে সৌম্যদীপ নাহা নামের সেই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে কুমারগ্রাম থানার বারবিশা ফাঁড়ির পুলিশ।

মঙ্গলবার রাতে বীরপাড়া রবীন্দ্রনগর কলোনিতে বীরপাড়া থানার পুলিশের সহযোগিতায় অভিযান চালিয়ে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে বারবিশা ফাঁড়ির পুলিশ। বুধবার ধৃতকে আলিপুরদুয়ার জেলা আদালতে তোলা হলে তদন্তের স্বার্থে ৭ দিনের পুলিশ হেপাজতের আবেদন মঞ্জুর করেছেন বিচারক। আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী বলেন, 'এক ব্যক্তির মোবাইলে ফোন করে নানাভাবে ভয় দেখিয়ে টাকা আদায়ের চেষ্টা করে যাচ্ছিল অভিযুক্ত। লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে আদালতে পাঠানো হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।'

স্থানীয় এবং পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, নবান্নর বড় অফিসার হিসেবে পরিচয় দিয়ে সেই ব্যক্তি অসম-বাংলা সীমানার পাকড়িগুড়ি এলাকার এক পণ্যবাহী পিকআপ ভ্যানচালককে ব্ল্যাকমেল করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর কথা মতো টাকা ময়নাগুড়িতে পৌঁছে না দিলে গ্রেপ্তার করিয়ে দেওয়ার হুমকিও দিয়েছেন একাধিকবার। দাবি মতো টাকা না দিলে সেই পিকআপ ভ্যানচালককেও অবৈধ ব্যবসায় জড়িত থাকার অভিযোগে ফাঁসিয়ে জীবন নষ্ট করে দেবেন, এমন হুমকিও দিয়েছেন তিনি। তাতে ঘাবড়ে গিয়ে সেই পিকআপ ভ্যানচালক ব্ল্যাকমেলের হাত থেকে রেহাই পেতে পুলিশের দ্বারস্থ হন। কুমারগ্রাম থানায় মাস চারেক আগে লিখিত অভিযোগও দায়ের করেন। সেই থেকে পুলিশ অভিযুক্ত সৌম্যদীপকে খুঁজছিল।

সেই চালক বলেন, 'প্রথমদিকে ঘাবড়ে গিয়ে ২০ হাজার টাকাও দিয়েছি। এরপরই আরও চাপ দিতে থাকে। নিরুপায় হয়ে পুলিশের কাছে সবটা খুলে বলি এবং লিখিত অভিযোগ করি। থানা থেকে লিখিত অভিযোগ তুলে নেওয়ার জন্যও বহুবার বিভিন্ন মোবাইল নম্বর থেকে হুমকি দিয়েছে।'

পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্ত পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। মঙ্গলবার পরিবারের লোকজনের সঙ্গে দেখা করতে বীরপাড়ার রবীন্দ্রনগর কলোনিতে নিজের বাড়িতে ফেরেন। এমন খবর পাওয়ামাত্রই অভিযুক্তর বাড়িতে গিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পুলিশ সূত্রেই জানা গিয়েছে, অতীতে এক নাবালকের উপর যৌন নির্যাতনের অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন সৌম্যদীপ। বিভিন্ন সময় বেনামে প্রশাসনের পদস্থ কর্তাদের কাছে এমনকি রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের একাধিক দপ্তরে ভুয়ো অভিযোগ করে প্রচুর হয়রানিও করেছেন তিনি।

ফাঁদে দুষ্কৃতী

- এক পিকআপ ভ্যানের চালককে হুমকি দেওয়া ও ব্ল্যাকমেল করার অভিযোগ
- কুমারগ্রাম থানায় মাস চারেক আগে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন সেই চালক
- সেই থেকে পুলিশ অভিযুক্ত সৌম্যদীপকে খুঁজছিল
- আর সৌম্যদীপ পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন
- অবশেষে বীরপাড়ায় বাড়িতে এসে ধরা পড়ে যান

চারদিকে ধ্বংসের ছাপ। বাড়ি কোথাও জলের তলায়। কোথাও সবজিখেত পলিতে ঢাকা। মানুষগুলির ঠাঁই বাঁধের ওপর সরকারের দেওয়া ত্রিপলের নীচে। তাড়া করছে একটাই প্রশ্ন- এই দুঃসহ জীবন আর কতদিন? ময়নাগুড়ির কাছে বেতগাড়া, রামশাই ঘুরে গৌতম গুহ রায়ের বিশেষ প্রতিবেদন।

পলির স্তূপে বসত, বাঁধে অসহায় জীবন

জলঢাকা নদীর ডান দিকের বাঁধেই সাপলু রায়, ফুলটুসি বর্মনদের ঘরসংসার। বাঁধের একদিকে এখন 'শান্ত' জলঢাকার বালুচর। অন্যদিকে, তাঁদের বসতভিটের জায়গায় জমে আছে পলি রঙের ধূসর জল। একসময় যেখানে সারিবদ্ধ বাড়ি ছিল, গোয়ালে গোরু ছিল, ছাগল ছিল, বাড়ি লাগোয়া জমিতে মাচাভরা ঝিঙে, লাউ, শিম ইত্যাদি শস্যে সবুজ হয়েছিল। সেই কৃষিজমির অধিকাংশই এখন পলি মাখা কিংবা জলের নীচে। কোথাও জল নেমে গেলেও তছনছ শস্যখেত।

গত ৫ অক্টোবরের ভোরের প্রলয়ে ভেসে যাওয়া সেই ভিটে, জমির দিকে তাকিয়ে বাঁধে ত্রিপলের নীচে জীবন কাটছে একদল মানুষের।

ময়নাগুড়ি থেকে রামশাই যাওয়ার পাকা সড়ক থেকে কিছুটা পুবে গেলে জলঢাকা নদী সংলগ্ন আমগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বেতগাড়া। সেই দুর্যোগে জলঢাকা নদীর বাঁধ তিন জায়গার ভেঙে ভাসিয়ে দিয়েছিল বিস্তীর্ণ জনপদকে। সেই সর্বনাশের পর ১৫ দিনেরও বেশি পার ইতিমধ্যে।

আদৌ আর কেউ কোনওদিন নিজ ভিটেয় ফিরতে পারবেন কি না সন্দেহ। বাঁধ হলেই আবার কোনওদিন এমন বিপদে পড়তে হবে না, তারই বা নিশ্চয়তা কোথায়! চারদিকে ধ্বংসের চিহ্ন ছড়িয়ে। যে যতটুকু পেরেছিলেন, উদ্ধার করেছিলেন। বাঁধে ত্রিপলের ছাউনির পাশে কারও শোকেস তার প্রমাণ দিচ্ছে।

উলটোদিকে একসময়ের ভিটে, খেতের জায়গায় কোথাও বাড়ি উলটে পড়ে আছে, কোথাও বাড়ির জায়গাটা পুকুরের চেহারা নিয়েছে। কোথাও রাস্তায় কাদা বা ঘোলা জল। জলঢাকা নদীর চরের পাশে ছিল ভবানু রায়ের বাড়ি। কৃষিকাজের পাশাপাশি মাছ ধরা তাঁর পেশা। সেদিন সকাল ৪টায় উঠে পড়েছিলেন মাছ ধরার জন্য ফাঁদ পাতবেন বলে।

ভবানুর কথায়, 'বাসায় এসে যখন সবজিখেতের পরিচর্যার প্রস্তুতি নিচ্ছি, তখন সকাল সাড়ে ছয়টা নাগাদ দেখি নদীর জল বাড়ছে, বাসায় ঢুকে পড়ছে। কিছু বুঝে ওঠার আগে নিমেষের মধ্যে প্রবল স্রোতে ঢেউয়ের মতো জলরাশি আছড়ে পড়েছিল ভিটেয়।'

প্রায় পাঁচশো পরিবার অসহায় হয়ে সেই দৃশ্য দেখেছে। খাটোরবাড়ির যেখানে প্রায় ২০০ ফুট জায়গায় বাঁধ ভেঙেছে, সেখানে ছিল অমল বর্মনদের আত্মীয় সহ পাঁচ ঘর বসত। সেখানে এখন পুকুর। আটকে আছে নদীর ঘোলা জল। সেই জলে মাথা তুলে আছে ভাঙা বাড়ির চালের টিন, ড্রেসিং টেবিল।

কথা হচ্ছিল ভবালু রায়ের সঙ্গে। তাঁর জিজ্ঞাসা, 'এভাবে আর কতদিন?' ভবালুর কথায় প্রতিধ্বনি উঠল আশপাশের সকলের গলায়, এখনই পুনর্বাসন না হলে সবকিছু তছনছ হয়ে যাবে। ভবালু বলেন, 'ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা, জমিজমায় কৃষিকাজ থেকে যাবতীয় কিছু অনিশ্চিত হয়ে যাবে।' দেখে মনে হল, অপেক্ষা আরও দীর্ঘ হলে অমাবস্যা রাতের কৃষ্ণচন্দ্রের মতো ওঁদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে উঠবে।

জীবন এখন।। জলঢাকার পাড়ে বেতগাড়ায়।

পুকুর ভরাট, জানে না পুরসভা

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ২২ অক্টোবর : দমনপুর নর্থ পয়েন্ট এলাকায় একাধিক পুকুর ভরাটের অভিযোগ উঠেছিল আগেই। এবার খোদ আলিপুরদুয়ার শহরের বুকেই পুকুর ভরাটের অভিযোগ উঠল। আলিপুরদুয়ার পুরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের বিজি রোড এলাকায় পুকুর ভরাট করার অভিযোগ উঠল। স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, সেই পুকুর ব্যক্তিগত মালিকানাধীন। তবে তা ভরাটের জন্য পুরসভার কাছ থেকে কোনও অনুমতি নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ।

সেই পুকুর কয়েক দশকের পুরোনো। প্রায় ১ বিঘা জায়গাজুড়ে অবস্থিত। গত কয়েকদিন ধরে আর্থমুভার ও ট্র্যাক্টর দিয়ে পুকুর ভরাট করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। যাঁদের পুকুর, সেই পরিবারের সদস্যরা এই বিষয়ে সংবাদমাধ্যমের কাছে কিছু বলতে চাননি। তবে পরিবারের এক সদস্য অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, 'পুকুরের পাড়ের মাটি অনেকটা উঁচু ছিল। সেগুলি সমান করা হয়েছে। পুকুর ভরাট হয়নি।'

শহরের মধ্যে বর্তমানে তো হাতেগোনা কয়েকটা পুকুর রয়েছে। তিন-চারটে পুকুর পুরসভা দেখভাল করলেও ব্যক্তিগত মালিকানাধীন বেশিরভাগ পুকুর বুজিয়ে ফেলা হয়েছে। বিজি রোড এলাকার এই পুকুরটি ঝোপঝাড়ে ঘেরা। তাই রাস্তা থেকে সহজে দেখা যায় না। স্থানীয়দের অভিযোগ, সেই পুকুর ভরাট করে তা প্লট করে বিক্রির পরিকল্পনা রয়েছে। সাধারণত বড় ও দীর্ঘদিনের পুরোনো পুকুর থাকলে পুরসভার অনুমতি নিতে হয়। তবে পুকুর ভরাটের বিষয়ে পুরসভা কিছুই জানে না বলে জানিয়েছে। এবিষয়ে ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার দিবাকর পালকে একাধিকবার ফোন করে পাওয়া যায়নি। তবে আলিপুরদুয়ার পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর বলেন, 'পুরসভার তরফে পুকুর ভরাটের কোনও অনুমোদন দেওয়া হয়নি। কে বা কারা পুকুর ভরাট করছে তা খতিয়ে দেখা হবে।'

সেই পুকুরে শীতকালেও জল থাকে। তাই পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় পুকুরটির গুরুত্ব রয়েছে বলে পরিবেশকর্মীদের দাবি। পরিবেশপ্রেমী জীবনকৃষ্ণ রায় বলেন, 'দীর্ঘদিনের পুরোনো বড় পুকুর ভরাট হয়ে গেলে পরিবেশের বাস্তুতন্ত্রের উপর প্রভাব পড়বে। কোচবিহারের মতো জায়গাতে পুকুর সংরক্ষণ হয়েছে। অথচ আলিপুরদুয়ারে একের পর এক সরকারি ও ব্যক্তিগত পুকুর ভরাট হয়ে পড়ছে। প্রশাসন উদাসীন থাকায় স্থানীয়দের দুর্ভোগে পড়তে হয়।'

আলিপুরদুয়ার শহর ও শহর সংলগ্ন এলাকায় একের পর এক সরকারি জলাশয় ভরাট হয়ে গিয়েছে। সেইসঙ্গে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন একাধিক পুকুরও বুজিয়ে ফেলা হয়েছে। এসবের ফলে কোথাও আগুন লাগলে জলের জন্য হাহাকার পড়ে যায়। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। জলাশয় ভরাট করে জমির চরিত্র বদলে ফেলার অভিযোগ উঠেছে আগেও। পরে সেখানে আবাসন ঘরে উঠেছে। একশ্রেণির দালালচক্র দীর্ঘদিন ধরে এইভাবে শহরের একের পর এক পুকুর বুজিয়ে ফেলার কাজ করছে।

মাটি ফেলা হচ্ছে পুকুরে, ১৬ নম্বর ওয়ার্ডে। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

কারবার

- বিজি রোড এলাকায় পুকুর ভরাট করার অভিযোগ উঠল
- সেই পুকুর ব্যক্তিগত মালিকানাধীন, কয়েক দশকের পুরোনো
- প্রায় ১ বিঘা জায়গাজুড়ে অবস্থিত
- আর্থমুভার ও ট্র্যাক্টর দিয়ে পুকুর ভরাট করা হচ্ছে, অভিযোগ
- ভরাটের জন্য পুরসভার কাছ থেকে কোনও অনুমতি নেওয়া হয়নি, অভিযোগ।

পোষ্যের জন্য পুলিশ সুপারের তৎপরতা

শব্দবাজি ফাটলেও নিষ্ক্রিয় পুলিশ

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২২ অক্টোবর : জেলাজুড়েই নিষিদ্ধ শব্দবাজি ফেটেছে। নির্ধারিত সময়ের বাইরেও দেদার পোড়ানো হয়েছে নিষিদ্ধ বাজি। তীব্র আওয়াজে সমস্যায় পড়েছে শিশু থেকে বয়স্করা। পোষ্যদের অবস্থাও উদ্বেগজনক। বায়ু দূষণের মাত্রা বেড়েছে চড়চড়িয়ে। কোথাও পুলিশকে ব্যবস্থা নিতে দেখা যায়নি। নিষিদ্ধ বাজি ফাটানোর অভিযোগে জেলার অন্য কোনও থানা এলাকায় একজনকেও গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ। কারও বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থাও নেওয়া হয়নি। ব্যতিক্রম শুধু রেলগুমটি এলাকা।

যেখানে জেলাজুড়ে পুলিশ নিষ্ক্রিয় থেকেছে বলে অভিযোগ সেখানে পুলিশ সুপার কেন অতিসক্রিয় হয়ে উঠলেন তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। কেউ কেউ বলছেন, তাহলে পুলিশ সুপারের ব্যক্তিগত অসুবিধা হওয়ার জন্যই কি সেই রাতে বাংলোর পাশে তিনি অভিযান চালালেন? তাঁর বাড়ির পোষ্যদের সমস্যা হয়েছে বলেই কি তিনি প্রতিবেশীদের পেটালেন? যদি সাধারণ মানুষের সমস্যার কথাই ভাবা হয়ে থাকে, তাহলে জেলাজুড়ে শব্দবাজি ফাটানোর বিরুদ্ধে পুলিশ ব্যবস্থা নিল না কেন? পুলিশ সুপার যে এলাকায় বসবাস করেন, সেই এলাকায় কি আলাদা নিয়ম? এমন প্রশ্ন তুলছেন আইনজীবীরাও। যদিও মারধরের অভিযোগ আগেই অস্বীকার করেছিলেন পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য।

জেলাজুড়ে প্রচুর পরিমাণে শব্দবাজি বাজেয়াপ্ত করেছে এমন কোনও তালিকা দিতে পারেনি পুলিশ। এমনকি শব্দবাজি ফাটানোর অভিযোগে অন্যত্র কোথাও কেউ গ্রেপ্তার হয়েছে বলেও পুলিশ তথ্য প্রকাশ করতে পারেনি।

কেবলমাত্র পুলিশের প্রকাশ করা তথ্যে দেখা যাচ্ছে, নির্ধারিত সময়সীমা ও শব্দমাত্রা লঙ্ঘন করে অবৈধভাবে বাজি-পটকা ফাটানোর অভিযোগে কোতোয়ালি থানার অন্তর্গত রেলগুমটি থেকে ১০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাহলে জেলার বাকি কোথাও কি শব্দবাজির দাপট ছিল না? সেই এলাকাগুলিতে পুলিশ কেন নিষ্ক্রিয়? প্রশ্ন তুলছেন বাসিন্দারা। কোচবিহারের বাসিন্দা তথা আইনজীবী শিবেন্দ্রনাথ রায়ের বক্তব্য, 'কোচবিহারের বিভিন্ন জায়গায় শব্দবাজি ফেটেছে। কিন্তু পুলিশের কোনও ভূমিকা দেখা যায়নি। একমাত্র পুলিশের অভিযান দেখা গেল পুলিশ সুপারের বাংলোর পাশে। বোঝাই যাচ্ছে পুলিশ সুপারের সমস্যা হচ্ছিল বলেই অভিযান চালানো হয়েছে। পুলিশ সেখানে অতিসক্রিয়তা দেখিয়েছে।'

দিনহাটা কলেজের শিক্ষক তন্ময় সাহা বলেছেন, 'শব্দবাজির বিরোধিতা করে পুলিশ সচেতনতামূলক ভিডিও তৈরি করেছিল। সেটা সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখেছিলাম। কিন্তু তারপরেও শব্দবাজি ফেটেছে। সেখানে পুলিশের কড়া হওয়া প্রয়োজন ছিল।'

একই সুরে মাথাভাঙ্গার বাসিন্দা তথা আইনজীবী সব্যসাচী তরফদারের কথায়, 'গতবছরের তুলনায় কম হলেও এবারও মাথাভাঙ্গায় শব্দবাজি ফেটেছে দেদার। সেখানে প্রশাসনিক গলদ থাকলে তা মেটানো প্রয়োজন। এখানে শব্দবাজি ফাটানোর অভিযোগে কাউকে গ্রেপ্তার বা আইনি ব্যবস্থা নেওয়া, শব্দবাজি বাজেয়াপ্ত করা এসব কথা তো শুনিনি।'

ব্যতিক্রমী পদক্ষেপ

- নির্ধারিত সময়ের বাইরেও দেদার পোড়ানো হয়েছে নিষিদ্ধ বাজি
- তীব্র আওয়াজে সমস্যায় পড়েছে শিশু থেকে বয়স্করা
- কোথাও পুলিশকে ব্যবস্থা নিতে দেখা যায়নি
- নিষিদ্ধ বাজি ফাটানোর অভিযোগে জেলার অন্য কোনও থানায় একজনকেও গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ
- প্রশ্ন উঠছে, ব্যতিক্রম কি শুধু রেলগুমটি এলাকা

প্রতিমা বিসর্জন।। জিতপুর ঘাট আলিপুরদুয়ার জংশন এলাকায়। বুধবার। ছবি : প্রসেনজিৎ দেব

ফ্লেক্সেই দেবীর ছবি মাঘপালায়

নিশিগঞ্জ, ২২ অক্টোবর : মাঘপালায় ৪৮ ফুট উচ্চতার কালী প্রতিমা পুড়ে যাওয়ার পর শোকের আবহ কাটিয়ে, ফের উৎসবমুখর হতে চাইছেন পুজো উদ্যোক্তারা। গত মঙ্গলবার প্রতিমার শেষ পর্যায়ের কাজের সময় মৃৎশিল্পীর হিটারের গ্যাস সিলিন্ডার লিক করে সম্পূর্ণ প্রতিমাটি পুড়ে গিয়েছিল।

বুধবার দেবীর ছবি দেওয়া ফ্লেক্স টাঙিয়ে চালবে পুজোর মেলা। পুজো কমিটির সম্পাদক গোষ্ঠলাল সরকার বলেন, 'প্রতিমার ছবিতে দর্শনার্থীরা প্রণাম করতে পারবেন। এছাড়া ছোট একটি কালীমূর্তি থাকছে। মেলাও চলবে পূর্বনির্ধারিত সময় অনুযায়ী।'

যদিও এদিন মাঘপালার মেলায় তেমন ভিড় দেখা যায়নি। মেলার হরেকমালের দোকানদার সুনীল দাস বলেন, '৪৮ ফুটের প্রতিমার আকর্ষণেই মেলায় দূরদূরান্ত থেকে লোক আসে। প্রতিমা পুড়ে যাওয়ায় মেলা কতটা জমবে, তাই নিয়ে চিন্তায় আছি।'

মাঘপালা পুজো কমিটির সভাপতি অনিলচন্দ্র সরকার বলেন, 'মেলায় নতুন করে প্রাণ ফেরানোর চেষ্টা চালাচ্ছি সকলে মিলে। পরিকল্পনা মতো সমস্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও হবে। আশা করি নির্বিঘ্নেই সবটা শেষ করা যাবে।'

গাড়ি থেকে ৯০ লিটার পেট্রোল বাজেয়াপ্ত

মাদারিহাট, ২২ অক্টোবর : ভুটান থেকে অবৈধভাবে পেট্রোল নিয়ে আসার সময় হাতেনাতে ধরল পুলিশ। বুধবার একটি মারুতি গাড়িতে করে ভুটান থেকে তেল পাচার করা হচ্ছিল। সেইসময় মাদারিহাট থানার পুলিশ গাড়িটির পিছনে ধাওয়া করা শুরু করে। তখন গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে হলং পূর্ব খয়েরবাড়ির কাছে এশিয়ান হাইওয়ের ধারে জঙ্গলে নেমে যায়। ওই মুহূর্তে গাড়িটির চালক পালিয়ে যায়। আর কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। তবে তিনটি ড্রামে প্রায় ৯০ লিটার পেট্রোল ছিল।

এই গাড়িতেই পাচার হচ্ছিল তেল।

মাদারিহাট থানার ওসি অসীম মজুমদার এবিষয়ে বলেন, 'গাড়ির চালক পালিয়ে গিয়েছে। তেল সহ গাড়ি বাজেয়াপ্ত করে থানায় আনা হয়েছে।'

এদিন পশ্চিমবঙ্গের নম্বর প্লেটের একটি মারুতি গাড়িতে করে ভুটান থেকে তেল আনা হচ্ছিল। গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে সেই সময়ই পুলিশ গাড়িটির পিছনে ধাওয়া করা শুরু করে। আর পালাতে না পেরে গাড়ির চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটিকে এশিয়ান হাইওয়ের ধারে জঙ্গলের ভেতর নিয়ে গিয়ে ফেলে। ভারতের থেকে ভুটানে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম লিটার প্রতি প্রায় ৩০ থেকে ৫০ টাকা কম। তাই এদেশের কিছু অসাধু ব্যবসায়ী ভুটান থেকে অবৈধভাবে তেল কিনে এনে এদেশে তা বিক্রি করে। এখানে লিটার প্রতি প্রায় ৮০ টাকা থেকে ৮৫ টাকা দামে তা বিক্রি করে ব্যবসায়ীরা। এনিয়ে মাদারিহাটের এক পাম্প মালিক বলেন, 'ভুটানে আমাদের দেশের তুলনায় তেলের দাম অনেকটাই কম। ফলে ভুটানের পাম্পগুলি থেকে অবাধে তেল নিয়ে এদেশের প্রচুর ছোট-বড় গাড়ি এখানে বিক্রি করার জন্য আসে। এর ফলে আমাদের দেশের পাম্পগুলি ক্ষতির মুখে পড়ছে।'

নিখোঁজ তরুণী

মাদারিহাট, ২২ অক্টোবর : প্রায় এক সপ্তাহ ধরে নিখোঁজ মধ্য মাদারিহাটের এক তরুণী। তরুণীর নাম সুমন ওরাওঁ। মা ঘুনি ওরাওঁ জানালেন, প্রতিদিনের মতো গত সপ্তাহের বৃহস্পতিবার তিনি এবং তাঁর স্বামী দিনমজুরির কাজে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে দেখেন, মেয়ে বাড়িতে নেই। এরপর সন্ধ্যা হলেও মেয়ে বাড়িতে না ফেরায় তাঁরা চিন্তায় পড়ে যান। তাঁর কথায়, 'আত্মীয়পরিজনদের কাছে খোঁজখবর করি যে মেয়ে ওখানে গিয়েছে নাকি! কিন্তু কেউই খোঁজ দিতে পারেননি। মঙ্গলবার রাতে তাই মাদারিহাট থানায় অভিযোগ দায়ের করি।' তরুণীর মা জানালেন, তাঁর দুই মেয়ে এবং এক ছেলে। সুমন ছোট মেয়ে। বাড়িতে সম্প্রতি কোনও সমস্যা হয়নি বলে দাবি মায়ের। কোনও ছেলের সঙ্গেও তাঁর মেয়ের মেলামেশা ছিল না। ফলে সুমন কোথায় গিয়েছেন, সেটা বুঝতে পারছেন না তাঁরা। মাদারিহাট থানার ওসি অসীম মজুমদার বললেন, 'আমরা অভিযোগ পেয়েই তদন্ত শুরু করেছি।'

মঞ্চে উঠে গলা কাঁপল রিকশাকাকুর

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ২২ অক্টোবর : 'আমি যে রিকশাওয়ালা, দিন কি এমন যাবে...' নয়ের দশকে জন্মানো ছেলেপুলের কাছে চন্দ্রবিন্দু নামক ব্যান্ডের এই গানটা পরিচিত। গানের সেই রিকশাওয়ালা দিনবদলের আশায় ছিলেন, ঠিক ততখানি না হলেও একটা সন্ধে অবশ্য অন্যরকমের হয়েই গেল ব্রজেন রায়ের কাছে।

বছরের বাকি দিনগুলিতে তিনি রিকশা চালান। সারাদিন পরিশ্রম করলেও আর আগের মতো উপার্জন হয় না। এহেন ব্রজেনকেই মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তোলা হল অনুষ্ঠানের মঞ্চে। তাঁকে রীতিমতো সংবর্ধনা জানানো হল। কালীপুজো উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে খেটে খাওয়া মানুষের প্রতিনিধি হিসেবেই ব্রজেনকে এই সম্মান প্রদর্শন, বলছেন উদ্যোক্তা বীরপাড়ার সিম্ফনি ক্লাবের সদস্যরা। পুজো তো হয়ে গিয়েছে সোমবারেই। তবুও মঙ্গলবার সন্ধ্যায় খাদা পরিয়ে বরণ করে ব্রজেনের হাত দিয়েই আলোকসজ্জার উদ্বোধন করানো হয়। আপ্লুত ওই রিকশাচালকের মন্তব্য, 'এত ভালোবাসা ও সম্মান পেয়ে ভীষণ ভালো লাগছে। আমি গরিব মানুষ। এভাবে পুজো কমিটি সম্মান জানাবে ভাবিনি।'

দীর্ঘদিন রিকশা চালাচ্ছেন ব্রজেন। যৌবন পেরিয়ে তিনি এখন বার্ধক্যে উপনীত। একসময় রিকশাচালকরাই ছিলেন বীরপাড়াবাসীর ভরসা। তবে, পথে টোটো নামার কয়েক বছরের মধ্যে রাস্তা থেকে উধাও প্যাডেলচালিত রিকশা। বীরপাড়ায় কমবেশি হাজার দেড়েক টোটোরিকশা চলে। প্যাডেলচালিত রিকশা চলে মাত্র ১টি। সেটি চালান এই বছর ষাটের ব্রজেন। রিকশার মালিক বীরপাড়ার এক বাসিন্দাকে প্রতিদিন ৩০ টাকা করে দিতে হয়। বাকি টাকায় সংসার চলে ফালাকাটার নবনগরের বাসিন্দা ব্রজেনের। বীরপাড়ায় তিনি পরিচিত রিকশাকাকু নামে।

সিম্ফনি ক্লাবের সভাপতি উৎপলকুমার রায়ের বক্তব্য, 'কৃষক, দিনমজুর, রিকশাচালকরা সমাজের শক্তি। তবে তাঁরা প্রাপ্য মর্যাদা পান না। আমরা খেটে খাওয়া মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে রিকশাকাকুকে সম্মানিত করার চেষ্টা করেছি।'

কেবল রিকশাচালককে সংবর্ধনা জানানোই নয়, নানা ধর্মের মানুষকে আমন্ত্রণ জানিয়ে এক মঞ্চে বসিয়ে 'বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান' বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করেন পুজোর আয়োজকরা। বীরপাড়া কালীবাড়ির পুরোহিত শক্তিপদ তলাপাত্রের পাশেই বসে ছিলেন গুরদোয়ারার পূজারি জ্ঞানী সতনম সিং। মুসলিম সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল মোতি খান, শেখ মহম্মদ সিকন্দর, জাভেদ শেখ সহ আরও কয়েকজনকে। বক্তব্যে সকলেই মৈত্রী আর সম্প্রীতির কথাই বলেন।

এদিন প্রাক্তন জওয়ান মৃত্যুঞ্জয় বসু, সিভিক ভলান্টিয়ার বিশ্বজিৎ মৈত্র, নীরজ গুপ্তদের পাশাপাশি সংবর্ধনা দেওয়া হয় স্থানীয় খেলোয়াড়দেরও। বীরপাড়ার লালপুলের কিশোর মহবুব আলম জম্মু-কাশ্মীরে জাতীয় কিক বক্সিং প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছে। তাকে এদিন আর্থিক সহযোগিতা করে পুজো কমিটি।

রিকশাকাকু ব্রজেন রায়কে সংবর্ধনা দেওয়া হচ্ছে।

কালীপুজোর মেলায় নিরাপত্তায় জোর

সমীর দাস

হ্যামিল্টনগঞ্জ, ২২ অক্টোবর : হ্যামিল্টনগঞ্জে কালীপুজোর মেলার সূচনা হয়েছে মঙ্গলবার। তবে বিকিকিনি বুধবার থেকে শুরু হয়েছে। মেলায় আসা সাধারণ মানুষের যাতে কোনও সমস্যা না হয় তার জন্য কালচিনি থানার পুলিশের তরফে মেলা চত্বরে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। পুলিশ ও মেলার আয়োজক কমিটি সূত্রে জানা গিয়েছে, এবছর মেলায় প্রায় ২০০ পুলিশকর্মী মোতায়েন রয়েছেন। তার মধ্যে থাকবে প্রচুর সাদা পোশাকের পুরুষ ও মহিলা পুলিশ। এছাড়া দর্শনার্থীদের সহযোগিতা করার জন্য মেলায় রয়েছে ৭টি পুলিশ সেন্টার। নজরদারির জন্য ওয়াচটাওয়ার, স্নিফার ডগ স্কোয়াড রাখা হয়েছে।

অন্যদিকে হঠাৎ অগ্নিকাণ্ড বা দুর্ঘটনার ঘটনা ঘটলে মেলায় আসা দর্শনার্থীদের মধ্যে যাতে হুড়োহুড়ি পড়ে না যায় তার জন্য পুলিশের তরফে ফুটপাথে দোকান বসাতে দেওয়া হয়নি। এছাড়া ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের জন্য আলাদা ট্রাফিক পুলিশ থাকছে। প্রতিদিন রাত ১০টা পর্যন্ত মেলা চলবে। যান নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতিদিন বিকেল পাঁচটার পর থেকে মেলা শেষের সময় পর্যন্ত হ্যামিল্টনগঞ্জের মূল সড়ক দিয়ে গাড়ি, টোটো, অটো চলাচল বন্ধ থাকবে। ওই সময় সব গাড়ি হ্যামিল্টনগঞ্জ বাইপাস সড়ক ট্রলি লাইন হয়ে চলাচল করবে। এনিয়ে কালচিনি থানার ওসি অমিত শর্মা বুধবার বলেন, 'মেলার দর্শনার্থীদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে।'

পুলিশ আরও জানিয়েছে যে, মেলায় পকেটমারদের দৌরাত্ম্য বাড়ে। তাদের সামলাতেই সাদা পোশাকের মহিলা পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। মেলা চত্বরে প্রায় ৩২টি সিসিটিভি ক্যামেরা বসেছে। সেইসঙ্গে মেলায় মদ্যপদের দৌরাত্ম্য রুখতে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার বার্তা দিয়েছে পুলিশ। মেলা কমিটির যুগ্ম সম্পাদক পরিমল সরকার বলেন, 'আগে মেলা সারারাত ধরেই চলত। তবে দর্শনার্থীদের নিরাপত্তার জন্য পুলিশের পদক্ষেপকে স্বাগত জানাই।' এমনিতে চা বলয়ের মেলা সারারাত চলে। তবে ২০২৩ সালের ১৯ নভেম্বর মেলায় বেড়াতে আসা চালসার মেটেলি চা বাগানের এক তরুণকে জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে খুন করে দুই দুষ্কৃতী। পড়ে তারা ধরাও পড়েছিল। ওই তরুণের মোবাইল ফোন, টাকা ছিনতাইও করা হয়। ওই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঠেকাতে পুলিশের তরফে মেলার সময় কমিয়ে রাত ১০টা করা হয়েছে।

যা যা ব্যবস্থা

- এবছর মেলায় প্রায় ২০০ পুলিশকর্মী মোতায়েন রয়েছে
- সাতটি পুলিশ সেন্টার, নজরদারির জন্য ওয়াচটাওয়ার, স্নিফার ডগ স্কোয়াড থাকছে
- প্রতিদিন রাত ১০টা পর্যন্ত মেলা চলবে
- মেলার সময় হ্যামিল্টনগঞ্জের মূল সড়ক দিয়ে গাড়ি, টোটো, অটো চলাচল বন্ধ থাকবে
- মেলা চত্বরে প্রায় ৩২টি সিসিটিভি ক্যামেরা বসেছে

বিদ্যুতের তারের বেড়া দাবি বনবস্তিবাসীর

রাজু সাহা

শামুকতলা, ২২ অক্টোবর : এমনিতেই বনকর্মীর ঘাটতি। অন্যদিকে, বন সংলগ্ন লোকালয়গুলিতে হাতির আনাগোনা বাড়ায় কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে বনকর্তাদের। এই অবস্থায় হাতির হানা রুখতে বনবস্তিবাসীর সাহায্য চাইল বন দপ্তর। বুধবার বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের সাউথ রায়ডাক রেঞ্জ অফিসে গ্রামবাসীদের নিয়ে বৈঠকে বসেন বনকর্তারা। আলিপুরদুয়ার-২ পঞ্চায়েত সমিতির বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ জগন্নাথ দাস, শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ মন্তোষ দেবনাথ ছিলেন।

সাউথ রায়ডাক রেঞ্জ অফিসার দেবাশিস মণ্ডল বলেন, 'আমরা সবসময় সক্রিয় রয়েছি। বনকর্মীরা দিনরাত পরিশ্রম করছেন। পাশাপাশি, গ্রামবাসীদের কাছে আমরা সহযোগিতা চেয়েছি। যৌথভাবে হাতির হানা ঠেকানোর কাজ করা হবে।'

আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের জঙ্গল লাগোয়া ছোট চৌকিরবস, বড় চৌকিরবস, উত্তর মহাকালগুড়ি, দাসপাড়া, ছিপরা, বাকলা, স্কুলডাঙ্গা সহ নানা এলাকায় হাতির হানা নিত্যদিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। খেতের পাকা ধানের লোভেই হাতির আনাগোনা বেড়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। এদিন বৈঠকে গ্রামবাসীরা গ্রামের চারপাশে ব্যাটারির বিদ্যুতের তারের বেড়া দেওয়ার দাবি তোলেন। যা খতিয়ে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন বনকর্তারা। আপাতত সার্চলাইট এবং অন্যান্য সরঞ্জাম গ্রামবাসীদের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

উত্তর মহাকালগুড়ি গ্রামের বাসিন্দা গোপাল বিশ্বাস বলেন, 'হাতি প্রায় রোজই জমির ফসল, ঘরবাড়ি নষ্ট করছে। প্রাণহানির ঘটনাও ঘটেছে আগে। আমরা অসহায় অবস্থার মধ্যে দিন কাটাচ্ছি।' বন দপ্তরকে গ্রামবাসীরা সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

বৈঠকে ছিলেন এডিএফও অরিজিৎ বসু। তিনি বলেন, 'গ্রামবাসীদের বারবার বলা হচ্ছে, হাতি খায় এমন ফসল জঙ্গল লাগোয়া এলাকায় যাতে চাষ না করা হয়। অর্থাৎ বিকল্প চাষ বেছে নিতে হবে। এতে হাতির হানা থেকে অনেকটাই রক্ষা পাওয়া যাবে। বনকর্মীরা সক্রিয় রয়েছেন, তবে গ্রামবাসীদেরও সাহায্য লাগবে। গ্রামবাসীরা গ্রামের চারপাশে ব্যাটারির বিদ্যুতের তারের বেড়া দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন। আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে বিষয়টি জানিয়েছি।'

পঞ্চায়েত সমিতির বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ জগন্নাথ দাসের বক্তব্য, 'ব্যাটারির বিদ্যুতের বেড়া দেওয়া খুব জরুরি। বন দপ্তরের সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলেছি।'

ঠিকানা মিলল

বীরপাড়া, ২২ অক্টোবর : কোচবিহার চা বাগানের মানসিক ভারসাম্যহীন তরুণী ক্রান্তি ওরাওঁকে গত ১০ অক্টোবর আদালতের নির্দেশের পর ফালাকাটা থানার ডিমডিমার হেভেন শেলটার হোমে দিয়ে যাওয়া হয়। কয়েকদিনের চিকিৎসার পর বুধবার ওই তরুণী নিজের ঠিকানা জানান। এদিন তাঁর বাড়ি খুঁজে বের করেন হোমের কর্ণধার সাজু তালুকদার। তবে তাঁকে পরিবারের সদস্যদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য আদালতের নির্দেশ প্রয়োজন, জানান সাজু।

গোবর্ধনপুজো

হ্যামিল্টনগঞ্জ, ২২ অক্টোবর : বুধবার হ্যামিল্টনগঞ্জের ফরওয়ার্ডনগরের আশ্রমপাড়ায় শ্রীচৈতন্য সেবাশ্রম সংঘের গৌড়ীয় মঠে গিরি গোবর্ধনপুজো ও অন্নকূট মহোৎসব পালিত হল। অন্ন দিয়ে গিরি গোবর্ধন পাহাড় তৈরি করে শ্রীকৃষ্ণকে অন্নভোগ নিবেদন করা হয়। পরে ভক্তদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। প্রায় এক হাজার ভক্ত এদিনের পুজোয় শামিল হন।

হাতির হানায় মৃত ১

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ২২ অক্টোবর : বুধবার সন্ধে পৌনে ৬টা নাগাদ বাড়ির সামনেই হাতির হানায় প্রাণ হারালেন এক ব্যক্তি। মাদারিহাট মধ্য ছেকামারির কাদের আলিকে (৪৩) পিষে মারে বুনো। ঘটনায় উত্তেজিত জনতা মাদারিহাট গ্রামীণ হাসপাতালে এসে নর্থ খয়েরবাড়ির বিট অফিসারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেয়। তাদের অভিযোগ, বিট অফিসার বিধানচন্দ্র দে ঠিকমতো ডিউটি করেন না। এদিকে, মঙ্গলবার রাতে মধ্য মাদারিহাটে রাজ্য সড়কের ধারে নিজের বাড়ির সামনে বসে ছিলেন স্বপন সরকার নামের এক প্রবীণ। হঠাৎ একটি হাতি তাঁকে আক্রমণ করে। যদিও বরাতজোরে প্রাণে বাঁচেন স্বপন। তবে তাঁর পা ও হাতে গুরুতর আঘাত লেগেছে। বর্তমানে তিনি বীরপাড়া রাজ্য সাধারণ হাসপাতালে ভর্তি আছেন।

বুধবারের ঘটনায় বিক্ষোভকারীদের বক্তব্য, গ্রামে যাতায়াতের ভালো রাস্তা নেই। উত্তর খয়েরবাড়ির জঙ্গল থেকে মাত্র ১০০ মিটার দূরে গ্রামটির অবস্থান। অথচ না আছে সুরক্ষা ব্যবস্থা, না আছে কোনও সৌরবিদ্যুৎ চালিত পথবাতি। মর্মান্তিক এই ঘটনা প্রসঙ্গে মৃত কাদেরের ছেলে মেহেবুব আলি জানান, তাঁর বাবা পেশায় ভুটভুটিচালক। বাবার রোজগারেই তাঁদের পাঁচজনের সংসার চলত। বুধবার বিকেলে তাঁর বাবা ছেকামারির বড় টাওয়ার বাজারে গিয়েছিলেন। বাইক নিয়ে সবেমাত্র বাড়ির সামনে এসেছেন, হাতি আক্রমণ করে পিষে মেরে ফেলে।

মধ্য ছেকামারির তরুণ সুব্রত রায় বলেন, 'আমাদের গ্রামে গাড়ি ঢোকে না। এদিন হাতির হানার ঘটনায় আহতকে অ্যাম্বুল্যান্সে আনার উপায় ছিল না। সন্ধ্যারাতে হাতি আক্রমণ করল। অথচ বনকর্মীদের নজরে পড়ল না! মৃতের পরিবার যেন সরকারি নিয়মে ক্ষতিপূরণ পায়।'

মাদারিহাটের রেঞ্জ অফিসার শুভাশিস রায় আশ্বাস দিয়েছেন, 'সরকারি নিয়মে একজনের চাকরি ও পরিবারকে পাঁচ লাখ টাকা দেওয়া হবে।' খবর পেয়ে মাদারিহাট গ্রামীণ হাসপাতালে পৌঁছোন আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ দীপনারায়ণ সিনহা। তিনি বলেন, 'আমরা ডিএফও-কে বলে ইলেক্ট্রিক ফেন্সিংয়ের ব্যবস্থা করব। সরকারি নিয়মে যা সুযোগসুবিধা দেওয়ার, সব পাবে ওই পরিবার।'

এই নিয়ে উত্তর খয়েরবাড়ির বিট অফিসার বিধানচন্দ্রকে ফোন করলেও তিনি ধরেননি।

লাথিতে জখম বৃদ্ধ

সন্ধ্যারাতে হাতির হানায় মৃত্যুর ঘটনায় মাদারিহাট গ্রামীণ হাসপাতালে ক্ষোভ উগরে দিলেন এলাকার জনগণ।

অন্যদিকে, মঙ্গলবার রাতে আহত হওয়া স্বপনের পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতিদিনের মতো রাতের খাওয়া সেরে মাদারিহাট-ফালাকাটা রাজ্য সড়কের ধারে বসে ছিলেন তিনি। হঠাৎ এক বুনো হাতি তাঁকে আক্রমণ করে। চিৎকার শুনে প্রতিবেশীরা ছুটে আসেন। ততক্ষণে এলাকা ছেড়ে চলে যায় হাতিটি।

স্বপন বলেন, 'প্রতিদিন রাতের অভ্যাস, রাস্তার ধারে কিছুক্ষণ বসে শুতে চলে যাই। মঙ্গলবার রাত ১০টা নাগাদ তেমনই বসেছিলাম। কিছু বুঝে ওঠার আগেই মস্ত এক হাতি জলদাপাড়ার দিক থেকে এসে আমাকে লাথি মেরে চলে যায়। আমার হাতে-পায়ে মারাত্মক আঘাত লাগে। তবে প্রাণে বেঁচে যাব, আশা করিনি।' রেঞ্জ অফিসার শুভাশিস বলেন, 'আমাদের টহলদারির দল কাছাকাছি ছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই বনকর্মীরা পৌঁছোন। আহতকে মাদারিহাট গ্রামীণ হাসপাতাল এবং পরে বীরপাড়া রাজ্য সাধারণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।' তিনি জানিয়েছেন, চিকিৎসার খরচ বন দপ্তরের তরফে বহন করা হবে।

বুনোর কীর্তি

- বুধবার সন্ধ্যায় হাতির হানায় প্রাণ হারান মাদারিহাটের মধ্য ছেকামারির কাদের আলি
- মঙ্গলবার রাতে মধ্য মাদারিহাটে রাজ্য সড়কের ধারে হাতির হানায় আহত আরও ১
- এদিনের ঘটনায় উত্তেজিত জনতা বিট অফিসারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেয়
- বিক্ষুব্ধদের বক্তব্য, হাতি আক্রমণ করল। অথচ বনকর্মীদের নজরে পড়ল না!
- মাদারিহাটের রেঞ্জ অফিসার শুভাশিস রায়ের আশ্বাস, 'সরকারি নিয়মে ক্ষতিপূরণ মিলবে।'

টুকরো খবর

সাংগঠনিক সভা

সোনাপুর, ২২ অক্টোবর : বুধবার আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের সাহেবপোঁতা এলাকায় বিজেপির সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। পাতলাখাওয়া অঞ্চল বিজেপির নেতাদের নিয়ে এদিন সাংগঠনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন বিজেপির যুব মোর্চার জেলা সভাপতি রূপন দাস সহ অন্য নেতারা। মূলত এদিন বিএলএ-২ নির্বাচন নিয়ে আলোচনা করা হয়। বিএলএ-২'দের কীভাবে কাজ করতে হবে তা নিয়েও আলোচনা হয়।

ত্রাণ বিলি

হাসিমারা, ২২ অক্টোবর : চলতি মাসের শুরুতে প্রাকৃতিক দুর্যোগে বানভাসি হয়েছিলেন কালচিনির সুভাষিণী চা বাগানের নদী লাইনের শ্রমিকরা। তাঁদের পাশে দাঁড়ালেন তৃণমূলের মাইনরিটি সেলের আলিপুরদুয়ার জেলা সভাপতি কৃষ্ণ বসুমাতা। বুধবার তিনি ক্ষতিগ্রস্ত ৩৫টি শ্রমিক পরিবারের হাতে তুলে দেন চাল, ডাল, সয়াবিন সহ অন্যান্য খাদ্যসামগ্রী।

বসে আঁকো

কামাখ্যাগুড়ি, ২২ অক্টোবর : উত্তর পারোকাটা ভাইবোন সংঘের ব্যবস্থাপনায় বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। কালীপুজো পরবর্তী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন ক্লাবের সদস্যরা। প্রতিযোগিতা শেষে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়েছে।

অনুষ্ঠান

রাঙ্গালিবাজনা, ২২ অক্টোবর : মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকের ইসলামাবাদ গ্রামের সূত্রধরপাড়ায় বিবেকানন্দ ক্লাবের পরিচালনায় ৪৮তম বছরের কালীপুজো উপলক্ষ্যে বুধবার রাতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। শিশু, কিশোর ও বড়রা পৃথক বিভাগে গান ও নৃত্য প্রতিযোগিতায় অংশ নেন।

মহাসড়কে বেলাগাম টোটো

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ২২ অক্টোবর : ৪৮ নম্বর এশিয়ান হাইওয়েতে টোটো দুর্ঘটনায় আহত রহিমা খাতুনের বাম হাতটি কেটে বাদ দিতে হয়েছে। শুক্রবার ফালাকাটার দেওগাঁওয়ের রহিমা টোটোয় চেপে তেলিপাড়ায় মেয়ের বাড়ি যাচ্ছিলেন। মাদারিহাট থানার শিশুবাড়িতে টোটোটি উলটে যায়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় রহিমাকে শিলিগুড়ির একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করানো হলে শনিবার তাঁর বাম হাতটি কেটে বাদ দেওয়া হয়। তাঁর বুকের হাড় ভেঙে গিয়েছে। আঘাত লেগেছে মাথায়। তাঁকে আইসিইউয়ে রাখা হয়েছে। ৪৮ নম্বর এশিয়ান হাইওয়েতে মাদারিহাট বীরপাড়া এবং ফালাকাটা থানা এলাকায় টোটো চলাচল বাড়ছে। পুলিশই মানছে, মহাসড়কে টোটো চলাচল বিধিবিরুদ্ধ। মহাসড়কের টোটো চলাচল নিয়ে পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকায় প্রশ্ন উঠেছে।

পশ্চিম খয়েরবাড়ির ইন্দ্রজিৎ তালুকদারের অভিযোগ, 'টোটোগুলি প্রায়ই দুর্ঘটনায় পড়ছে। আবার টোটোর জন্য অন্য যানবাহনও দুর্ঘটনার কবলে পড়ছে। টোটোচালকদের অনেকেই ন্যূনতম ট্রাফিক বিধি মানেন না। অথচ পুলিশ হাত গুটিয়ে রয়েছে।' মাদারিহাটের ট্রাফিক ওসি সমীরণ দাস অবশ্য বিষয়টি পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্তাদের নজরে আনার আশ্বাস দিয়েছেন।

মহাসড়কে মাদারিহাট এবং বীরপাড়ার মধ্যে মহাসড়কে কয়েকশো টোটো চলাচল করে। বীরপাড়া বাসস্ট্যান্ড, ম্যাক্সিক্যাবস্ট্যান্ড থেকে যাত্রী তুলে রাঙ্গালিবাজনা, শিশুবাড়ি, মাদারিহাট এমনকি হাসিমারা পর্যন্ত চলাচল করে টোটো। অন্যদিকে, বীরপাড়া থেকে মহাসড়ক হয়ে এথেলবাড়ি, গয়েরকাটা, তেলিপাড়া এমনকি ধূপগুড়ি পর্যন্ত যাত্রী পরিবহণ করে অনেক টোটো। এগুলি মাঝে মাঝেই দুর্ঘটনার কবলে পড়ছে।

২৩ মার্চ ডিমডিমা চা বাগানে মহাসড়কে মোটরবাইক ও টোটোর সংঘর্ষে আহত হন আশরাফুল মিয়াঁ, সালমা খাতুন ও গুলবদন খাতুন নামে টোটোর ৩ যাত্রী। গত বছরের ৪ অক্টোবর রাতে হলংয়ে মহাসড়কে গাড়ির ধাক্কায় আহত হন বীরপাড়ার টোটোচালক লালবাহাদুর মাহাতো। পরে তাঁর মৃত্যু হয়। বীরপাড়ার বিমান পালের মন্তব্য, 'মহাসড়কে টোটো চলার কথা নয়। তবে আজকাল প্রশাসন থেকেই টোটোর রেজিস্ট্রেশন দেওয়া হচ্ছে।'

অন্যদিকে বাস এবং ছোট যাত্রীবাহী গাড়ির চালকরা বলছেন, মাদারিহাট, বীরপাড়া এবং ফালাকাটা থানা এলাকায় মহাসড়কে টোটোয় যাত্রী পরিবহণের ফলে ম্যাক্সিক্যাব এবং বাসে যাত্রী পাওয়া যাচ্ছে না। শিশুবাড়িতে আহত রহিমার নাতি ইমরান হাসান বলছেন, 'মহাসড়কে টোটোয় চাপাই উচিত নয়। শুক্রবার আমাদের এলাকার এক টোটোচালক দিদাকে নিয়ে তেলিপাড়া যাচ্ছিলেন। আমরা টোটোচালকের সঙ্গে বৈঠক করে ক্ষতিপূরণ দাবি করব।' রাজমিস্ত্রি, লটারি বিক্রেতা, দিনমজুর থেকে শুরু করে বিভিন্ন পেশার লোকজন টোটো কিনে যাত্রী পরিবহণ করছেন। সম্পন্নদের অনেকে একাধিক টোটো কিনে লিজে দিচ্ছেন। ফলে মহাসড়কে যানবাহনের চাপ বাড়ছে। টোটোচালকদের সংখ্যা এতই যে মহাসড়কে টোটো চলাচল বন্ধে পদক্ষেপ করার সাহস পাচ্ছে না পুলিশও। বছর দুয়েক আগে মাদারিহাট থানার পুলিশ সন্ধ্যার পর মহাসড়কে টোটো চলাচল বন্ধ করেছিল। অবশ্য দুই-তিন মাস পরই ওই নিয়ম লাটে ওঠে।

বীরপাড়া টোটোকর্মী সংগঠনের সম্পাদক শম্ভু বাসফোরের বক্তব্য, 'সংগঠনের তরফে মহাসড়কে টোটো চালাতে নিষেধ করা হলেও চালকদের অনেকেই মানতে চান না। বিষয়টি পুলিশ প্রশাসনের এক্তিয়ারভুক্ত।' সিপিএমের খয়েরবাড়ি-২ শাখা কমিটির সদস্য বশির আহমেদের মন্তব্য, 'মহাসড়কে টোটো চলাচল নিয়ে পুলিশ প্রশাসনের পদক্ষেপ জরুরি।'

বাড়ছে উদ্বেগ

- মাদারিহাট এবং বীরপাড়ার মধ্যে মহাসড়কে কয়েকশো টোটোর চলাচল
- বীরপাড়া বাসস্ট্যান্ড, ম্যাক্সিক্যাবস্ট্যান্ড থেকে রাঙ্গালিবাজনা, মাদারিহাট, হাসিমারা পর্যন্ত যায় টোটো
- বীরপাড়া থেকে মহাসড়ক হয়ে এথেলবাড়ি, গয়েরকাটা, তেলিপাড়া ধূপগুড়ি পর্যন্ত যায় অনেক টোটো
- মাঝে মাঝেই দুর্ঘটনা ঘটছে

আড়ালে।। খাগড়াবাড়িতে ছবিটি তুলেছেন কৌশিক নন্দী।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

রেজিস্ট্রেশনে আগ্রহ নেই চালকদের

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২২ অক্টোবর : গত ১৩ অক্টোবর থেকে রাজ্যজুড়ে টোটোর রেজিস্ট্রেশন শুরু হয়েছে। ৩০ নভেম্বরের মধ্যে এই প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার কথা। তবে আলিপুরদয়ার জেলায় টোটোচালকদের মধ্যে এখনও রেজিস্ট্রেশন করানোর ক্ষেত্রে তেমন আগ্রহ চোখে দেখা যায় না।

বুধবার পর্যন্ত জেলায় মাত্র ২০টি টোটোর রেজিস্ট্রেশন হয়েছে। রেজিস্ট্রেশন বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নিচ্ছে পরিবহণ দপ্তর। বিভিন্ন এলাকার চালকদের সচেতন করার পাশাপাশি ট্রেড ইউনিয়নগুলোর সঙ্গেও আলোচনায় বসা হচ্ছে।

আলিপুরদুয়ারের আঞ্চলিক পরিবহণ আধিকারিক সুশোভন মণ্ডল বলেন, 'রাজ্য পরিবহণ দপ্তরের তরফে সমস্ত টোটোর রেজিস্ট্রেশন করানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আলিপুরদুয়ার জেলাতেও সেই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। টোটোচালকরা চাইলে অনলাইনে রেজিস্ট্রেশনের জন্য আবেদন করতে পারেন। তা না হলে, তারা সহায়তাকেন্দ্রে যেতে পারেন। সেখানে রেজিস্ট্রেশন করে দেওয়া হবে।' প্রয়োজনীয় তথ্য জমা দিয়ে নাম নথিভুক্ত করার পর, টোটোচালকদের নির্দিষ্ট নম্বর দেওয়া হবে। আবেদন করতে চালকদের ১ হাজার টাকা দিতে হবে। এছাড়াও প্রতি মাসে ১০০ টাকা করে পরিবহণ ফি দিতে হবে। রেজিস্ট্রেশনের সময় একবারে ছ'মাসের পরিবহণ ফি জমা করতে হবে বলে জানিয়েছে পরিবহণ দপ্তর।

জেলায় টোটোর রেজিস্ট্রেশনের আবেদন শুরু হলেও কম সংখ্যায় আবেদন চিন্তা বাড়িয়েছে পরিবহণ দপ্তরের। এখনও কোনও নির্দিষ্ট হিসেব না পাওয়া গেলেও জেলায় প্রায় ১০ হাজার টোটো রয়েছে বলে অনুমান করা হচ্ছে। এই সংখ্যা আরও বেশিও হতে পারে। আলিপুরদুয়ার, ফালাকাটা ও শহর সংলগ্ন এলাকা মিলে ৫ হাজার টোটো রয়েছে। সমস্ত টোটো রেজিস্ট্রেশন হলেই পুরো বিষয়টি পরিষ্কার হবে। আইএনটিটিইউসি'র জেলা সভাপতি বিনোদ মিঞ্জ বলেন, 'রেজিস্ট্রেশন করানো প্রয়োজন। তবে পুরো বিষয়টি এখনও পরিবহণ দপ্তরের সঙ্গে আলোচনা হয়নি। দ্রুত আলোচনা করে সব সদস্যর সঙ্গে বসে সেটা জানিয়ে দেওয়া হবে।'

সিটুর জেলা সম্পাদক বিকাশ মহালির মতে, পরিবহণ দপ্তরের সব ইউনিয়নকে নিয়ে আলেচনায় বসে পুরো বিষয়টি জানানো দরকার। এছাড়াও এই রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়ায় যেন শাসকদলের প্রভাব না চলে, সেটাও দেখা উচিত। রেজিস্ট্রেশন ফি কমানোর দাবিও জানিয়েছে সিটু।

বস্ত্র বিতরণ

কালচিনি ও শালকুমারহাট, ২২ অক্টোবর : বুধবার এয়ার মার্শাল সুব্রত মুখোপাধ্যায় ওপেন ইউনিট স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস গ্রুপের ডিমা চা বাগান ইউনিটের তরফে কালচিনির রায়মাটাং চা বাগানের প্রায় ২০০ দুঃস্থ শ্রমিক ও এলাকাসীর মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয়।

রাকেশের স্বপ্নের রং ছড়াচ্ছে দেওয়ালে

সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়

জটেশ্বর, ২২ অক্টোবর : একসময় খাতার পিছনে পেন দিয়ে আঁকতেন ইচ্ছেমতো। এখন আঁকেন দেওয়ালে। আর সেজন্য তাঁর ডাক পড়ে কলকাতা, ঝাড়খণ্ড, বিহারের মতো জায়গা থেকে। ডুয়ার্সের রিসর্টেও দেওয়ালে আঁকার কাজ করেছেন বেলতলির বছর উনিশের রাকেশ বর্মন।

দেওয়ালে আঁকার এই শিল্পের পোশাকি নাম ম্যুরাল। ফালাকাটা ব্লকের প্রত্যন্ত এলাকা থেকে এমন কাজ শিখে উঠে আসাটা কিন্তু খুব একটা সহজ ছিল না রাকেশের পক্ষে। বিশেষ করে যেখানে এমন কাজের তাঁর কোনও প্রথাগত প্রশিক্ষণ নেই। এখন যখন 'ক্লায়েন্টদের' মুখে প্রশংসা শোনেন, তখন রাকেশের নিশ্চয়ই মনে পড়ে যায় পুরোনো দিনের কথা। ময়রাডাঙ্গা গোপ্পু মেমোরিয়াল উচ্চবিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র তিনি। রাকেশের বাবা হরেন্দ্রনাথ কৃষিকাজ করেন, মা কবিতা গৃহবধূ। ছোটবেলা থেকেই রাকেশের আঁকার দিকে স্বাভাবিক একটা ঝোঁক ছিল। বিভিন্ন ছবি দেখে নিজের খাতার পিছনে পেন বা পেন্সিল দিয়ে ছবি আঁকতেন। নুন আনতে পান্তা ফুরানো রাকেশের সংসারে তখন ছবি আঁকা বিলাসিতা। এরই মধ্যে রাকেশের কাছে একটা সুযোগ আসে।

অমৃত মহোৎসবের সময় স্কুলের দেওয়াল আঁকার জন্য মুখচোরা ছেলেটিকে বেছে নেন শিক্ষক সান্ত্বনা দেবনাথ, শুভশ্রী দে বক্সী এবং সৌপায়ন দে সরকার। শুভশ্রী বলেন, 'রাকেশ বরাবর মুখচোরা, দুষ্টু, ঠিকমতো ক্লাস করত না। কিন্তু ছেলেটার মধ্যে যে অনেক গুণ আছে আমরা জানতাম। তাই ওর ক্লাসের সবাই যখন বলল ওই দেওয়াল আঁকবে তখন আমরা স্কুলের সমস্ত শিক্ষক মিলে ওকে উৎসাহ দিই।' আরেক শিক্ষক সৌপায়ন বলেন, 'আমরা স্কুলে সমস্ত পড়ুয়াকে শেখাই শুধু ভালো রেজাল্ট করা নয়, জীবনে পড়াশোনা ছাড়াও আরও অনেক কিছু করার আছে। আশা করব, ভবিষ্যতে আমাদের স্কুল থেকে আরও অনেক রাকেশ উঠে আসবে।'

স্কুলের দেওয়ালে রাকেশের আঁকা ছবিগুলো সমাজমাধ্যমে যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়। তারপর থেকে রাকেশকে থেমে থাকতে হয়নি। ক্লাস টুয়েলভ পাশ করে পড়াশোনায় ইতি টেনে রাকেশ এঁকেই উপার্জনের সিদ্ধান্ত নেন। রাকেশের মা কবিতা বলেন, 'প্রথমবার যখন দেওয়াল আঁকার কাজ করতে কলকাতা গেল, তখন খুব কষ্টে জমানো নিজের ক'টা টাকা ওকে দিয়েছিলাম।'

রাকেশ মায়ের কষ্টের দাম রেখেছেন। তাঁর উপার্জনে সংসারে সাচ্ছল্য এসেছে। এখন তো ম্যুরালের কাজের পাশাপাশি পুজোয় থিম মণ্ডপের কাজও করছেন তিনি। 'শিল্পীর স্বাধীনতা' পেলে দেওয়ালের ক্যানভাসে তিনি পোর্ট্রেট আঁকতে পছন্দ করেন। বলছিলেন, 'কাগজে আঁকার তুলনায় দেওয়ালে আঁকার কাজটা আমার কাছে কঠিন বলে মনে হয়। কারণ সেখানে মাপজোখের পদ্ধতি আলাদা। দেওয়ালটা আগে সাদা রং করে নিতে হয়। তারপর আউটলাইন বানিয়ে নিই। তারপর আঁকতে শুরু করি।'

এখনও রাকেশের একটা আক্ষেপ রয়েছে। দেওয়ালে আঁকা একটা ছবি যে ঘরের সৌন্দর্যই বদলে দিতে পারে, এসম্পর্কে উত্তরবঙ্গের সাধারণ লোক খুব একটা ওয়াকিবহাল নন বলে তিনি মনে করেন। তবে ম্যুরালের জনপ্রিয়তা ধীরে ধীরে আরও বাড়বে বলে আশাবাদী এই তরুণ তুর্কি।

নিজের শিল্পকর্মের পাশে রাকেশ বর্মন। –সংবাদচিত্র

বাইক-টোটো সংঘর্ষে মৃত তরুণ

ফালাকাটা, ২২ অক্টোবর : যাত্রীবাহী টোটোর সঙ্গে বাইকের মুখোমুখী সংঘর্ষে মৃত্যু হল বাইকচালকের। ঘটনাটি ফালাকাটা থানার কুঞ্জনগর এলাকার। মৃত বাইকচালকের নাম রাজেশ দাস (২১)। তাঁর বাড়ি কুঞ্জনগর গ্রামেই।

মঙ্গলবার রাতে পলাশবাড়ি থেকে নিজের টোটোয় চেপে কুঞ্জনগরের শ্বশুরবাড়িতে আসেন জগদীশ বর্মন। সঙ্গে ছিলেন স্ত্রী মিলন বর্মন, ছেলে অর্ণব বর্মন ও মেয়ে পারমিতা বর্মন। রাতে শ্বশুরবাড়ি থেকে বাড়ি ফেরার পথে ফালাকাটা নয় মাইল রাস্তার সিনহাপাড়ায় দ্রুতগতিতে একটি বাইক ধাক্কা লাগিয়ে দেয় টোটোয়। টোটোটি দুমড়েমুচড়ে যায়। বাইকটি ছিটকে কিছুটা দূরে গিয়ে সুপারি গাছে ধাক্কা লাগে। বাইকচালকের মাথায় হেলমেট ছিল না বলে এলাকাবাসী জানিয়েছেন। স্থানীয়রা গুরুতর জখম অবস্থায় সকলকে উদ্ধার করে রাতেই ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে আসেন। কিন্তু হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসকরা বাইকচালককে মৃত ঘোষণা করেন। বাকি জখমদের চিকিৎসা চলছে হাসপাতালে। জগদীশ বর্মনের মাথা ফেটেছে। তাঁর স্ত্রী চোয়ালে চোট পেয়েছেন। আর ছেলে মাথায় ও মেয়ে বুকে চোট পেয়েছে। ফালাকাটা থানার পুলিশ দুটি গাড়িকে উদ্ধার করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। স্থানীয় বাসিন্দা শশাঙ্ক বর্মনের বক্তব্য, 'বাইকচালক তরুণের বাড়ি এই গ্রামেই। বেপরোয়া গতিবেগের জন্যই কালীপুজোর উৎসবের মরশুমে এমন মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটল।'

জখম ৪

বিষহরা পালা দিয়ে শতবর্ষের কালীমেলা শুরু

সুভাষ বর্মন

শালকুমারহাট, ২২ অক্টোবর : শতবর্ষের পুরোনো ঐতিহ্য এখনও বজায় রয়েছে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের শালকুমারহাটের কালীমেলাতে। সেই ঐতিহ্য মেনে এবারও বিষহরা পালা দিয়েই শুরু হল কালীমেলা। বুধবার হয় প্রথম পালা। তবে শুধু একদিন নয়, এখানে বিষহরা চলবে টানা তিনদিন। সেই পালা দেখতে ভিড় করে আট থেকে আশি সবাই। তবে এই মেলার আরেকটি বৈশিষ্ট্যও রয়েছে। এবার ভান্ডানিমেলায় যাত্রাপালা হয়নি। সেই ঘাটতি পূরণ হবে কালীমেলায়। বিষহরা পালার পর টানা দু'দিন হবে যাত্রাপালা।

শালকুমারহাটের কার্জি পরিবারের কালীপুজো ও সর্বজনীন মেলার এবার ১০৩তম বর্ষ। স্বাধীনতার আগে থেকেই এখানে কালীপুজো ও মেলা শুরু হয়। তবে অনেক আগে থেকেই এই পুজো ও মেলা সর্বজনীন। এখানকার মা কালী জাগ্রত। তাই এবারও পাঁঠা, হাঁস, মুরগি সহ এক হাজার পশুবলি হয়েছে। আর প্রথম থেকেই এই কালীপুজোয় বিষহরা পালা হত। সেই পালা পরিবেশন করতে আসেন কোচবিহার জেলার খেতি ফুলবাড়ির শিল্পীরা। এখনও সেখানকার শিল্পীদের দল এখানে আসে। বুধবার রাতভর বিষহরা পালা পরিবেশিত হয়। বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার রাতেও বিষহরা পালা হবে। খেতি ফুলবাড়ির মা মনসা মঙ্গলচণ্ডী লোকনাট্য সংস্থা তিনদিনের পালা পরিবেশনের দায়িত্বে রয়েছে। সংস্থার প্রতিনিধি প্রফুল্ল বর্মন বলছেন, 'কালীপুজোর সময় অন্য কোথাও অনুষ্ঠান করতে যাই না। পুরোনো ঐতিহ্য মেনে শালকুমারহাটেই আসি।'

বিষহরা পালা পরিবেশিত হচ্ছে। শালকুমারহাটের কালীমেলায়।

এই পুজো ও মেলার শুরু থেকেই ফুলবাড়ির দল আসে। প্রথমে গিদাল হিসেবে আসতেন হরিমোহন গিদাল, পরে আসতেন কান্দু গিদাল। আর ষাট বছর থেকে আসছেন বছর আটাত্তরের গিদাল দর্প বর্মন। দর্পের কথায়, 'মা মনসার পাশাপাশি অন্যান্য কাহিনীও পালায় তুলে ধরা হয়। এই কালীবাড়ির সঙ্গে আমাদের নারীর টান। তাই আসতেই হয়।' তবে এই বিষহরা পালার ক্ষেত্রে এখনও নারী চরিত্রে অভিনয় করেন পুরুষরা। ২৪ জনের দলে ৬ জন নারী সেজে অভিনয় করেন। তাঁদের মধ্যে ধনঞ্জয় বর্মন বললেন, 'নারী সেজে অভিনয় করতে ভালোই লাগে। একেবারে চরিত্রে প্রবেশ করে অভিনয়ের চেষ্টা করি।' এই কালীমেলা শেষ হবে ২৮ অক্টোবর। তিনদিনের বিষহরা পালার পর দু'দিন কলকাতা দলের যাত্রাপালাও হবে। আর শেষের দু'দিন হবে মিউজিক্যাল নাইট। অর্থাৎ অর্কেস্ট্রা। স্থানীয় প্রবীণ শ্যামল বর্মনের কথায়, 'কালীমেলার পুরোনো ঐতিহ্য বিষহরা পালার পাশাপাশি শুরু থেকেই হয়ে আসছে যাত্রাপালা। আগে তো এক মাস ধরে মেলা হত। রাত জেগে যাত্রা দেখেছি।'

এই পুজো ও মেলা পরিচালনা করে মুন্সিপাড়া শ্রী শ্রী ঈশ্বরী কালীমাতা ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। সেই সংস্থার সম্পাদক শ্যামাপ্রসাদ কার্জির বক্তব্য, 'বিষহরা পালা ও যাত্রাপালা দেখতে গোটা এলাকার মানুষ ভিড় করেন। এবারও কলকাতার দল যাত্রা পরিবেশন করবে। এছাড়া মেলায় রকমারি খাবারের দোকানপাট রয়েছে। এখানে পুরোনো ঐতিহ্য মেনেই সব করা হয়। তবে তরুণ প্রজন্মের কথা ভেবে এখন শেষের দুইদিন অর্কেস্ট্রার আয়োজনও করা হয়।'

পরামর্শদাতা

পাট শিল্পের পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যে পরামর্শদাতা নিয়োগ করছে রাজ্য সরকার। ইতিমধ্যেই ট্রান্স অ্যাকশন অ্যাডভাইজার নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে শিল্প পুনর্গঠন দপ্তর।

ঝলমলে আকাশ

কালীপুজোর পর ভাইফোঁটাতে কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের আকাশ রোদ ঝলমলে থাকবে। তবে শুক্রবার থেকে উপকূল এলাকায় বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর।

বাসে আগুন

বুধবার সকালে দ্বিতীয় হুগলি সেতুতে একটি যাত্রীবাহী বাসে আগুন ধরে যায়। এর ফলে সকাল থেকে এই গুরুত্বপূর্ণ সেতুতে ব্যাপক যানজট তৈরি হয়। যদিও কেউ হতাহত হয়নি। তদন্তে পুলিশ।

কল সেন্টার

র‍্যাশন পরিষেবায় স্বচ্ছতা আনতে একটি কেন্দ্রীভূত কলসেন্টার চালু করছে রাজ্যের খাদ্য দপ্তর। এর ফলে গ্রাহক থেকে ধান বিক্রয়কারী সহজেই তাদের অভিযোগ সেখানে জানাতে পারবেন।

ডিএ আন্দোলন হাজার দিনে

কলকাতা, ২২ অক্টোবর : বকেয়া মহার্ঘভাতার (ডিএ) দাবিতে সরকারি কর্মচারী সংগঠন সংগ্রামী যৌথমঞ্চের আন্দোলনের ১০০০ দিন পূর্ণ হল। বুধবার তাই রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে অভিনব পদ্ধতিতে প্রতিবাদ জানালেন তাঁরা। শহিদ মিনারে আন্দোলন মঞ্চের বাইরেই বিছুটি গাছ লাগিয়ে প্রতিবাদ করেন। সংগঠনের আহ্বায়ক ভাস্কর ঘোষ বলেন, 'বাস্তবে এই সরকার বিছুটি পাতায় পরিণত হয়েছে। নিজের কর্মচারীদের সঙ্গে কথাও বলে না, সমস্যাও বোঝে না।' সামনেই বিধানসভা নির্বাচন রয়েছে। তাই স্বচ্ছতার দাবি তোলেন তাঁরা।

সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্ট বকেয়া মহার্ঘভাতা নিয়ে যে রায় দিয়েছিল, তা পূরণ হয়নি। এদিন এই প্রসঙ্গে ভাস্কর বলেন, 'আন্দোলনকারীদের পক্ষে রায় নিয়ে রিভিউ পিটিশন হলে প্রতিবাদ আরও তীব্র হবে।' যে সমস্ত শিক্ষককে বিএলও-র দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তাঁদের হেনস্তা করা হলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানানো হয়েছে। সংগঠনের আহ্বায়ক বলেন, 'এজন্য একটি হেল্প ডেস্ক চালু করা হয়েছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত বিএলও-রা নিজেদের অভিযোগ ও সমস্যার কথা জানাতে পারবেন। তবে গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে।'

শহর উন্নয়নে ৬০০ কোটি

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২২ অক্টোবর : গত লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যের পুর এলাকায় ভোটে বড় ধাক্কা খেয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস। ৭৪টি পুরসভা এলাকায় বিরোধীদের থেকে পিছিয়ে ছিল রাজ্যের শাসকদল। এমনকি কলকাতা পুরসভার হেভিওয়েট নেতাদের ওয়ার্ডেও দল পিছিয়ে পড়েছিল। এই পরিস্থিতিতে আর কয়েক মাসের মধ্যেই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে পুর এলাকায় পরিকাঠামোগত উন্নয়নে প্রায় ৬০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করল রাজ্য সরকার। তার মধ্যে ২৫০ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সরকারের অম্রুত প্রকল্পে রাজ্য পেয়েছে। বাকি টাকা রাজ্য সরকারকেই নিজস্ব তহবিল থেকে খরচ করতে হবে। অম্রুত প্রকল্পে পাওয়া টাকা শুধুমাত্র বাড়ি বাড়ি পানীয় জল সরবরাহের ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা যাবে। রাজ্য সরকার নিজস্ব তহবিল থেকে যে টাকা দেবে, তাতে রাস্তা ও পার্কের সংস্কার, নিকাশি ব্যবস্থা এবং অন্যান্য পরিকাঠামোগত উন্নয়নের ক্ষেত্রে ব্যয় করা হবে।

কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে অম্রুত প্রকল্পে ২৫০ কোটি টাকা হাতে পাওয়ার পরই রাজ্যের পুর এলাকায় সার্বিক উন্নয়নে খরচের সিদ্ধান্ত নেয় রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর। বুধবার পুর দপ্তরের কর্তাদের নিয়ে বৈঠকে বসেন পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। সেখানেই সিদ্ধান্ত হয়েছে, আগামী মার্চের মধ্যে এই প্রকল্পের টাকা শেষ করতে হবে। তার জন্য নভেম্বরের মধ্যে বিস্তারিত প্রকল্প রিপোর্ট বা ডিপিআর তৈরি করে পুর দপ্তরে জমা দিতে হবে। পুর দপ্তরের অনুমোদন পাওয়ার পরই টেন্ডার ডেকে কাজের বরাত দিতে হবে ঠিকাদারি সংস্থাগুলিকে। রাস্তা সংস্কারের ক্ষেত্রে তিন বছরের চুক্তি করা বাধ্যতামূলক। এই তিন বছরের মধ্যে রাস্তা খারাপ হয়ে গেলে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারকেই তার সংস্কার করে দিতে হবে।

কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে অর্থ বরাদ্দ পাওয়ার পরই পুরসভাগুলির জন্য অর্থ বরাদ্দের নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। পুর দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ম অনুযায়ী অম্রুত প্রকল্পে ১০ লক্ষের বেশি জনসংখ্যার পুরসভার জন্য মোট বরাদ্দের ২৫ শতাংশ দেয় কেন্দ্রীয় সরকার ও ১০ লক্ষের কম জনসংখ্যার পুরসভা হলে কেন্দ্রীয় সরকার দেয় ৩৩ শতাংশ ও বাকি টাকা দেয় রাজ্য সরকার। ১ লক্ষের নীচে জনসংখ্যা হলে মোট খরচের অর্ধেক, অর্থাৎ ৫০ শতাংশ দেয় কেন্দ্রীয় সরকার। এই মুহূর্তে রাজ্যের বেশিরভাগ পুরসভার জনসংখ্যা ১০ লক্ষের বেশি। সেই হিসেবেই মোট বরাদ্দ ৬০০ কোটির মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ২৫০ কোটি টাকা দিয়েছে। পুর দপ্তরের কর্তারা মনে করছেন, এই টাকা পাওয়া গেলে ভোটের আগে শহরাঞ্চলে পরিকাঠামোগত উন্নয়ন অনেকটা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে।

কেন্দ্রের সাহায্য

- রাজ্যের পুর এলাকা উন্নয়নে ৬০০ কোটি টাকা খরচ করছে রাজ্য সরকার
- অম্রুত প্রকল্পে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে রাজ্য সরকার পাচ্ছে ২৫০ কোটি
- বাকি টাকা ম্যাচিং গ্র্যান্ট হিসেবে রাজ্য সরকার দেবে
- বাড়ি বাড়ি পানীয় জল, নিকাশি ও রাস্তা সংস্কারের কাজে এই টাকা খরচ হবে

দুর্গাপুর ও উলুবেড়িয়া হাসপাতালের ঘটনায় তদন্ত

গণধর্ষণে ধৃতদের জেল হেপাজত

রাজা বন্দ্যোপাধ্যায়

দুর্গাপুর, ২২ অক্টোবর : দুর্গাপুর ধর্ষণ কাণ্ডে ধৃত চারজনকে বুধবার দুর্গাপুর আদালতে হাজির করাল পুলিশ। তাদের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। ২৪ অক্টোবর এই ৪ জনের শনাক্তকরণ (টিআই) প্যারেড করানো হবে। বাকি দু'জনকে মঙ্গলবারই আদালতে হাজির করানো হয়েছিল।

এদিন শেখ ফিরদৌস, অপু বাউরি, শেখ নাসিরউদ্দিন ও নির্যাতিতার সহপাঠী ওয়াসেফ আলিকে আদালতে হাজির করায় পুলিশ। মঙ্গলবার অভিযুক্ত শেখ সফিক ও শেখ রিয়াজউদ্দিনকে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১৮৩ নং ধারা অনুযায়ী গোপন জবানবন্দি নেওয়া হয়।

এদিন ধৃত ছ'জনের তরফে তাদের আইনজীবীরা আদালতের কাছে জামিনের আবেদন করেছিলেন। এজলাসে উপস্থিত থাকা সরকারি বিশেষ আইনজীবী বিভাস দত্ত ও সরকারি আইনজীবী পার্থ ঘোষ আদালতে বিচারকের কাছে ৬ জনের জামিনের বিরোধিতা করেন। সওয়াল-জবাব শেষে এদিন আদালতে হাজির চারজন সহ মোট ৬ জনের জামিন নাকচ করে বিচারক ২৭ অক্টোবর পর্যন্ত জেল হেপাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

অন্যদিকে এদিন পুলিশের তরফে এই মামলার তদন্তকারী অফিসার জেলে গিয়ে সহপাঠী ওয়াসিফ আলি বাদ দিয়ে বাকি ৫ জনের টিআই প্যারেড করানোর জন্য বিচারকের কাছে আবেদন করেন। বিচারক সেই আবেদন মঞ্জুর করেন।

তিনি নির্দেশ দেন, ২৪ অক্টোবরই টিআই প্যারেড করাতে হবে। সেই মতো সেদিন পুলিশ নির্যাতিতাকে জেলে নিয়ে গিয়ে ৫ জনের টিআই প্যারেড করাবে।

এদিন এই মামলার তদন্তকারী অফিসারের তরফে সরকারি আইনজীবী আদালতের কাছে ধৃতদের মোবাইল ফোনের হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট পরীক্ষা করানোর জন্য অনুমতি চান। বিচারক তা মঞ্জুর করেন। আদালতে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে তা করা হবে।

ধৃতদের মোবাইল ফোন ইতিমধ্যেই বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। প্রত্যেকের বিরুদ্ধে প্রমাণ জোগাড়ে তদন্তকারী অফিসার ইতিমধ্যেই একাধিক ফরেন্সিক ও ডিজিটাল প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন। সেই সবকিছু পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে।

বিশেষ সরকারি আইনজীবী ও সরকারি আইনজীবী বিভাস চট্টোপাধ্যায় ও পার্থ ঘোষ বলেন, এদিন চারজনকে আদালতে পেশ করা হলেও ৬ জনেরই জামিনের আবেদন করা হয়েছিল। আমরা তার বিরোধিতা করি। সেই মতো বিচারক তাদের জামিন নাকচ করেছেন।

অভিযুক্ত ওয়াসিফ আলির আইনজীবী প্রজ্ঞা দীপ্ত রায় বলেন, 'এদিন আমার মক্কেলের জামিনের আবেদন করেছিলাম। তা নাকচ হয়েছে। আমরা আগেই বলেছি, আমার মক্কেলের সঙ্গে ওই মেয়েটির ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল। তার মধ্যেই সেদিন একটা ঘটনা ঘটে। যাতে সে জড়িয়ে যায়। তদন্ত কী হচ্ছে, পুলিশ আদালতে কী জমা দিচ্ছে, তার ভিত্তিতে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।'

চিকিৎসক নিগ্রহে গ্রেপ্তার বেড়ে ৩

কলকাতা, ২২ অক্টোবর : হাওড়ার উলুবেড়িয়ায় শরৎচন্দ্র মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে মহিলা চিকিৎসক নিগ্রহের ঘটনায় বুধবার আরও একজনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। এই নিয়ে ধৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল তিন। আগেই মূল অভিযুক্ত ট্রাফিক হোমগার্ড শেখ বাবুলাল ও শেখ হাসিবুলকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। ওই ট্রাফিক হোমগার্ডের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠতেই তাঁকে দায়িত্ব থেকে সরানো হয়েছে। এদিনও এই ঘটনায় রাজনৈতিক চাপানউতোর বেড়েছে। স্বাস্থ্যক্ষেত্রে নারী নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে এই ঘটনায় রিপোর্টও চাওয়া হয়েছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সেই রিপোর্ট জমাও দিয়েছেন। এদিন হাসপাতালে গিয়ে নিগৃহীতা ও হাসপাতালের আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেন জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ ডক্টরসের প্রতিনিধিরা। ঘটনাস্থলে যান তৃণমূলের চিকিৎসক নেতা নির্মল মাজি ও স্থানীয় বিধায়ক। ঘটনার প্রতিবাদে পাঁচলায় এসপি অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি।

স্থানীয় তরুণ শেখ সম্রাটকে এদিন সিসিটিভি ফুটেজ দেখে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। অভিযুক্ত শেখ বাবুলালের আত্মীয়াকে দেখা নিয়েই বচসার সূত্রপাত হয়েছিল। আরজি কর মেডিকেল কলেজে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় সিভিক ভলান্টিয়ার দোষী সাব্যস্ত হয়েছে। আন্দোলনকারী চিকিৎসকরা নিরাপত্তার স্বার্থে বেশ কিছু দাবিদাওয়া তুলেছিলেন। তবে উলুবেড়িয়ার ঘটনায় এই দাবিগুলিই পূরণ হয়েছে কি না, তা নিয়ে ফের প্রশ্ন তুলছে চিকিৎসকদের সংগঠন। ঘটনায় বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি ও এসইউসিআই। রানিহাটিতে বিজেপি এসপি অফিস অভিযান করতেই পুলিশের সঙ্গে বচসা বাধে। রীতিমতো ধস্তাধস্তির পরিস্থিতি তৈরি হয়। পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ ডক্টরসের তরফে পবিত্র গোস্বামী বলেন, 'ওই নিগৃহীতা ভয়ের মধ্যে রয়েছেন। তিনি মনোবিদের কাছে যেতে পারেন। হাসপাতাল চত্বরে কোনও নিরাপত্তা নেই। অরাজকতা চলছে।' নিগৃহীতা বলেন, 'উনি হুমকি দিয়ে বলছেন, উনি পার্টির বড় নেতা।' বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'তৃণমূল মানেই ধর্ষক।'

হুমায়ুনকে আইনি নোটিশ শুভেন্দুর

কলকাতা, ২২ অক্টোবর : মুর্শিদাবাদ জেলায় তৃণমূলের পর্যবেক্ষক থাকাকালীন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী অনৈতিকভাবে গোরু পাচারের টাকা তুলতেন বলে কয়েকদিন আগেই অভিযোগ করেছিলেন ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। এই মন্তব্যের জন্য হুমায়ুনকে আইনি নোটিশ পাঠালেন বিরোধী দলনেতা। অবিলম্বে এই ঘটনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে কথা প্রত্যাহার না করা হলে তাঁর বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করা হবে বলে ওই নোটিশে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন শুভেন্দু। যদিও এই নোটিশকে গুরুত্ব দিতে নারাজ হুমায়ুন। তাঁর পালটা চ্যালেঞ্জ, ২০১৪ সাল থেকে এই জেলায় কীভাবে গোরু পাচার হয়েছিল, তা সকলেই জানেন। বিএসএফের এক আধিকারিকও এই ঘটনায় গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। এনামুল হকের সঙ্গে কার কী সম্পর্ক ছিল, তাও এলাকার লোকের অজানা নয়। তাই আমি চ্যালেঞ্জ করছি, শুভেন্দুবাবু নিজেকে প্রমাণ করুন। আমার প্রমাণ করার দরকার নেই। আমি কোনও ক্ষমা চাইব না বা ভুল স্বীকার করব না।

কয়েকদিন আগে লালগোলায় গঙ্গাভাঙনে প্রায় ২০০টি পরিবার ঘরছাড়া হয়ে স্কুলে আশ্রয় নিয়েছে। এরইমধ্যে উত্তরবঙ্গে বিপর্যয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দু'বার সেখানে গিয়েছেন। বিরোধী দলনেতাও সেখানে ত্রাণ নিয়ে পৌঁছেছিলেন। কিন্তু লালগোলায় ভাঙন-কবলিত এলাকায় কারও না যাওয়া নিয়ে প্রকাশ্যেই ক্ষোভপ্রকাশ করেছিলেন হুমায়ুন। বিরোধী দলনেতাকেও নিশানা করে তিনি গোরু পাচারের প্রসঙ্গ তুলেছিলেন। এরপরই হুমায়ুনকে নোটিশ পাঠান বিরোধী দলনেতা।

হুমায়ুন বলেন, '২০১৪ সালে পুলিশের এসকর্ট কারে টাকা যেত। সেই টাকা এক বেরাবাবু নিয়ে যেতেন। ওই বেরাবাবু এখনও কার লোক, তা সকলেই জানেন। তাই আমি স্পষ্ট করে বলতে চাই, আমি যা বলেছি, তা ঠিক। আমার কথায় কোনও ভুল নেই। তাই ভুল স্বীকারের কোনও প্রশ্নই আসছে না। ওই চিঠির জবাবও দেব না আমি। আইনি পথেই আমি লড়াই করব।'

মিষ্টি আমার মিষ্টি তোমার... ভাইফোঁটা উপলক্ষ্যে দোকানে ক্রেতাদের ভিড়। ছবি : রাজীব মণ্ডল

আসছে বছর আবার হবে... বুধবার কলকাতায় গঙ্গার ঘাটে। ছবি : রাজীব মণ্ডল

ডি-ভোটার আটকাতে বিজেপির সিএএ অস্ত্র

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২২ অক্টোবর : বিধানসভা ভোটের আগে সিএএ শিবির করে হিন্দু উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব দিতে এবার রাজনৈতিকভাবে মাঠে নামল বিজেপি। এই লক্ষ্যে চলতি মাসের মধ্যে রাজ্যে ৭০০ সিএএ শিবির খোলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর-এর ফলে রাজ্যের উদ্বাস্তু হিন্দুদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়বে। সিএএ-র মাধ্যমে নাগরিকত্ব দিয়ে বে-নাগরিক বা ডি ভোটার হওয়া আটকে উদ্বাস্তু, হিন্দু ভোট ফেরাতে চায় বিজেপি।

২০১৯-এর লোকসভা ভোটের সময় থেকে আশ্বাস শুনিয়ে এসেছে বিজেপি। ২৪-এর লোকসভা ভোট ঘোষণার মুখে সংসদে সেই আইন পাশ হলেও সিএএ-র মাধ্যমে নাগরিকত্ব পেতে রাজ্যের উদ্বাস্তু হিন্দুদের মধ্যে কোনও হেলদোল ছিল না। তার প্রধান কারণ, সিএএ-র জন্য আবেদন করা মানে নিজেকে বেনাগরিক, অনুপ্রবেশকারী বলে মেনে নেওয়া। তাই সিএএ নিয়ে কেন্দ্র ও বিজেপির সব চেষ্টাই কার্যত জলে গিয়েছে। কিন্তু এবার রাজ্যের ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের ফলে বাংলাদেশ সহ পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র থেকে এদেশে চলে আসা উদ্বাস্তু হিন্দুদের নামও বাদ পড়বে। কমিশনের এই পদক্ষেপে উদ্ভূত পরিস্থিতিকে রাজনৈতিকভাবে কাজে লাগিয়ে উদ্বাস্তু ভোট দখলে রাখতে চায় বিজেপি।

> আমরা অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে তাদের নাম বাদ দেওয়ার পক্ষে। এটা আমাদের ঘোষিত অবস্থান এবং তার জন্য আমরা ক্যাম্প করব, সহযোগিতা করব, অর্থ সাহায্য করব, বিজেপি যতক্ষণ আছে হিন্দু উদ্বাস্তুদের কেশাগ্র কেউ স্পর্শ করতে পারবে না।
>
> **শমীক ভট্টাচার্য**

এদিন সল্টলেকে বিজেপি দপ্তরে সিএএ শিবির সংক্রান্ত এক বিশেষ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। বৈঠকে সিএএ শিবির পরিচালনার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্তদের সঙ্গে রাজ্যের সীমান্তবর্তী জেলার বিধায়কদেরও ডাকা হয়েছিল। রানাঘাটের বিজেপি সাংসদ জগন্নাথ সরকার এই প্রসঙ্গে বলেন, 'এ হল সাঁড়াশি চাপ। এতদিন সিএএ নিয়ে সাধাসাধি করে কোনও কাজ হয়নি। এবার ভোটার তালিকা থেকে নাম কাটা গেলে তখন দাদা-দিদিদের কথা ভুলে সিএএ-র জন্য আবেদন করতে লাইন পড়ে যাবে। আমাদের সেই সুযোগকে কাজে লাগাতে হবে। সেই লক্ষ্যেই এদিনের বৈঠকে রাজ্যজুড়ে প্রতিটি এলাকায় যত বেশি সংখ্যায় সিএএ শিবির খুলতে নির্দেশ দিয়েছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বিএল সন্তোষ।'

চাকদার বিধায়ক বঙ্কিম ঘোষ বলেন, দুটি বুথ-পিছু একজন করে প্রমুখ থাকবেন। তাঁরা এলকা ঘুরে সিএএ শিবির সংক্রান্ত বাড়ি বাড়ি প্রচার ও সিএএ আবেদনকারীদের বুথভিত্তিক সম্ভাব্য তালিকা তৈরি করবেন। ২০০২-এর ভোটার তালিকায় যাদের নাম নেই তাদের তালিকা তৈরি হচ্ছে। সেই তালিকা ধরে বাড়ি বাড়ি গিয়ে সিএএ-তে আবেদনের জন্য তাদের বলা হবে। তবে বুথের ভুয়ো ভোটার ও সংখ্যালঘু অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে ভোটার তালিকা থেকে তাদের নাম বাদ দেওয়ার জন্যও আমাদের সক্রিয় হতে হবে।

রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'আমরা বাংলাদেশের হিন্দু উদ্বাস্তুদের পক্ষে। আমরা অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে তাদের নাম বাদ দেওয়ার পক্ষে। এটা আমাদের ঘোষিত অবস্থান এবং তার জন্য আমরা ক্যাম্প করব, সহযোগিতা করব, অর্থ সাহায্য করব, বিজেপি যতক্ষণ আছে হিন্দু উদ্বাস্তুদের কেশাগ্র কেউ স্পর্শ করতে পারবে না।'

চন্দ্রনাথকে তলব

কলকাতা, ২২ অক্টোবর : পুর নিয়োগ দুর্নীতি, বালি পাচার কাণ্ডের পর ফের শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে তৎপর হয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। ইডি ও সিবিআইয়ের নজরে রয়েছে একাধিক প্রভাবশালী ব্যক্তি। বুধবার প্রাথমিকে নিয়োগ দুর্নীতিতে রাজ্যের কারামন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহাকে তলব করা হয়েছে। তিনি এদিন হাজিরা দেন। নিম্ন আদালত থেকে তাঁর অন্তর্বর্তী জামিনের আবেদন মঞ্জুর হওয়ার পর দু'বার ইডির তরফে মুখোমুখি হয়েছিলেন তিনি। খবর, তার উত্তরে সন্তুষ্ট নন ইডি আধিকারিকরা। তাই তাঁকে আবার ডাকা হয়। বিপাকে পড়েছেন বিধায়ক মানিক ভট্টাচার্য ও প্রাক্তন তৃণমূল নেতা বিভাস অধিকারীও। প্রাথমিকের নিয়োগ দুর্নীতিতে সিবিআইয়ের জমা দেওয়ার চার্জশিটে মানিক ও বিভাসের বিরুদ্ধে টাকার বিনিময়ে চাকরি দেওয়ার যোগসাজশের অভিযোগ আনা হয়েছে।

এদিন সল্টলেকের ইডির দপ্তরে বেশ কিছু ফাইল ও নথি সহ হাজিরা দেন চন্দ্রনাথ। তবে সাংবাদিকদের কোনও প্রশ্নের উত্তর দেননি তিনি। খবর, গত পাঁচ বছরের আয়কর রিটার্নের নথি, ২০১৬ সালের পর থেকে তাঁর কেনা সম্পত্তির নথিও চাওয়া হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে আয় বহির্ভূত সম্পত্তি বেনামে থাকার অভিযোগ উঠেছিল। তবে নিম্ন আদালত তাঁর অন্তর্বর্তী জামিনের আবেদন মঞ্জুর করেছিল। তবে তদন্তের সহযোগিতার নির্দেশ দিয়েছিল। সেই মতো তৃতীয়বার নোটিশ পেয়ে সাড়া দিতে হয়েছে চন্দ্রনাথকে।

শোকজের মুখে শতাধিক বিএলও

কলকাতা, ২২ অক্টোবর : দায়িত্ব পালন করতে অস্বীকার করায় শতাধিক বিএলও-কে শোকজ করতে চলেছে নির্বাচন কমিশন। কমিশন সূত্রে একথা জানা গিয়েছে। এসআইআর-এর জন্য নির্বাচিত বিএলওদের একাংশের আচমকা এই সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ কমিশন। সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার না করলে তাঁদের বিরুদ্ধে কড়া আইনি পদক্ষেপের কথা ভাবা হতে পারে বলে জানিয়েছেন কমিশনের এক কর্তা। রাজ্যে এসআইআর শুরুর মুখে বিএলওরা এই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চাওয়ায় উদ্বিগ্ন কমিশন। বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'কমিশনের দায়িত্ব বিএলওদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা। টিএমসির ভীতি প্রদর্শন, হুমকির জন্যই তাঁরা কাজ করতে চাইছেন না। এতদিন নির্বাচনের সময় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করে তৃণমূল কাজ হাসিল করত। এখন তারা এসআইআর-এও সেই আতঙ্ক তৈরি করতে চাইছে।'

মিষ্টিতে আধুনিকতা, রেস্তোরাঁর মেনুতে বাঙালিয়ানা

রিমি শীল

কলকাতা, ২২ অক্টোবর : 'ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা, যমের দুয়ারে পড়ল কাঁটা', এভাবেই ভাইয়ের মঙ্গলকামনায় ফোঁটা দেন বোনেরা। একসময়ে ভাইফোঁটার আগের রাতে বোনেরা উঠোনে কড়াই চাপাত। নিজের হাতেই কেউ নারকেল রনাড়ু, কেউ নলেন গুড়ের সন্দেশ তৈরি করতেন। সকাল সকাল স্নান সেরে থালায় ধান, দুর্বা, কাজল, ঘি, চন্দন, দই, মিষ্টি সাজিয়ে অপেক্ষায় থাকতেন বোনেরা। ধোঁয়া ওঠা লুচি, খেঁজুর গুড়ের পায়েস, কমলাভোগ, রাজভোগ, খাজা, নাড়ুতেই জমে উঠত ভাইফোঁটার স্মৃতি। পৌরাণিক কাহিনি অনুযায়ী, যমুনা তাঁর ভাই যমরাজকে বাড়িতে আমন্ত্রণ জানিয়ে ফোঁটা দেন। তাই যমরাজ বর দিয়েছিলেন এইদিন যে ভাইয়েরা বোনের বাড়িতে যাবেন তাঁরা কোনও দিন বিপদে পড়বেন না। প্রথা অনুযায়ী তাই এভাবেই ভাইয়ের মঙ্গলকামনায় উপবাস করে ফোঁটা দেন বোনেরা। বর্তমানে জেন জেড প্রজন্মের ভাই-বোনেদের সম্পর্কের সমীকরণ বদলেছে। রীতি একই রয়েছে। বদলেছে ট্রেন্ড। এখন ভাইফোঁটা মানে পেটপুজো আর খুনশুটিতে সারাদিন কাটানো। তাই কলকাতার নামকরা মিষ্টির দোকানগুলিতে এবছর চিরাচরিত মিষ্টিতেও এসেছে আধুনিকতার ছোঁয়া। শহরের বিখ্যাত রেস্তোরাঁগুলির ভাইফোঁটা স্পেশাল মেনুতেও রাখা হয়েছে বাঙালিয়ানার ছোঁয়া।

কথায় আছে, বাঙালির বারোমাসে তেরো পার্বণ। দুর্গাপুজো, লক্ষ্মীপুজো, কালীপুজোর পর বাঙালি মেতেছে ভাইফোঁটার খুশিতে। সাবেকিয়ানার পরিবর্তে এখন মিষ্টির প্যাকেট ও ভুরিভোজে রয়েছে ট্রেন্ডিচমক। ভাই-বোনের 'টম অ্যান্ড জেরি'র সম্পর্ককে মাথায় রেখে মিষ্টির দোকানগুলিতে এসেছে মেসেজ লেখা সন্দেশ, ব্রাউনি বাইট, ফিউশান, ভাই-বোন ডুয়েট রসগোল্লা সহ মজাদার সব মিষ্টি। দক্ষিণ কলকাতার বিখ্যাত মিষ্টির দোকানের কর্ণধার ঋষভ মল্লিক বলেন, 'চন্দ্রপুলি, কাজু পেস্তা সন্দেশ, ভাইফোঁটা সন্দেশ, চকোলোভা, বেকড মিহিদানা, অরেঞ্জ রাবড়ি সুফলে এসেছে।'

উত্তর কলকাতার ১৮০ বছরের পুরোনো কর্ণধার পার্থ নন্দী বলেন, 'বাটারস্কচ, ডাব, লিকুইড, জলভরা, মোহিনী সন্দেশ, চকলেট চিপস, ব্ল্যাকফরেস্ট সন্দেশ সহ নানা ট্রেন্ডি সন্দেশ রয়েছে।' এছাড়াও কলকাতার বিখ্যাত মিষ্টির দোকানগুলিতে ভাইফোঁটা উপলক্ষ্যে এসেছে, ম্যাঙ্গো ফাউনটেন, চকলেট ফিলিং, কলাপাতা ভাপা সন্দেশ, গন্ধরাজ সন্দেশ, চকোলেট মোহিনী, আম মোহিনী, ডায়েট রসগোল্লা, পাতুড়ি সন্দেশ, সুরভি সন্দেশ, মনোহরা সন্দেশ, চকলেট টার্ট, পনির কুলচা, হানিক্রিম ডেলাইট, শাহি টুকরা, কেশর ভোগ, হোয়াইট ফরেস্ট, সুইস চকোলেট, বেলজিয়াম ডার্ক চকোলেট সহ নজরকাড়া নানানরকম মিষ্টি।

শুধুমাত্র মিষ্টি খেয়েই কি পেটুক বাঙালির ভাইফোঁটা পর্ব শেষ হবে? তাই বাঙালিয়ানার রাজকীয় পদে রেস্তোরাঁগুলিতেও নতুন নতুন স্পেশাল থালি এসেছে। উত্তর কলকাতার এক বিখ্যাত রেস্তোরাঁর ম্যানেজার দীপক ঘোষ বললেন, 'ভাইফোঁটা থালিতে বরণডালার সমগ্র সামগ্রী, আমপান্না, ফিশফ্রাই, বাসন্তী পোলাও, শাহি কোর্মা, ভেটকি পাতুড়ি, পদ্মাপাড়ের ইলিশ ভাপা, রাজমা কষা মাংস, চাটনি, পায়েস, মিষ্টি থাকছে।' এছাড়াও লাঞ্চ ও ডিনারের কম্বো অফারেও নানা পদ রাখা হয়েছে। কলকাতার বিখ্যাত রেস্তোরাঁগুলিতে ভুরিভোজের আয়োজনে আমিষ থেকে নিরামিষ সমস্ত আইটেমই রয়েছে। নতুন নতুন পদ হিসেবে থালিতে সাজানো হয়েছে মাটন ডাকবাংলো, মোচার ঘন্ট, মাছের পাতুড়ি, পাবদা সরষে, পমফ্রেট পোস্ত ঝোল, কাতলা কালিয়া, ভেজ পোলাও, কাতলা কালিয়া, সরষে ভাপা ইলিশ, ঢাকাই রোস্ট চিকেন, চানার ডালনা, আফগানি চিকেন কাটলেট, তিল বাদাম মুরগি কষা মাংস, মালাই পনির টিক্কা, কাসুন্দি মুরগি কষা সহ বিভিন্ন লোভনীয় পদ। তবে দামের ছ্যাঁকায় নাভিশ্বাস মধ্যবিত্তের। তবুও পুরোনো ভালোবাসাকে নতুনের মোড়কে সেলিব্রেট করবে ভাইবোনেরা।

মিষ্টি মুখ

- হোয়াইট ফরেস্ট
- সুইস চকোলেট
- বেলজিয়াম ডার্ক চকোলেট
- চকলেট টার্ট
- হানিক্রিম ডেলাইট
- কলাপাতা ভাপা সন্দেশ

ভুরিভোজ

- আফগানি চিকেন কাটলেট
- তিল বাদাম মুরগি কষা মাংস
- মালাই পনির টিক্কা
- কাসুন্দি মুরগি কষা
- মটন ডাকবাংলো

আধঘণ্টায় শিশু চুরির কিনারা

কলকাতা, ২২ অক্টোবর : শ্রীরামপুরের হাসপাতাল থেকে শিশু চুরির ঘটনায় আধ ঘণ্টার মধ্যেই কিনারা করল পুলিশ। জানা গিয়েছে, বুধবার দুপুর ১২.০৫ মিনিটে ঘুমন্ত মায়ের পাশ থেকে সদ্যোজাতকে নিয়ে পালায় অজ্ঞাতপরিচয় এক মহিলা। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই কান্নায় ভেঙে পড়েন মা। পুলিশে খবর দেওয়া হলে তদন্ত শুরু করে তারা। নওগাঁ মোড়ে নাকাচেকিংয়ের সময় ধরা পড়ে অভিযুক্ত। টোটোয় করে মহিলাকে পালাতে দেখেন কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীরা। তারপরই তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। শিশুটিকে মায়ের কোলে তুলে দেয় শ্রীরামপুর থানার পুলিশ।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১৫৩ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ৫ কার্তিক ১৪৩২

বিষে আচ্ছন্ন

এর থেকে মারাত্মক আর কী-ই বা হতে পারে! যে বাতাসে মানুষ সহ সমস্ত প্রাণী নিঃশ্বাস নেয়, সেটাই বিষাক্ত হয়ে গেলে মানবজাতি ও প্রাণীকুল সংকটে পড়তে বাধ্য। তারই অশনিসংকেত যেন দেখা গেল দীপাবলিতে। আশঙ্কা অবশ্য ছিলই। সুপ্রিম কোর্ট সেই আশঙ্কাকে মর্যাদা দিয়ে দীপাবলিতে শুধু সবুজ আতশবাজি পোড়ানোর নির্দেশ দিয়েছিল। বাজি পোড়ানোর নির্ঘণ্টও প্রস্তুত করে দেওয়া হয়েছিল।

তা সত্ত্বেও দেশের রাজধানী দিল্লি ও সংলগ্ন অঞ্চল বিষাক্ত ধোঁয়ার চাদরে ঢেকে গেল। এতে স্পষ্ট, দেশবাসী এখনও পরিবেশ দূষণের ভয়াবহতা সম্পর্কে আদৌ সচেতন নন। দীপাবলির রাতে রোশনাই ছাপিয়ে আতশবাজির তাণ্ডবে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল দিল্লি সহ দেশের নানা প্রান্ত। রাজধানীর এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স (একিউআই) অতি খারাপ পরিস্থিতিতে পৌঁছে গিয়েছে।

দীপাবলির পর থেকে দিল্লিতে দিন না রাত, বোঝা দুষ্কর হয়ে পড়েছে। বিষবাষ্পের পুরু আস্তরণ দিল্লিকে গ্রাস করে ফেলেছে। যদিও প্রতিবারই এই ছবিটা দিল্লিতে দেখা যায় দীপাবলির সময়। পশ্চিমবঙ্গও কোনও অংশে কম নয়। কলকাতা সহ রাজ্যের বিভিন্ন শহরাঞ্চলে বায়ু দূষণের পরিমাণ এবার এতটাই ভয়াবহ হয়ে উঠেছে যে, মানুষের স্বাস্থ্য নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে চিকিৎসক মহল।

যদিও এই হাল যে হবে, তার আঁচ ছিলই। তাহলে সব জানা থাকা সত্ত্বেও কেন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ, প্রশাসন হিমসিম খেল? চেষ্টা করেও কেন মানুষকে পরিবেশ সচেতন করা যাচ্ছে না? দিল্লির দূষণ নিয়ে নীতি আয়োগের প্রাক্তন সিইও অমিতাভ কান্ত প্রশ্ন তুলেছেন সুপ্রিম কোর্টের রায় নিয়েই। তাঁর মতে, বাজি ফাটানোর অধিকারকে বাঁচার ও নিঃশ্বাস নেওয়ার অধিকারের ওপর স্থান দিয়েছে আদালত।

দিল্লিতে শাসকদল বিজেপি এবং প্রধান বিরোধী দল আপের মধ্যে রাজনৈতিক তর্জা চরমে উঠেছে। বায়ু ও পরিবেশ দূষণ নিয়ে এরকম রাজনৈতিক আকচা-আকচি প্রায়ই দেখা গেলেও এর হাত থেকে মানবসমাজকে রক্ষা করার উপায় বের করতে কারও আগ্রহ দেখা যায় না। জলবায়ু পরিবর্তন বর্তমানে বিশ্বের সবথেকে উদ্বেগজনক সমস্যা। এর সমাধানে নিয়মিত আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয়। তার পরেও পরিস্থিতি বদলায় না।

ভারতে নির্বিচারে সবুজ ধ্বংস হচ্ছে। পরিবেশবিধির তোয়াক্কা না করে পরিকাঠামো নির্মাণ, রাস্তাঘাট চওড়া হচ্ছে। সেতু, ফ্লাইওভার তৈরি হচ্ছে। সৌন্দর্যায়নের নামে নদী, সমুদ্রের পাড়ে বেলাগাম নির্মাণ চলছে। প্রকৃতি ও পরিবেশে বিঘ্ন ঘটিয়ে এই অপরিকল্পিত উন্নয়নের ফল কতটা মারাত্মক, তা একের পর এক ভূমিধস, মেঘভাঙা বৃষ্টি, বন্যা ইত্যাদি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে।

বায়ু দূষণে নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিস, ফুসফুসে ক্যানসারের মতো একাধিক জটিল রোগে আক্রান্ত হচ্ছে শিশু থেকে বৃদ্ধ, বহু মানুষ। বিপদ যে মাথার কাছে দাঁড়িয়ে, সেটা সকলে জানেন। সরকারও জানে। তার পরেও প্রতি বছর কালীপুজো, দীপাবলিতে গোটা দেশ বিষাক্ত ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ে। পুলিশি ধরপাকড় কিছু চলে বটে। শব্দবাজি বাজেয়াপ্তও হয় কিছু। কিন্তু পুলিশি নজরদারি এড়িয়ে দিব্যি বাজি কেনাবেচাও চলে। প্রশাসনের নাকের ডগায় বাজি ফাটানো হয়।

শুধু দীপাবলিতে নয়, ছটপুজোর সময়ও দেদার ফাটানো হয় শব্দবাজি। এই পরিস্থিতি থেকে নিস্তার পেতে পুলিশ, প্রশাসনের সক্রিয়তার যথেষ্ট অভাব আছে। মানুষের চেতনাও নেই। করোনাকালে মানুষ নাকমুখ ঢেকে হাঁচতে, কাশতে শিখেছিল। প্রশাসনিক উদ্যোগে এজন্য সচেতনতাও ছিল। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বায়ু দূষণ এখন যে ভয়াবহ রূপ নিয়েছে, করোনাকালের কিছু বিধিনিষেধ ফিরিয়ে আনা জরুরি। প্রয়োজনে আইন করে সংবিৎ ফিরিয়ে আনা দরকার।

নাহলে আমনাগরিকের ভুলের মাশুল গুনবে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম। স্বচ্ছ আলো-হাওয়ায়, সুস্থ পরিবেশে উৎসব পালনের জন্য সচেতনতা এখন সবচেয়ে বড় প্রয়োজন। বিষাক্ত, দূষিত বাতাসের অন্ধকার ঘুচে সূর্য উঠুক নির্মল প্রভাতের।

অমৃতধারা

যথেষ্ট গভীরে পৌঁছতে পারলে ভাবের আড়ালে অবস্থিত তত্ত্ব ও শক্তির সন্ধান পাবে। তখন আসবে সিদ্ধির শক্তি। যারা অধ্যাত্ম উন্নতির উপায় হিসেবে ধ্যানকে ব্যবহার করে তারা এভাবেই বস্তুর অন্তরালে নিহিত তত্ত্বের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। এর জন্য চাই বেশ কঠোর সাধনা, চাই বিপুল অভ্যাস। তখন তোমার মনের মধ্যে আলো নেমে আসে, একটি বোধশক্তি নেমে আসে, তখন ভাবকে যে কোনও রূপে প্রকাশের সামর্থ্য তুমি অর্জন কর। এখানে একটি পর্যায়ক্রম আছে, উচ্চতম পর্যায়ে আছে তত্ত্ব, কিন্তু সেই তত্ত্বও অনন্য নয়, কেননা তারও উপরে যাওয়া যায়। সেই তত্ত্ব নানা ভাবের মূর্তিতে প্রকাশিত হতে পারে। আর ভাবগুলো অসংখ্য চিন্তার মূর্তিতে, আর চিন্তাপুঞ্জ বহুবিধ ভাষায় থাকে।

-শ্রীমা

বিরল মাটিই এখন নতুন সোনা

নিউডিমিয়াম, ডিসপ্রোসিয়ামের মতো ১৭টি রহস্যময় মৌলের ওপর অনেকটাই নির্ভরশীল প্রযুক্তি।

কুশল হেমব্রম

এই মুহূর্তে আপনি যে স্মার্টফোনটি ব্যবহার করছেন অথবা ভবিষ্যতের যে ইলেক্ট্রিক গাড়ি (ইভি) কেনার স্বপ্ন দেখছেন, তার প্রাণভোমরা লুকিয়ে আছে এমন কিছু খনিজের মধ্যে, যাদের নাম হয়তো অনেকেই আগে শোনেননি। নিউডিমিয়াম, ডিসপ্রোসিয়াম, টারবিয়াম–এর মতো ১৭টি রহস্যময় মৌলকে একযোগে বলা হয় 'রেয়ার আর্থ এলিমেন্টস' বা 'বিরল মৃত্তিকা'। শক্তিশালী চুম্বক, ক্ষেপণাস্ত্রের দিকনির্ণায়ক ব্যবস্থা, উইন্ড টারবাইনের জেনারেটর থেকে শুরু করে ফ্ল্যাট স্ক্রিন টিভির রং—সবকিছুই এদের হাতের মুঠোয়। এগুলি মাটির নীচে বিরল না হলেও, একসঙ্গে ও সহজে উত্তোলনযোগ্য অবস্থায় খুবই কম পাওয়া যায়। এই খনিজগুলিই এখন তেলের মতো বা তার চেয়েও বেশি মূল্যবান। আর এদের নিয়েই পৃথিবীজুড়ে শুরু হয়েছে এক নতুন ভূ-রাজনৈতিক লড়াই। এই লড়াইয়ে একটি দেশ প্রায় ৯০ শতাংশ বাজার দখল করে আছে, আর সেই দেশের নাম চিন।

কী কারণে চিনের হাতেই প্রযুক্তির লাগাম?

এই বিরল মৃত্তিকা মাটির নীচে খুব একটা 'বিরল' নয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এগুলির মজুত আছে। কিন্তু সমস্যা হল, এদের উত্তোলন করা এবং আকরিক থেকে খাঁটি হিসেবে বের করাটা একটা বিরাট কঠিন, জটিল এবং পরিবেশের জন্য ক্ষতিকারক প্রক্রিয়া। এই পরিশোধনের কাজটাই চিন গত কয়েক দশক ধরে গোপনে, রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় প্রায় এককভাবে গড়ে তুলেছে। চিন বিশ্বের মোট বিরল মৃত্তিকার মজুতের মাত্র এক-তৃতীয়াংশ ধরে, কিন্তু তারা ৯০ শতাংশ পরিশোধনের ক্ষমতা নিজেদের হাতে রেখেছে। চিনের এই আধিপত্য আসলে একটি 'কৌশলগত শ্বাসরোধ'। ভবিষ্যতের অর্থনীতি এবং সামরিক শক্তি যে নির্ভর করবে এই খনিজগুলির ওপর সেটা তাদের নেতারা বহু আগেই বুঝেছিলেন। তাই তারা একদিকে কম দামে বিশ্বকে সরবরাহ করে অন্য দেশের খনিগুলিকে বন্ধ করে দিয়েছে, অন্যদিকে পরিশোধনের প্রযুক্তি গোপনে উন্নত করেছে। সম্প্রতি চিন বিরল মৃত্তিকা রপ্তানিতে নতুন ও কঠোর নিয়ম জারি করেছে। তারা এমন পণ্য রপ্তানিও নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে, যার মধ্যে এই খনিজ সামান্য পরিমাণেও আছে। এর সোজা অর্থ বলতে চিনের ওপর নির্ভরশীলতা আরও বাড়ল। পশ্চিমের দেশগুলি সহ ভারতের জন্য এটি এক বিশাল বিপদসংকেত। তাদের বার্তা স্পষ্ট—তোমরা প্রযুক্তি বানাও, কিন্তু কাঁচামালের জন্য আমাদের কাছেই আসতে হবে।

বিশ্বজুড়ে শুরু বিকল্প পথের দৌড়

চিনের এই একচেটিয়া ক্ষমতা বিশ্বের বড় দেশগুলিকে বাধ্য করেছে নিজেদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষা নিয়ে ভাবতে। কারণ ইন্টারন্যাশনাল এনার্জি এজেন্সি (আইইএ) বলছে, ২০৩৫ সালের মধ্যে এই খনিজের চাহিদা তিন থেকে সাত গুণ বাড়বে। তাই, শুরু হয়েছে নতুন জোট তৈরি এবং নিজের পায়ে দাঁড়ানোর মরিয়া চেষ্টা।

আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়া চিনকে টেক্কা দিতে হাত মিলিয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার মাটির নীচে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম বিরল মৃত্তিকার ভাণ্ডার রয়েছে। তারা এক ঐতিহাসিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে, যার মূল কথা—অস্ট্রেলিয়া খনি থেকে আকরিক তুলবে এবং সেই আকরিক সরাসরি আমেরিকার তৈরি কারখানায় পরিশোধিত হবে। লক্ষ্য, চিনের প্রভাব এড়িয়ে একটি সুরক্ষিত সরবরাহ শৃঙ্খল তৈরি করা। এশিয়ার দুই অর্থনৈতিক শক্তি ভারত ও জাপানও বসে নেই। তারা যৌথভাবে অনুসন্ধান ও পরিশোধনের ক্ষেত্রে সহযোগিতা বাড়াচ্ছে। এমনকি সমুদ্রের তলদেশ থেকেও এই খনিজ উত্তোলনের প্রযুক্তি বিনিময়ের কথা চলছে।

ভারতের স্বপ্ন : সমুদ্রসৈকত থেকে শক্তি

বিরল মৃত্তিকার এই নতুন খেলায় ভারতের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বের মোট বিরল মৃত্তিকার মজুতের প্রায় ছয় শতাংশ রয়েছে আমাদের দেশে। বিশেষ করে অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু ও ওড়িশার সমুদ্রসৈকতের বালিতে রয়েছে এই খনিজের বিশাল ভাণ্ডার। মনোজাইট নামক আকরিক, যা বিরল মৃত্তিকা এবং পারমাণবিক শক্তির উৎস থোরিয়ামের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, ভারতে প্রচুর পরিমাণে মজুত আছে। কিন্তু ভারতের সমস্যাটা অন্য জায়গায়। আমাদের কাছে খনিজ আছে, কিন্তু সেগুলিকে পরিশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় উন্নত প্রযুক্তি ও শিল্প পরিকাঠামো নেই। এই কারণে, আমরা আকরিক কম দামে বিক্রি করে দিই, আর পরিশোধিত উপাদান চিনের মতো দেশ থেকে বেশি দামে কিনি। কিন্তু সময় এখন বদলাচ্ছে। নয়াদিল্লি এখন 'স্বনির্ভরতা'-কে গুরুত্ব দিচ্ছে। সরকার দেশের খনিজ আইনগুলিতে পরিবর্তন আনছে, যাতে বেসরকারি সংস্থাগুলিও এই গুরুত্বপূর্ণ খাতে বিনিয়োগ করতে পারে। রাষ্ট্রীয় সংস্থা আইআরইএল-কে আমেরিকার রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে, যা আন্তর্জাতিক সহযোগিতার দরজা খুলে দিয়েছে। এছাড়া, নতুন প্রযুক্তির সন্ধানে ভারত এখন বিরল মৃত্তিকা পরিশোধনের প্রযুক্তি পেতে রাশিয়ার মতো দেশগুলির দিকে নজর দিচ্ছে এবং দেশীয় গবেষণাগারগুলিকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করছে। সরকার চুম্বক এবং অন্যান্য উচ্চপ্রযুক্তির জিনিস দেশেই তৈরির জন্য বিশাল অঙ্কের আর্থিক সহায়তা দিচ্ছে। অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনমে স্যামারিয়াম-কোবাল্ট চুম্বক তৈরির কারখানা তৈরি হচ্ছে, যা প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে দেশের নির্ভরতা কমাবে।

বিরল মৃত্তিকা : কিছু চমকপ্রদ তথ্য

নামেই 'বিরল', কাজে নয়! এদের নাম 'বিরল মৃত্তিকা' হলেও, এরা আসলে পৃথিবীর ভূতলে যথেষ্ট পরিমাণে মজুত আছে। এদের মধ্যে সেরিয়াম নামের মৌলটি তামা বা কপারের চেয়েও বেশি পরিমাণে পাওয়া যায়! কিন্তু সমস্যা বলতে এদের আলাদা করে বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া খুবই কঠিন। ১৮ শতকে যখন এগুলি প্রথম আবিষ্কৃত হয়, তখন এদের 'অক্সাইড' রূপটিকে 'আর্থ' বা 'মৃত্তিকা' বলা হত এবং এদের নিষ্কাশন কঠিন ছিল বলে 'বিরল' শব্দটি জুড়ে দেওয়া হয়। এই বিরল মৃত্তিকার হাত ধরেই বিশ্ব পেয়েছে রঙিন টিভি। ইউরোপিয়াম নামের একটি মৌল ক্যাথোড-রে টিউব ডিসপ্লেতে লাল রং তৈরি করতে অপরিহার্য ছিল। এটি ছাড়া রঙিন টিভি তৈরি অসম্ভব হত। চোখের অপারেশনের কাজে ব্যবহৃত অত্যন্ত সূক্ষ্ম লেসার রশ্মি তৈরিতে লাগে হলমিয়াম নামের বিরল মৃত্তিকা। ল্যান্থানাম এবং সেরিয়াম খনিজগুলি পেট্রোলিয়াম পরিশোধনের সময় অনুঘটক বা ক্যাটালিস্ট হিসেবে ব্যবহার করা হয়। গাড়িতে ঢালা পেট্রোলিয়ামকে পরিশুদ্ধ করতেও এদের ভূমিকা রয়েছে। স্মার্টফোনের স্পিকার বা হেডফোনে যেটুকু নিওডিমিয়াম চুম্বক ব্যবহার হয়, তা-ই কিন্তু সাধারণ চুম্বকের চেয়ে বহুগুণ বেশি শক্তিশালী। এই ক্ষুদ্র শক্তিধররাই আমাদের ডিভাইসগুলিকে এত হালকা ও শক্তিশালী করে তোলে।

খনিজ এখন কূটনীতি

একসময় তেল উত্তোলক দেশগুলির সংগঠন ওপিইসি যেমন বিশ্বের অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করত, আজ বিরল মৃত্তিকার ওপর নিয়ন্ত্রণ সেই ক্ষমতা এনে দিয়েছে চিনের হাতে। কিন্তু এই পরিস্থিতি দ্রুত পালটাচ্ছে। ভারতের মতো দেশগুলি তাদের বিপুল মজুতকে কাজে লাগিয়ে এবং আন্তর্জাতিক জোট তৈরি করে এক নতুন 'খনিজ কূটনীতি' শুরু করেছে। এই দৌড়ে যারা সফল হবে, তারাই কেবল ক্লিন এনার্জি-নির্ভর বিশ্বের রাশ নিজেদের হাতে রাখবে। বিরল মৃত্তিকা তাই এখন কেবল কিছু উপাদান নয়, এটি দেশের প্রযুক্তিগত স্বাধীনতা এবং কৌশলগত নিরাপত্তার মূলমন্ত্র।

(লেখক পেশায় শিক্ষক)

আজ

২০২৩

তারকা ক্রিকেটার বিষেণ সিং বেদীর জীবনাবসান হয় আজকের দিনে।

২০১২

সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মৃত্যু এই দিনে।

আলোচিত

ব্রিটিশ ও ফরাসি উপনিবেশের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কথা যতটা আলোচিত হয়, রাজনৈতিক ইসলামের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে ততটা গুরুত্ব দেওয়া হয় না। অথচ সেটাই আমাদের ধর্মবিশ্বাসকে সবচেয়ে আঘাত করেছে। কিছু কেনার সময় দেখে নেবেন যেন হালাল সার্টিফিকেশন না থাকে।

- যোগী আদিত্যনাথ

ভাইরাল/১

মহারাষ্ট্রের অম্বরনাথ রেলস্টেশনে এক ছাত্রের চেন চুরি করেছিল চোর। ছাত্রের অভিযোগের ভিত্তিতে রেলপুলিশ সিসিটিভিতে চোরকে শনাক্ত করে। বিপদ আঁচ করে চোর প্ল্যাটফর্ম থেকে রেললাইনে লাফ দেয়। ধাওয়া করে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে।

ভাইরাল/২

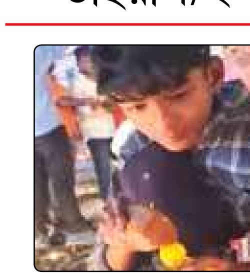

দীপাবলির দিন অযোধ্যায় দীপোৎসব পালিত হয়। সরযূঘাটে ২৬ লক্ষের বেশি প্রদীপ জ্বালানো হয়েছে। উৎসবের সময় কয়েকজনকে নিভে যাওয়া প্রদীপ থেকে তেল বোতলে ভরতে দেখা গিয়েছে। প্রদীপ থেকে তেল চুরির সেই ভিডিও ভাইরাল।

জনমন জনমত

টোটোর রুট ভাগে আপত্তি

১৭ অক্টোবর উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত '৮৫ রুটে চলবে টোটো, ভোগান্তির আশঙ্কা' শীর্ষক খবরটি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। শিলিগুড়ি পুরনিগম ও ট্রাফিক পুলিশের এহেন রুট ভাগে ভোগান্তি ছাড়া কিছুই হবে না। আশিঘর মোড় থেকে হাতি মোড়ে আসতে গেলে যদি দুটো টোটো পালটাতে হয় তাহলে তো মুশকিল। আশিঘর মোড় থেকে হাতি মোড়ে আসতে গেলে কেন ২০ টাকা খরচ করব, যেখানে আশিঘর মোড় থেকে কোর্ট মোড় মাত্র ১০ টাকায় যাতায়াত করা যায়।

ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বেশ কিছু টোটো এক থেকে দেড় কিলোমিটারের মধ্যে চলাচল করতে পারবে। তাহলে একইভাবে সুকান্তনগর অটোস্ট্যান্ড থেকে বিধান মার্কেট যেতেও দুটি টোটো পালটাতে হবে হয়তো। অথচ সুকান্তনগর অটোস্ট্যান্ড থেকে বিধান মার্কেট যেতে দশ টাকা ভাড়া লাগে। কেন যাত্রীরা ওই বাড়তি ভাড়া খরচ করতে যাবেন? আপনারা টোটো চলাচল নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে যাতায়াতের খরচ বাড়িয়ে দিলে তো মুশকিল। আমার মতে, রুট ভাগ করুন, কিন্তু যাত্রীদের যাতায়াত খরচ বাড়িয়ে নয়।

স্নেহা মিত্র, শিলিগুড়ি।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই–মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

–ঃ ঠিকানা ঃ–
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি,
শিলিগুড়ি–৭৩৪০০১

ই–মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

আলো–আঁধারে এখনকার সাহিত্যচর্চা

আজকাল প্রচুর পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে, সাহিত্য মজলিশ বসছে। তবে এসবের প্রকৃত উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্নও আছে।

আশুতোষ বিশ্বাস

বাংলার পুজো-পার্বণ, ছয় ঋতুজুড়ে নানান আঙ্গিকে লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশিত হচ্ছে। সাহিত্য মজলিশ বসছে। সংখ্যার কমতি নেই। প্রতিটি শহর, মফসসল, গ্রামগঞ্জ থেকে অন্তত কেউ না কেউ একখানা পত্রিকা সম্পাদনা করেন। এই সৃজন-চঞ্চল পরিবেশ নিঃসন্দেহে সাহিত্যের জন্য আশাব্যঞ্জক। কিন্তু কিছু প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। সাহিত্যচর্চার আসল উদ্দেশ্য- সাহিত্যের সেবা, উৎকর্ষ সাধন এবং নতুন প্রজন্মকে সাহিত্যচর্চার আসরে নিয়ে আসা- আসলেই কি অভিমুখ সেই দিকে?

লিটল ম্যাগাজিন নতুন চিন্তার বীজতলা, সাহস দেখানোর খোলা আকাশ। পাঁচ, ছয় বা সাতের দশকের বাংলা সাহিত্য সেই লিটল ম্যাগাজিনেরই ফসল। বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা', সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কৃত্তিবাস', সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের 'অন্তর্গত', রফিক আজাদের 'উত্তরাধিকার'-এইসব পত্রিকা শুধু নতুন কবিতার ধারাই গড়ে তোলেনি অজস্র নতুন কবিকণ্ঠকে সামনে এনে দিয়েছিল। সুনীল-শক্তি-শঙ্খ, আল মাহমুদ, জীবনানন্দ-সমর সেন পরবর্তী প্রজন্মের আরও অনেক লেখক তাঁরা লিটল ম্যাগাজিনের হাত ধরেই উঠে এসেছিলেন। পরবর্তীকালে জয় গোস্বামী, সুবোধ সরকার, অমিতাভ দাশগুপ্ত- তাঁরাও এই ধারারই উত্তরসূরি। লিটল ম্যাগাজিনের প্ল্যাটফর্ম শুধু লেখক তৈরি করে না, সামাজিক দায়বদ্ধতাকেও মাথা পেতে নেয়। যুগের অসাম্যের বিরুদ্ধে ভাষা আর পথ দেখায়। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার মধ্য দিয়েই নবযুগের চেতনাকে বইয়ে দিয়েছিলেন। এইসব আগামদর্শী সাহিত্য সম্পাদক তরুণ লেখকদের দিয়েছেন আত্মপ্রকাশের অবাধ সুযোগ।

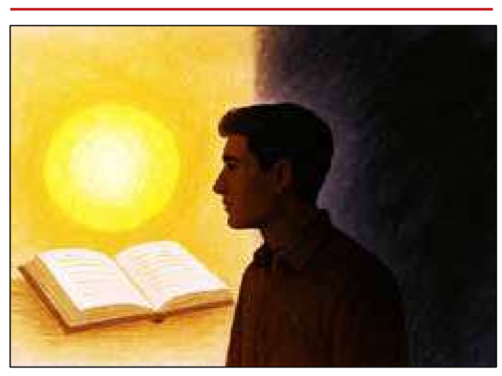

চলমান দশকে সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ করা নতুন পোশাক পরার মতোই একটা ফ্যাশন হয়ে উঠেছে। তিনি অধ্যাপক, শিক্ষক, সমাজসেবী, ডাক্তার, সংস্কৃতিমনা। পাশাপাশি তিনি অমুক পত্রিকার ডাকসাইটে সম্পাদক। পত্রিকার বয়স ২৫, ৩০, ৫০, ৬০- ভালো করে সেই সম্পাদকের জন্মের ঠিকুজি খুঁজলে বোঝা ভার তিনি কত বয়স থেকে পত্রিকা সম্পাদনা করে আসছেন। সত্যি, সেলুকাস, কী বিচিত্র এই দেশ! মাঝেমাঝেই বিশেষ কিছু পত্রপত্রিকা সম্পাদনার মান ও মৌলিকতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। এই সময়ের কিছু সম্পাদকের লক্ষ্য- অর্থ উপার্জন। আর তা করতে গিয়ে নৈতিকতার নিরঞ্জন।

পত্রিকার গুণগত মান ধরে রাখার মহান দায়িত্ব সম্পাদকের। সেখানে আপস মানে অপ-সাহিত্যের বিষবৃক্ষে জল ঢালা। নতুন প্রজন্মের মধ্যে আগ্রহ আছে। তবে বেশিরভাগই কোনও একটি গোষ্ঠীর খপ্পরে পড়ে দাসত্ববৃত্তি করছেন। কবি ঈশ্বর গুপ্ত (সংবাদ প্রভাকর) পত্রিকার সম্পাদকের মতো সম্পাদক ক'জন আছেন, যিনি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতো লেখককে কাব্যরচনার পথ থেকে সরিয়ে এনে গদ্যরচনার পথে নিয়ে এসেছিলেন! সম্পাদক সেই প্রতিভাকে সামনে আনবেন যাঁর লেখায় মণিমাণিক্য আছে। তাঁকেই উৎসাহিত করবেন, যাঁর লেখায় যুগোত্তীর্ণ সংকেত আছে। কিন্তু তা সবসময় হচ্ছে না। তবে সবটাই হতাশার নয়। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি বা সাহিত্য আকাদেমির মতো সরকারি প্রতিষ্ঠান আর মুষ্টিমেয় লিটল ম্যাগাজিনের সম্পাদক আছেন, যাঁরা সাধ্যমতো আর্থিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। নিজ দায়িত্বে নতুন প্রতিভাদের গ্রন্থ প্রকাশ ও বিপণন করে প্রতিভার যোগ্য সম্মানটুকু দিচ্ছেন। তাঁরা জানেন এই তরুণ হাতের স্পর্শ-অপেক্ষায় কালের মন্দিরা প্রহর গুনছে।

(লেখক কলেজের অধ্যক্ষ ও প্রাবন্ধিক।)

**সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com**

শব্দরঙ্গ ■ ৪২৭৩

১		২	★	৩			
	★	৪			★	★	★
	★		★	৫		৬	
৭	৮	★	★		★		★
★		★	৯	★	★	১০	১১
১২				★	১৩	★	
★	★	★	১৪			★	
১৫				★	১৬		

পাশাপাশি : ১। এখনও বিকশিত হয়নি ৩। রবীন্দ্রনাথের গল্প নিয়ে সিনেমা ৪। তীব্র বিষ বা কালকূট ৫। বিয়ের পরদিনের অনুষ্ঠান ৭। এর সঙ্গে রাগ মানে পরিস্থিতি খারাপ ১০। বৈঠক বা সমিতি ১২। ফুল কাটা জরিদার রেশমি কাপড় ১৪। চমৎকার কাজ, অসাধারণ কৃতিত্ব ১৫। গুরুতর আঘাত করা বা পেটানো ১৬। দুরূহ বা কষ্টকর।

উপর-নীচ : ১। বদনাম বা দোষারোপ করা ২। সাদা রংয়ের একটি ফুল ৩। যে মিথ্যে বড়াই করে বেড়ায় ৬। নিরানন্দ, বিষণ্ণ ৮। এক মাইলের আট ভাগের এক ভাগ ৯। কাজের বাইরে বিরতির সময় ১১। স্থির নেই, ভেসে বেড়াচ্ছে ১৩। তাপে দুধ উথলে ওঠা।

সমাধান ■ ৪২৭২

পাশাপাশি : ২। অনাবিল ৫। পানামা ৬। উপরপড়া ৮। ফাল ৯। পানা ১১। দরদালান ১৩। শাশ্বত ১৪। মালকিন।

উপর-নীচ : ১। অপারগ ২। অমা ৩। বিলাপ ৪। বাগড়া ৬। উল ৭। রটনা ৮। ফায়দা ৯। পান ১০। জলাতঙ্ক ১১। দস্তক ১২। লাঙল ১৩। শান।

বিন্দুবিসর্গ

তিস্তার জলে চিনা লগ্নিতে উদ্বেগ দিল্লির

ঢাকা ও নয়াদিল্লি, ২২ অক্টোবর : গঙ্গা চুক্তির পুনর্নবীকরণ ঝুলে রয়েছে। গতি হারিয়েছে তিস্তা জলবণ্টন চুক্তি নিয়ে আলোচনা। 'বদলে যাওয়া' বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের দ্বিপাক্ষিক টানাপোড়েন কমার বদলে বেড়েই চলেছে। সেই ফাটল আরও চওড়া করতে সক্রিয় বাংলাদেশের ভারত-বিরোধী গোষ্ঠীগুলি। ঘটনাপ্রবাহ বলছে, আওয়ামি লিগের বিরোধী ছাত্রনেতারা ভারত-বিরোধিতার পালে হাওয়া তুলতে তিস্তা জলবণ্টনের দাবিকে সামনে আনতে চাইছেন। তাতে চিনের প্রচ্ছন্ন মদত রয়েছে বলে মনে করছে ভারতের কূটনৈতিক মহল। পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছে দিল্লি।

গত ১৯ অক্টোবর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শহিদ মিনারের সামনে মশাল জ্বালিয়ে মানববন্ধন করে ছিলেন কয়েকশো পড়ুয়া। তাঁদের একটাই দাবি, অবিলম্বে কার্যকর করতে হবে তিস্তা মাস্টার প্ল্যান। এজন্য নিতে হবে চিনের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা। আন্দোলনটি রংপুর সহ বাংলাদেশের অন্তত ৫টি জেলায় ছড়িয়ে পড়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার একাধিক দেশ যখন চিনা ঋণের বোঝায় ডুবতে বসছে, তখন বাংলাদেশে তিস্তা নদী সংস্কারের নামে চিনের কাছ থেকে ঋণ নেওয়ার দাবিতে আন্দোলন তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। এ ধরনের আন্দোলনের পিছনে তাই বিদেশি মদতের বিষয়টি উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

চিনের অর্থে তিস্তা মাস্টার প্ল্যান কার্যকর হলে প্রকল্প রূপায়ণের জন্য শয়ে শয়ে চিনা কর্মী, প্রযুক্তিবিদ বাংলাদেশে আসবেন। দেশের নানা জায়গায় ঘাঁটি গেড়ে থাকা ওই চিনাদের একাংশকে কাজে লাগিয়ে ভারতের ওপর সহজেই নজরদারি চালাতে পারে বেজিং। বিপন্ন হবে ভারতের চিকেন নেক বলে পরিচিত শিলিগুড়ি করিডরের নিরাপত্তা। তিস্তা মাস্টার প্ল্যানের সিংহভাগ রূপায়িত হবে ভারত সীমান্ত সংলগ্ন (বিশেষ করে উত্তরবঙ্গ ঘেঁষা) এলাকাগুলিতে। মাত্র ২০ কিলোমিটার চওড়া শিলিগুড়ি করিডরের খুব কাছেই রয়েছে বাংলাদেশের লালমনিরহাট বিমানঘাঁটি। পরিত্যক্ত এই ঘাঁটিটিকে সচল করার দাবি উঠেছে বাংলাদেশে। তিস্তা নদী পরিকল্পনার মতো লালমনিরহাট সংস্কারেও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে পারে চিন।

অতীতে ঋণের মাধ্যমে শ্রীলঙ্কার হাম্বানটোটা এবং পাকিস্তানের গোয়াদার সমুদ্র বন্দরের নিয়ন্ত্রণ হাতে নিয়েছে বেজিং। লালমনিরহাট বিমানঘাঁটির ক্ষেত্রেও সেই সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। সূত্রের খবর, তিস্তা মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রথম ধাপে চিনের কাছে ৬,৭০০ কোটি টাকা চেয়েছে বাংলাদেশ। প্রাথমিকভাবে তা দিতে রাজি হয়েছে চিন। তবে ঋণের শর্ত নিয়ে এখনও দু-তরফে আলোচনা চলছে। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ ও রাজনৈতিক দলগুলি মনে করছে, এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে বাঁধ নির্মাণ করে গ্রীষ্মের জন্য জল সংরক্ষণ সম্ভব হবে এবং ভারতের ওপর নির্ভরতা কমবে। এজন্য দেশকে চিনের ঋণ জালে জড়াতেও রাজি বাংলাদেশের ভারত বিরোধী গোষ্ঠীগুলি। তিস্তার জলবণ্টন তাই এখন শুধু একটি দ্বিপাক্ষিক বিষয় নয়, এটি ভারত-চিন-বাংলাদেশ তিন দেশের ভূ-রাজনৈতিক খেলার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে।

ড্রাগনের নজরে শিলিগুড়ি করিডর

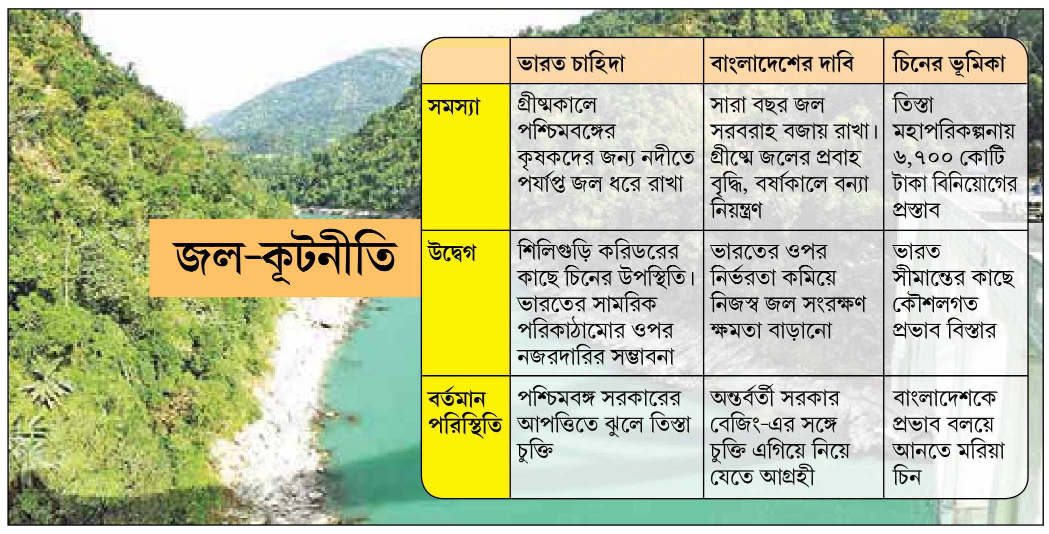

জল-কূটনীতি

	ভারত চাহিদা	বাংলাদেশের দাবি	চিনের ভূমিকা
সমস্যা	গ্রীষ্মকালে পশ্চিমবঙ্গের কৃষকদের জন্য নদীতে পর্যাপ্ত জল ধরে রাখা	সারা বছর জল সরবরাহ বজায় রাখা। গ্রীষ্মে জলের প্রবাহ বৃদ্ধি, বর্ষাকালে বন্যা নিয়ন্ত্রণ	তিস্তা মহাপরিকল্পনায় ৬,৭০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাব
উদ্বেগ	শিলিগুড়ি করিডরের কাছে চিনের উপস্থিতি। ভারতের সামরিক পরিকাঠামোর ওপর নজরদারির সম্ভাবনা	ভারতের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে নিজস্ব জল সংরক্ষণ ক্ষমতা বাড়ানো	ভারত সীমান্তের কাছে কৌশলগত প্রভাব বিস্তার
বর্তমান পরিস্থিতি	পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আপত্তিতে ঝুলে তিস্তা চুক্তি	অন্তর্বর্তী সরকার বেজিং-এর সঙ্গে চুক্তি এগিয়ে নিয়ে যেতে আগ্রহী	বাংলাদেশকে প্রভাব বলয়ে আনতে মরিয়া চিন

যোগাযোগ উপগ্রহের জনক প্রয়াত

পুনে, ২২ অক্টোবর : জীবনাবসান হল বিশিষ্ট ভারতীয় মহাকাশবিজ্ঞানী একনাথ বসন্ত চিটনিসের। বুধবার পুনের বাড়িতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। টেলিযোগাযোগের কৃত্রিম উপগ্রহের জনক এই মহাকাশবিজ্ঞানীর বয়স হয়েছিল ১০০ বছর।

ইসরো'র প্রতিষ্ঠার নেপথ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল একনাথের। গবেষণা জীবনের প্রথম দিকে কাজ করেছেন হোমি ভাবার সঙ্গে। ১৯৬২ সালে বিক্রম সারাভাইয়ের তৈরি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কমিটি অফ স্পেস রিসার্চ (আইএনসিওএসপিএআর)-এ যোগ দিতে আমেরিকা থেকে দেশে ফিরে আসেন একনাথ। গড়া হয় ভারতের প্রথম মহাকাশ গবেষকদের দল। সেই দলে ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এপিজে আব্দুল কালামও ছিলেন। মার্কিন মহাকাশ গবেষণাকেন্দ্র নাসা'য় গিয়ে রকেটের বিভিন্ন যন্ত্রাংশ নিয়ে কাজ করার প্রশিক্ষণ নেন তাঁরা।

ভারতের প্রথম রকেট উৎক্ষেপণের জন্য কেরলের থুম্বা-কে বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে ভূমিকা ছিল একনাথের। ১৯৮১ থেকে ১৯৮৫ পর্যন্ত তিনি ইসরোর স্পেস অ্যাপ্লিকেশনস সেন্টার (স্যাক), আহমেদাবাদের অন্যতম প্রধান পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ভারতের প্রথম টেলিকম উপগ্রহ ইনস্যাট তৈরিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল তাঁর।

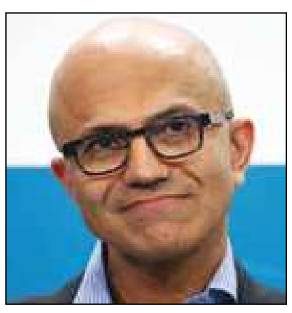

রক্ষা পেলেন রাষ্ট্রপতি

তিরুবনন্তপুরম, ২২ অক্টোবর : বুধবার রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর হেলিকপ্টার অবতরণের পরই ভেঙে পড়ল হেলিপ্যাডের একাংশ। রাষ্ট্রপতি এদিন কেরলের শবরীমালা মন্দিরে যাওয়ার সময় প্রামাদম স্টেডিয়ামে কপ্টার নামার পর দুর্ঘটনাটি ঘটে। রাষ্ট্রপতির কোনও ক্ষতি হয়নি। তিনি নিরাপদে আছেন। এই ঘটনায় রাষ্ট্রপতির কোনও ক্ষতি না হওয়ায় ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'বড় দুর্ঘটনা এড়ানো গিয়েছে। রাষ্ট্রপতির সুস্থ ও দীর্ঘজীবন কামনা করি।' এদিন শবরীমালায় লর্ড আয়াপ্পা মন্দিরে যান রাষ্ট্রপতি। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার ভারতের কোনও রাষ্ট্রপতি শবরীমালায় গেলেন। তাঁর আগে সাতের দশকে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রয়াত ভিভি গিরি ওই মন্দিরে গিয়েছিলেন।

এদিন হেলিকপ্টার দুর্ঘটনার যে ভিডিও প্রকাশ্যে এসেছে তাতে দেখা গিয়েছে, হেলিকপ্টারটি মাটি ছুঁতেই হেলিপ্যাডের একটি অংশ বসে যায়। কপ্টারটি হেলে পড়ে একদিকে। পরিস্থিতি সামলাতে তড়িঘড়ি কাজে নামে পুলিশ ও দমকল। অনেক চেষ্টায় হাত দিয়ে ঠেলে কপ্টারটিকে ক্ষতিগ্রস্ত জায়গা থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। উপস্থিত আধিকারিকরা জানিয়েছেন, অতিরিক্ত ভারের জেরে কপ্টারের পিছনের অংশ অনেকটা হেলিপ্যাডে ঢুকে যায়। চারদিনের সফরে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তিরুবনন্তপুরমে পৌঁছোন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু।

নয়াদিল্লিতে সিইসি-সিইও বৈঠকে আভাস

বঙ্গে এসআইআর শীঘ্রই

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২২ অক্টোবর : সবকিছু পরিকল্পনামাফিক এগোলে আগামী মাস থেকেই পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকার এসআইআর বা বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যেতে পারে। বুধবার পশ্চিমবঙ্গ সহ দেশের সমস্ত রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের (সিইও) সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের বৈঠকের পর এসআইআর জল্পনা এখন তুঙ্গে। এদিনের বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) জ্ঞানেশ কুমার। উপস্থিত ছিলেন অপর দুই নির্বাচন কমিশনার সুখবীর সিং সান্ধু এবং বিবেক যোশি। বৃহস্পতিবারও চলবে বৈঠক। সেক্ষেত্রে ভাইফোঁটাতেই পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর কবে নাগাদ শুরু হবে সেই ঘোষণা হতে পারে।

সূত্রের খবর, পশ্চিমবঙ্গে নভেম্বরের মধ্যভাগে এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হতে পারে। যদিও কমিশনের কিছু কর্মকর্তা মনে করছেন, নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই এসআইআর চালু হতে পারে। যদি নভেম্বরের মাঝামাঝি এসআইআর শুরু হয়, তাহলে পুরো প্রক্রিয়া শেষ করতে প্রায় ১০০ দিন সময় লাগবে। অর্থাৎ আগামী বছরের ফেব্রুয়ারির মধ্যেই কাজ শেষ হবে। ফলে মার্চের শুরুতেই পশ্চিমবঙ্গের ভোট ঘোষণার সম্ভাবনা প্রবল বলেই মনে করা হচ্ছে। কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সিইও-রা তাঁদের নিজ নিজ অঞ্চলের প্রস্তুতি সম্পর্কে বিস্তারিত রিপোর্ট জমা দিয়েছেন।

জেলা নির্বাচনি আধিকারিক (ডিইও), নির্বাচনি নিবন্ধন আধিকারিক (ইআরও), সহকারী নিবন্ধন আধিকারিক, বুথ লেভেল অফিসার (বিএলও) ও বুথ লেভেল এজেন্ট (বিএলএ)-দের নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ কতদূর সম্পন্ন হয়েছে তা নিয়ে এদিন আলোচনা হয়েছে। জানা গিয়েছে, রাজ্যের ৮১ হাজার বিএলও-র মধ্যে প্রায় ৮০ হাজার জনের প্রশিক্ষণ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। এই বিএলও-রাই ভোটারদের হাতে প্রি-ফিলড এনুমারেশন ফর্ম দেবেন এবং নতুন ভোটারদের নাম অন্তর্ভুক্তিতে মূল ভূমিকা নেবেন।

> পশ্চিমবঙ্গে নভেম্বরের মধ্যভাগে এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হতে পারে। যদিও কমিশনের কিছু কর্মকর্তা মনে করছেন, নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই এসআইআর চালু হতে পারে। যদি নভেম্বরের মাঝামাঝি এসআইআর শুরু হয়, তাহলে পুরো প্রক্রিয়া শেষ করতে প্রায় ১০০ দিন সময় লাগবে। অর্থাৎ আগামী বছরের ফেব্রুয়ারির মধ্যেই কাজ শেষ হবে।

এদিকে পশ্চিমবঙ্গে ইতিমধ্যেই প্রায় ৩.৯৬ কোটি ভোটারের নাম কমিশনের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে, যা ২০০২ সালের তথ্যের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হয়েছে। রাজ্যের ৭.৬ কোটি ভোটারের মধ্যে প্রায় ৫২ শতাংশ বুথ-ম্যাপিং শেষ হয়েছে। এর মধ্যে পশ্চিম মেদিনীপুরে সর্বাধিক (৭২ শতাংশ) এবং উত্তর ২৪ পরগনায় সর্বনিম্ন (৪৪ শতাংশ) বুথ-ম্যাপিং সম্পূর্ণ হয়েছে। ১৯ অক্টোবর পর্যন্ত রাজ্যের সব জেলায় বুথ-ম্যাপিং সম্পন্ন হয়েছে, তবে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলা এই প্রক্রিয়া থেকে আপাতত বাদ পড়েছে।

যাঁদের পিতা-মাতার নাম ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় রয়েছে, তাঁদের নাম অন্তর্ভুক্তি প্রক্রিয়া আরও সহজ হবে বলে জানা গিয়েছে। তবে বহু পুরোনো ভোটার অভিযোগ করেছেন যে ১৯৯৫ বা ২০০২ সালের এপিক কার্ড থাকা সত্ত্বেও এখনও তাঁদের নাম ভোটার তালিকায় খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ২০০২ সালের বিশেষ পুনর্বিবেচনা তথ্যের সঙ্গে বর্তমান ভোটার তালিকার ডেটা-ম্যাচিং এখনও পর্যন্ত রাজ্যের সাতটি জেলায় সম্পন্ন হয়েছে। বিহারে এই কাজ শুরুই হয়নি। এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, যদি এই কাজ বিলম্বিত হয়, তাহলে ডেটা-ম্যাপিং ছাড়াই এসআইআর শুরু করতে পারে কমিশন। নির্বাচন কমিশনের ডেপুটি ডিরেক্টর পি পাওয়ান এক বিবৃতিতে জানান, এই দুই দিনের বৈঠকে কমিশন রাজ্যগুলির অগ্রগতি খতিয়ে দেখে এসআইআর বাস্তবায়নের পরবর্তী ধাপ ও সময়সূচি নির্ধারণ করবে।

মাইক্রোসফট কর্তার বেতন ৮১১ কোটি

মুম্বই, ২২ অক্টোবর : বেতন বৃদ্ধির মাপকাঠিতে রেকর্ড গড়লেন মাইক্রোসফট সংস্থার মুখ্য কার্যনির্বাহী সত্য নাদেলা। ২০২৪-'২৫ অর্থবর্ষে তাঁর বেতন বিপুল পরিমাণ বেড়ে ৯৬.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় যা ৮১১ কোটি টাকা) ছুঁয়েছে। একদশক আগে কোম্পানির দায়িত্ব নেওয়ার পর এটিই সর্বোচ্চ প্রাপ্তিযোগ নাদেলার। এই বেতন বৃদ্ধি তাঁর দূরদর্শী নেতৃত্বে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সে (এআই) মাইক্রোসফটের বড় অগ্রগতির প্রতিফলন বলে মনে করা হচ্ছে। ঠিক আগের বছর নাদেলার বেতন ছিল ৭৯.১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (৬৬০ কোটি টাকা)।

সংস্থার রিপোর্টে জানানো হয়েছে, নাদেলার মোট আয়ের প্রায় ৯০ শতাংশই মাইক্রোসফটের শেয়ার আকারে রয়েছে। ২০১৪ সালে স্টিভ বালমারের উত্তরসূরি হিসাবে সিইও হওয়ার পর থেকেই নাদেলা মাইক্রোসফটকে রূপান্তরিত করেন ক্লাউড ও এআই-নির্ভর প্রযুক্তি সংস্থায়। তাঁর বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার জোরেই আজ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের দুনিয়ায় মহাশক্তিধর হিসাবে আত্মপ্রকাশ ঘটেছে মাইক্রোসফটের।

পাক অভিযোগ খারিজ তালিবানের

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২২ অক্টোবর : আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের মধ্যে চলতি সীমান্ত উত্তেজনার মাঝেই দু-দেশের সম্পর্ক নিয়ে তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। পাকিস্তানের তরফে অভিযোগ তোলা হয়েছে যে, ভারতের নির্দেশে আফগান বাহিনী পাকিস্তানে হামলা চালাচ্ছে। তবে সেই অভিযোগ সরাসরি খারিজ করে দিয়েছে তালিবান প্রশাসন। আফগানিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী মৌলভি মোহাম্মদ ইয়াকুব মুজাহিদ বলেছেন, 'পাকিস্তানের এই দাবি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও অযৌক্তিক।' তবে বুধবার আফগান বিদেশমন্ত্রক এক বিবৃতিতে পাকিস্তানের সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধবিরতির কথা ঘোষণা করেছে।

এক সাক্ষাৎকারে ইয়াকুব মুজাহিদ স্পষ্টভাবে বলেন, 'আমরা একটি স্বাধীন জাতি। ভারত ও পাকিস্তান দুই দেশের সঙ্গেই আমাদের সম্পর্ক শুধুমাত্র আফগানিস্তানের জাতীয় স্বার্থের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। আমাদের ভূখণ্ড কখনও অন্য কোনও দেশের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না।' এর আগে পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খোয়াজা আসিফ স্থানীয় সংবাদমাধ্যমে দাবি করেছিলেন, আফগানিস্তানের তালিবান সরকার ভারতের পক্ষে 'ছায়াযুদ্ধ' চালাচ্ছে। তাঁর এই মন্তব্যের পর দু'দেশের মধ্যে সীমান্তে সংঘর্ষের তীব্রতা আরও বেড়ে যায়।

আফগান বিদেশমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকির ভারতে আগমনকে কেন্দ্র করে ইসলামাবাদ-কাবুল সম্পর্ক উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। পাকিস্তানের অভিযোগ, ভারতের প্ররোচনায় তালিবান যোদ্ধারা তাদের সীমান্তে হামলা চালিয়েছে। আফগানিস্তান পালটা দাবি করে, পাকিস্তানই প্রথমে আগ্রাসন চালিয়েছিল। সংঘর্ষে পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর ৫৮ জন জওয়ান নিহত হয় বলে ভিন্ন সূত্রে দাবি করা হয়েছে। আফগানিস্তানের পক্ষেও প্রাণহানির ঘটনা ঘটে, নিহতদের মধ্যে তিনজন আফগান ক্লাব ক্রিকেটারও ছিলেন।

গলদ সদিচ্ছায় : চিদাম্বরম

বেঙ্গালুরু, ২২ অক্টোবর : বেঙ্গালুরুর রাস্তাঘাট সংস্কারে তহবিল নয়, আসল সমস্যা কাজ বাস্তবায়িত করার সদিচ্ছায়। কর্ণাটকের রাজধানীর সড়ক মেরামতি প্রসঙ্গে এমনই মন্তব্য করলেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা ও রাজ্যসভা সাংসদ পি চিদম্বরম। তিনি জানান, তিনি শুনেছেন বায়োকন চেয়ারম্যান কিরণ মজুমদার-শ' রাস্তাঘাট উন্নয়নে অর্থ দিতে চেয়েছেন। যদিও শ' পরে তা অস্বীকার করেন।

চিদম্বরম বলেন, 'জনপরিষেবামূলক কর্মকাণ্ডে মূল সমস্যা অর্থ নয়, বরং কার্যকর বাস্তবায়ন।' তাঁর প্রস্তাব, সরকারি প্রকল্পে নিবাচিত ঠিকাদারের কাজের তদারকির দায়িত্ব নেওয়া উচিত শিল্পপতি বা সংস্থার—যারা কাজের গুণমান ও সময়সীমার জন্য দায় নেবে। তিনি মনে করেন, চেন্নাই বা বেঙ্গালুরু—দুটো শহরই এমন পরীক্ষামূলক উদ্যোগের জন্য উপযুক্ত। মঙ্গলবার রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী ডিকে শিবকুমার সঙ্গে দেখা করেছিলেন কিরণ। বেঙ্গালুরুর বেহাল রাস্তাঘাট নিয়ে তাঁদের মধ্যে বেশকিছুদিন ধরেই বাকযুদ্ধ চলছিল।

জট ছাড়াতে লালুর কাছে গেহলট

পাটনা, ২২ অক্টোবর : বিরোধী মহাজোটের আসন জট কাটাতে এবার আসরে নামলেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা অশোক গেহলট। বুধবার পাটনায় এসে তিনি দেখা করেন আরজেডি সুপ্রিমো লালুপ্রসাদ যাদবের সঙ্গে। ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী রাবড়ি দেবী এবং বিরোধী দলনেতা তেজস্বী যাদবও। প্রায় একঘণ্টার বৈঠক শেষে গেহলট জানান, আরজেডি ও কংগ্রেসের মধ্যে যাবতীয় সমস্যা মিটে গিয়েছে। তিনি বলেন, 'মহাজোট ঐক্যবদ্ধভাবেই নির্বাচনি সংগ্রামে অবতীর্ণ হবে। আগামীকাল একটি সাংবাদিক বৈঠক রয়েছে। সেখানে সমস্ত বিভ্রান্তি দূর হয়ে যাবে।'

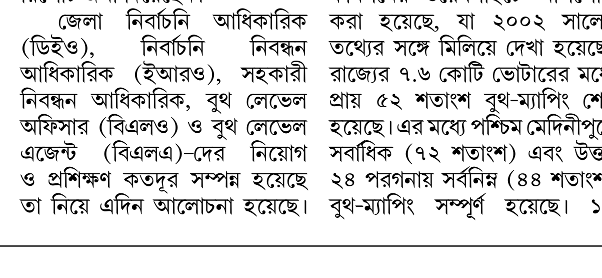

লালুপ্রসাদ যাদবের সঙ্গে অশোক গেহলট। বুধবার পাটনায়।

রাজ্যের ২৪৩টি আসনের মধ্যে অন্তত গোটা দশেক আসনে আরজেডি-কংগ্রেসের মুখোমুখি লড়াই হচ্ছে। মোট ২৫৩টি আসনে প্রার্থী দিয়েছে বিরোধী মহাজোট। এই জটের কারণে ইতিমধ্যে আরজেডি-কংগ্রেসের অনড় মনোভাবকেই দায়ী করেছে ছোট শরিকরা। জেএমএম-ও নির্বাচনি যুদ্ধ থেকে সরে দাঁড়িয়েছে।

অশোক গেহলট অবশ্য মহাজোটে সমস্যার কথা মানতে চাননি। তিনি বলেন, '২৪৩টি আসনের মধ্যে ৫-১০টি আসনে স্থানীয় কিছু সমস্যা আছে। ওই আসনগুলিতে বন্ধুত্বপূর্ণ লড়াই হতে পারে। কিন্তু সেটা কোনও সমস্যা নয়।' মহাজোটে সমস্যার কথা মানতে চাননি তেজস্বীও।

এদিকে ভোটে জিততে একের পর এক প্রতিশ্রুতি দিয়ে চলেছেন তেজস্বী। তিনি বলেন, 'বিরোধী মহাজোট যদি ভোটে জিতে ক্ষমতায় আসে, তাহলে জীবিকা দিদিদের চাকরি পাকা করা হবে। সরকারি কর্মচারীর মর্যাদা দেওয়ার পাশাপাশি তাঁদের ৩০ হাজার টাকা করে মাসিক বেতন দেওয়া হবে। জীবিকা দিদিরা দীর্ঘদিন ধরেই এই দাবি তুলছিলেন।' নীতীশ কুমারের নেতৃত্বাধীন ডবল ইঞ্জিন সরকারের কাজকর্মে রাজ্যের মানুষ বীতশ্রদ্ধ বলেও অভিযোগ করেন তেজস্বী।

সিদ্দা-পুত্রের কথায় জল্পনা

বেঙ্গালুরু, ২২ অক্টোবর : সিদ্দারামাইয়ার পর কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন, তা নিয়ে প্রদেশ কংগ্রেসে চর্চার অভাব নেই। উপমুখ্যমন্ত্রী তথা প্রদেশ সভাপতি ডিকে শিবকুমারের নাম সেই দৌড়ে সবার আগে রয়েছে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর ছেলে যতীন্দ্র বুধবার যে মন্তব্য করেছেন, তাতে নতুন করে জল্পনা শুরু হয়েছে।

তিনি বলেন, 'আমার বাবা তাঁর রাজনৈতিক কেরিয়ারের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছেন। এইসময় তাঁর এমন একজন নেতাকে প্রয়োজন যাঁর মজবুত মতাদর্শগত অবস্থান ও প্রগতিশীল মানসিকতা রয়েছে। উনি যাঁকে মার্গদর্শন করাতে পারবেন। জারকিহোলি এমন একজন ব্যক্তি যিনি কংগ্রেসের আদর্শ এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন এবং দলকে নেতৃত্ব দিতে পারবেন।'

রাজনৈতিক মহলের মতে, পুত্রের এই বার্তার মাধ্যমে বকলমে ডিকে শিবকুমারের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পথে বাধা তৈরির চেষ্টা করেছেন সিদ্দারামাইয়া। এদিন শিবকুমারের কাছে যতীন্দ্রের মন্তব্যের ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া চাওয়া হলে তিনি বলেন, 'ওঁকেই আপনারা প্রশ্ন করুন। আমি আর কী বলব?' শিবকুমার জানিয়েছেন, কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন, সেই ব্যাপারে কংগ্রেস হাইকমান্ড চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন।

বিকিনি পরে গঙ্গায় স্নানে বিতর্ক

দেরাদুন, ২২ অক্টোবর : তীর্থভূমি হৃষীকেশের লক্ষ্মণ ঝুলার কাছে গঙ্গানদীতে বিকিনি পরে এক বিদেশিনীর স্নানের দৃশ্য ভাইরাল হওয়ার পর দেশজুড়ে ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত, সাংস্কৃতিক সংবেদনশীলতার অভাব এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সীমা নিয়ে তীব্র বিতর্ক শুরু হয়েছে।

ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা যায়, ওই মহিলা পর্যটক বিকিনি পরে ও গলায় ফুলের মালা নিয়ে নদীতে দাঁড়িয়ে প্রথমে করজোড়ে প্রণাম জানাচ্ছেন। এরপর তিনি মালাটি জলে ছুড়ে দিয়ে ডুব দেন এবং সাঁতার কাটতে শুরু করেন। এরপর তাঁকে দেখা যায় হাসতে হাসতে জল থেকে উঠে আসতে।

সেই বিতর্কিত দৃশ্য। যা নিয়ে তোলপাড় সমাজমাধ্যম।

কারও কারও কাছে এই কাজ নিরীহ মনে হলেও, অনেকে এটিকে ভারতের অন্যতম পবিত্র নদী গঙ্গার পবিত্রতার প্রতি অসম্মানজনক বলে সমাজমাধ্যমে সমালোচনা করতে শুরু করেন। নেটমাধ্যমে তাঁরা লেখেন, 'মা গঙ্গা একটি পবিত্র নদী, কোনও সমুদ্র সৈকত বা সুইমিং পুল নয়। শালীন পোশাক পরে জলে নামুন। সম্মান করতে শিখুন মা গঙ্গাকে।' কেউ কেউ আবার এই প্রশ্নও তোলেন, কোনও ভারতীয় মহিলা এমন করলে এতক্ষণে একাধিক মামলা হয়ে যেত। এক্ষেত্রে শুধু বিদেশি বলেই কি তাঁকে ছাড় দেওয়া হচ্ছে?

এর পালটা প্রতিক্রিয়াও হয়। সমাজমাধ্যমে অনেকেই ওই মহিলার পক্ষ নিয়ে বলেন, তাঁর উদ্দেশ্য তো ভুল ছিল না। দ্বৈত মানদণ্ডের কথা তুলে একজন মন্তব্য করেন, 'আদমি লোক কচ্ছা পহেন কর নাহায়ে তো ওহ ডিসরেসপেক্ট নেহি?' অর্থাৎ, ছেলেরা অন্তর্বাস পরে স্নান করলে তা অসম্মান নয় কেন? তখন তো শালীনতার প্রশ্ন ওঠে না!'

সরফরাজ বাদ পড়ায় প্রশ্ন

নয়াদিল্লি, ২২ অক্টোবর : গৌতম গম্ভীর কোচ হয়ে আসার পর থেকেই ভারতীয় ক্রিকেট দলের রাস্তা বন্ধ হয়ে গিয়েছে সরফরাজ খানের সামনে। এর নেপথ্যে 'ধর্মীয় কারণ' থাকতে পারে বলে এবার বিতর্ক উসকে দিলেন কংগ্রেস মুখপাত্র শামা মহম্মদ। তাঁর প্রশ্ন, পদবি 'খান' বলেই কি বারবার ব্রাত্য থেকে যাচ্ছেন সরফরাজ? তিনি লিখেছেন, 'পদবি খান বলেই কি সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না সরফরাজকে? গৌতম গম্ভীরের মানসিকতা কেমন আমরা তো জানি।' অতীতে গম্ভীর যে বিজেপি সাংসদ ছিলেন, কৌশলে সে কথাও মনে করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন শামা।

১৫-১৬ শতাংশ মার্কিন শুল্ক কমার সম্ভাবনা

ওয়াশিংটন, ২২ অক্টোবর : রাশিয়া থেকে তেল আমদানি ধাপে ধাপে কমাচ্ছে ভারত। খোদ প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এমনটাই দাবি করেছেন। এদিকে ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। পরিস্থিতি যেদিকে যাচ্ছে, তাতে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ভারতীয় পণ্যে শুল্কের পরিমাণ অনেকটাই কমাতে চলেছে ট্রাম্প সরকার। তা বর্তমান ৫০ শতাংশ থেকে কমে ১৫-১৬ শতাংশ হতে পারে বলে মার্কিন সরকারি সূত্রে ইঙ্গিত মিলেছে। যদিও বুধবার পর্যন্ত ভারতীয় পণ্যে শুল্ক কমানো নিয়ে ট্রাম্প প্রশাসনের তরফে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি।

সূত্রটি জানিয়েছে, রাশিয়া থেকে তেল আমদানি কমানোর পাশাপাশি গত কয়েক মাসে আমেরিকা থেকে জ্বালানি কেনার পরিমাণ বৃদ্ধি করেছে ভারতীয় তেল সংস্থাগুলি। দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তির মাধ্যমে ভারত এদেশের কৃষি বাজারে আমেরিকার প্রবেশের দাবি আংশিক মেনে নিতে পারে বলে ওয়াশিংটনের আশা। পাশাপাশি, ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যিক টানাপোড়েন দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকার কূটনৈতিক, সামরিক স্বার্থে আঘাত হানতে পারে বলে মার্কিন বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা। সব মিলিয়ে ভারতের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য ট্রাম্পের ওপর চাপ ক্রমাগত বাড়ছে। শুল্কের পরিমাণ ১৫-১৬ শতাংশে নেমে এলে পোশাক, ইঞ্জিনিয়ারিং ও ওষুধ খাতে ভারতের রপ্তানি যে ফের বড় লাফ দেবে, তা নিয়ে সন্দেহ নেই।

প্রশ্নোত্তরে সুস্বাস্থ্য ও ব্যাধি

সুবীর সরকার, *শিক্ষক*
সারিয়াম যশোধর উচ্চবিদ্যালয়
জলপাইগুড়ি

উচ্চমাধ্যমিক জীববিদ্যা

১) অনাক্রম্যতন্ত্র কাকে বলে ?

উ : বিভিন্ন কোষ ও তাদের সমন্বয়ে গঠিত যে তন্ত্র দেহকে রোগ আক্রমণের হাত থেকে এবং রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুর ক্ষতিকারক প্রভাব থেকে রক্ষা করে তাকে অনাক্রম্যতন্ত্র বা ইমিউন সিস্টেম বলে।

২) অ্যান্টিজেন কাকে বলে ?

উ : বহিরাগত যে সমস্ত বিজাতীয় পদার্থ (প্রোটিন, পলিস্যাকারাইড, লিপিড, নিউক্লিক অ্যাসিড প্রভৃতি) প্রাণীদেহে প্রবেশ করলে প্রাণীদেহে অনাক্রম্যতা সক্রিয় হয়ে অ্যান্টিবডি সংশ্লেষিত হয় তাদের অ্যান্টিজেন বলে।

৩) হ্যাপটেন কী?

উ : নিম্ন আণবিক ভরসম্পন্ন যেসব ক্ষুদ্র অনু যারা নিজে অ্যান্টিবডি সংশ্লেষণকে উদ্দীপ্ত করতে পারে না কিন্তু কোনও বৃহৎ বাহক প্রোটিন অণুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে অ্যান্টিবডি সংশ্লেষ করতে পারে তাদের হ্যাপটেন বলে।

৪) অ্যাডজুভ্যান্ট কী?

উ : অনাক্রম্য সাড়ার মাত্রা বৃদ্ধির জন্য যে পদার্থ অ্যান্টিজেনের সঙ্গে বা অ্যান্টিজেন ছাড়াই প্রাণীদেহে প্রবেশ করানো হয় তাকে অ্যাডজুভ্যান্ট বলে।

৫) এপিটোপ কাকে বলে?

উ : অ্যান্টিজেনের পরিধিতলে যে বিশেষ অঞ্চল অ্যান্টিবডির গ্রাহক অংশ দ্বারা চিহ্নিত হয় ও সেখানে অ্যান্টিবডি আবদ্ধ হয়ে অ্যান্টিজেন-অ্যান্টিবডি আন্তঃক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তাকে এপিটোপ বলে। প্রতিটি অ্যান্টিজেন একাধিক এপিটোপ বহন করে।

৬) প্যারাটোপ কাকে বলে ?

উ : অ্যান্টিবডির যে নির্দিষ্ট অংশ অ্যান্টিজেনের এপিটোপকে শনাক্ত করে এবং ওই স্থানে আবদ্ধ হয় তাকে প্যারাটোপ বলে। প্রতিটি 'Y' আকৃতির অ্যান্টিবডি কমপক্ষে দুটি প্যারাটোপ ধারণ করে নির্দিষ্ট এপিটোপের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য।

৭) মিমোটোপ কাকে বলে?

উ : পেপটাইড জাতীয় কতগুলি বৃহৎ অণু অ্যান্টিজেনের এপিটোপকে অনুকরণ করে এবং অ্যান্টিবডিতে আবদ্ধ হয়ে ইমিউন রেসপন্স দেয়। এই উপাদানগুলিকে মিমোটোপ বলে। অনেক টিকাতেও মিমোটোপ ব্যবহার করা হয়।

৮) অ্যান্টিবডি কাকে বলে?

উ : দেহের মধ্যে বাইরে থেকে যেসব অ্যান্টিজেন প্রবেশ করলে তাদের প্রতিরোধ বা ধ্বংসের জন্য দেহে যেসব গ্লাইকোপ্রোটিনের সৃষ্টি হয় তাদের অ্যান্টিবডি বলে।

৯) অ্যান্টিবডিকে ইমিউনোগ্লোবিউলিন (Ig) বলার কারণ কী?

উ : অ্যান্টিবডি রাসায়নিক দিক থেকে প্লাজমা প্রোটিনের অন্তর্গত গ্লোবিউলিন প্রোটিন দ্বারা গঠিত অনাক্রম্য উপাদান তাই অ্যান্টিবডিকে ইমিউনোগ্লোবিউলিন (Ig) বলা হয়।

১০) মানুষের দেহে সর্বাধিক সংখ্যায় পাওয়া যায় এবং সর্ববৃহৎ আকৃতির অ্যান্টিবডি শ্রেণির নাম লেখো।

উ : মানুষের দেহে সর্বাধিক সংখ্যায় প্রাপ্ত অ্যান্টিবডির শ্রেণি- IgG

সর্ববৃহৎ অ্যান্টিবডির শ্রেণি- IgM

১১) ম্যাটারনাল অ্যান্টিবডি কাকে বলে এবং কেন বলে?

উ : IgG শ্রেণির অ্যান্টিবডিকে ম্যাটারনাল অ্যান্টিবডি বলে কারণ শুধুমাত্র এই অ্যান্টিবডি প্লাসেন্টাকে অতিক্রম করতে পারে এবং গর্ভাবস্থায় এই শ্রেণির অ্যান্টিবডি মাতৃদেহ থেকে ভ্রূণের দেহে প্রবেশ করে ভ্রূণকে জীবাণু সংক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করে। এছাড়া শিশুর জন্মের পর মাতৃদুগ্ধের সঙ্গে শিশুর দেহে প্রবেশ করে শিশুর দেহের প্রতিরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

১২) অপসোনিন কী?

উ : যে সকল অ্যান্টিবডি, অ্যান্টিজেন তথা জীবাণুর বাইরে যুক্ত হয়ে আবরণ সৃষ্টি করে অ্যান্টিজেন জীবাণুকে ফ্যাগোসাইটোসিস পদ্ধতিতে আগ্রাসী কোষ দ্বারা গৃহীত হতে সাহায্য করে, তাদের অপসোনিন বলে।

১৩) উৎপত্তিগতভাবে অ্যান্টিবডি কত প্রকারের ও কী কী?

উ : উৎপত্তিগতভাবে অ্যান্টিবডি নিম্নলিখিত দুই প্রকারের -

i) মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি : যেসব অ্যান্টিবডি একই প্রকার প্লাজমা কোষ থেকে উৎপন্ন হয় তাদের মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি বলে।

ii) পলিক্লোনাল অ্যান্টিবডি : যেসব অ্যান্টিবডি বহু প্রকার প্লাজমা কোষ থেকে উৎপন্ন হয় তাদের পলিক্লোনাল অ্যান্টিবডি বলে।

১৪) গঠনগত বা ভারী চেনের উপস্থিতি অনুযায়ী অ্যান্টিবডি কত প্রকারের হয়?

উ : গঠনগতভাবে বা ভারী চেনের উপস্থিতি অনুযায়ী অ্যান্টিবডি ৫ প্রকারের হয়ে থাকে। যথা- IgG, IgA, IgM, IgD, IgE

১৫) অ্যান্টিজেন-অ্যান্টিবডি আন্তঃক্রিয়ার ধাপগুলি কী কী?

উ : অ্যান্টিজেন-অ্যান্টিবডি আন্তঃক্রিয়ার ধাপগুলি নিম্নরূপ-

i) অ্যান্টিবডি গঠন- নির্দিষ্ট অ্যান্টিজেনের উপস্থিতিতে নির্দিষ্ট অ্যান্টিবডি গঠিত হয়।

ii) অ্যান্টিজেন-অ্যান্টিবডি যৌগ গঠন- অ্যান্টিজেন, অ্যান্টিবডির কাছাকাছি এলে অ্যান্টিবডি অ্যান্টিজেন এর আবদ্ধকারী অংশ যুক্ত হয়ে অ্যান্টিজেন-অ্যান্টিবডি যৌগ গঠন করে।

iii) অ্যান্টিজেন ও অ্যান্টিজেন নিঃসৃত টক্সিন পদার্থের নিষ্ক্রিয়করণ- প্রশমন, দলবদ্ধকরণ, অধঃক্ষেপণ, বিশিষ্টকরণ, অপসোনাইজেশন প্রভৃতি পদ্ধতির সাহায্যে অ্যান্টিজেন তথা অ্যান্টিজেন নিঃসৃত টক্সিক পদার্থ নিষ্ক্রিয় হয়। যে বিশেষ দুটি পদ্ধতিতে ধ্বংস হয় সেগুলো হল ফ্যাগোসাইটোসিস ও ডায়াপেডেসিস।

১৬) ডায়াপেডেসিস কী?

উ : যে প্রক্রিয়ায় দেহের কোনও স্থান জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হলে মনোসাইট ও নিউট্রোফিল শ্বেতরক্তকণিকাগুলি সেই স্থানে রক্তজালকের প্রাচীর ভেদ করে বাইরে বেরিয়ে আসে এবং ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় রোগজীবাণু ধ্বংস করে, তাকে ডায়াপেডেসিস বলে।

১৭) উৎসের ভিত্তিতে অ্যান্টিজেন কত প্রকারের হয়?

উ : উৎসের ভিত্তিতে অ্যান্টিজেন নিম্নোক্ত দুই প্রকারের হয় -

i) এক্সোজেনাস অ্যান্টিজেন- যে সমস্ত অ্যান্টিজেন বাইরে থেকে দেহের ভেতরে প্রবেশ করে তাদের এক্সোজেনাস অ্যান্টিজেন বলে। যেমন বিভিন্ন রোগ সৃষ্টিকারী ভাইরাস, ব্যাকটিরিয়া ইত্যাদি।

ii) এন্ডোজেনাস অ্যান্টিজেন- যে সমস্ত অ্যান্টিজেন দেহের অভ্যন্তরে উৎপন্ন হয় তাদের এন্ডোজেনাস অ্যান্টিজেন বলে।

যেমন- বিভিন্ন স্তন্যপায়ী প্রাণীর হৃৎপিণ্ডে উপস্থিত কার্ডিওলিপিন।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনার খুঁটিনাটি

অরবিন্দ ঘোষ, *শিক্ষক*
অক্রুরমণি করোনেশন ইনস্টিটিউশন, মালদা

মাধ্যমিক ভূগোল

পূর্ব প্রকাশের পর

প্রশ্ন-১৩ : বর্জ্য পৃথককরণ কীভাবে করা হয়?

উত্তর : (ক) বর্জ্য পৃথককরণ - কোনও স্থানে যখন বর্জ্য পদার্থ জমা হয়, তখন সেখানে শুষ্ক ও আর্দ্র নানা ধরনের বর্জ্য পদার্থ একত্রিত হয়ে থাকে। এগুলিকে আলাদা না করলে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করা অসম্ভব। একেই বর্জ্য পৃথককরণ বলা হয়।

(খ) জমি ভরাটকরণ - এই পদ্ধতিতে বৃহদায়তন ফাঁকা জমিকে গভীরভাবে খনন করা হয়। কঠিন জৈব বর্জ্য পদার্থগুলিকে এর মধ্যে ফেলে ভরাট করা হয় এবং মাটি চাপা দিয়ে দেওয়া হয়। দীর্ঘদিন চাপা পড়া অবস্থায় থেকে ওই জৈব ভঙ্গুর বর্জ্য মাটিতে মিশে যায়।

(গ) কম্পোস্টিং – ফাঁকা জায়গায় কিছুটা জমি খনন করে তাতে গৃহস্থালির দৈনিক উৎপন্ন বর্জ্য ফেলা হয়। যেমন- গৃহস্থালি ও বাজারের নানান শাকসবজির খোসা, মলমূত্র প্রভৃতি। কিছুদিন পর বর্জ্য দ্বারা ওই জায়গা ভর্তি হয়ে গেলে মাটি চাপা দিয়ে অপর কোনও স্থান পুনরায় খনন করে বর্জ্য দ্বারা ভরাট করা হয় ও মাটি দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়। এভাবে বিয়োজিত হয়ে জৈব সার সৃষ্টি করে।

(ঘ) নিকাশি - তরল বর্জ্য নিকাশি ব্যবস্থার মাধ্যমে নিষ্কাশিত করে একটি বিশেষ আধারে সঞ্চয় করলে পরে তা জল বিশুদ্ধিকরণের মাধ্যমে পুনরায় ব্যবহার করা হয়।

(ঙ) স্ক্রাবার - এই যন্ত্রটি বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণের কাজে ব্যবহৃত হয়। এর দ্বারা বিভিন্ন কঠিন, তরল এবং গ্যাসীয় শিল্প বর্জ্য পরিশোধিত করে সেখান থেকে দূষিত পদার্থকে আলাদা করা হয়। স্ক্রাবার দুই ধরনের হয়। যথা – (i) শুষ্ক স্ক্রাবার, (ii) আর্দ্র স্ক্রাবার ।

প্রশ্ন-১৪ : বর্জ্যের পরিমাণগত হ্রাস কীভাবে করা যায়?

উত্তর : বর্জ্যের পরিমাণগত হ্রাস বলতে বোঝায় উৎপাদন, ভোগ ও ব্যবহারের বিভিন্ন পর্যায়ে এমন পদ্ধতি প্রয়োগ করা, যাতে বর্জ্যের মোট পরিমাণ কমে যায়। বর্জ্য ব্যবস্থাপনার তিনটি দিক রয়েছে, যথা – বর্জ্যের পরিমাণ হ্রাস (Reduce) , বর্জ্যের পুনর্ব্যবহার (Reuse) ও বর্জ্যের পুনর্নবীকরণ (Recycle)।

বর্জ্যের পরিমাণগত হ্রাস হল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রথম পদক্ষেপ। সাধারণত প্রাকৃতিক সম্পদ কম ব্যবহৃত হলে, উৎপাদনের পরিমাণ কম হলে বা ভোগের পরিমাণ কম হলে বর্জ্য পদার্থের উৎপাদনের পরিমাণ কম হবে। বর্জ্যের পরিমাণ হ্রাস করার জন্য কতকগুলি উপায় অবলম্বন করা প্রয়োজন, যেমন—

ক) পণ্যের উৎপাদন ও চাহিদাকে নিয়ন্ত্রণ করা।

খ) পরিবেশবান্ধব জিনিসপত্রের ব্যবহার বৃদ্ধি করা।

গ) একই দ্রব্য যাতে বারবার ব্যবহার করা যায় তার উপর গুরুত্ব দেওয়া।

ঘ) প্রযুক্তির উন্নতি ঘটিয়ে কলকারখানায় বর্জ্য পদার্থের নির্গমন হ্রাস করা।

ঙ) ব্যবহৃত জিনিস সরাসরি ফেলে না দিয়ে সেগুলি অন্য কাজে ব্যবহার করা।

চ) গৃহস্থালি, বিদ্যালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে যাতে বেশি বর্জ্য পদার্থ তৈরি না হয়, সেদিকে লক্ষ রাখা।

ছ) জনগণকে সচেতন করা।

প্রশ্ন-১৫ : জৈব ভঙ্গুর ও জৈব অভঙ্গুর বর্জ্যের মধ্যে পার্থক্য লেখো।

উত্তর : জৈব ভঙ্গুর ও জৈব অভঙ্গুরের

সংজ্ঞাগত পার্থক্য :

যেসব বর্জ্য পচে, ভেঙে আবার মাটিতে মিশে যায় তাকে জৈব ভঙ্গুর বর্জ্য বলে।

যেসব বর্জ্য পদার্থ প্রকৃতিতে পড়ে থাকে, মাটিতে মেশে না তাকে জৈব অভঙ্গুর বর্জ্য বলে।

প্রকৃতিগত পার্থক্য :

জৈব ভঙ্গুর ব্যাকটিরিয়া দ্বারা দ্রুত বিয়োজিত হয়।

জৈব অভঙ্গুর বিয়োজিত হয় না, হলেও অনেক সময় লাগে।

উৎসগত পার্থক্য :

জৈব ভঙ্গুর মূলত গৃহস্থালি বা কৃষিক্ষেত্রে থাকে।

জৈব অভঙ্গুর ধাতব ও অধাতব শিল্প বর্জ্যে থাকে ।

শ্রেণিগত পার্থক্য :

জৈব ভঙ্গুর বর্জ্য সাধারণভাবে একপ্রকারই হয়।

জৈব অভঙ্গুর বিভিন্ন ধরনের হয়, যথা : বিষাক্ত বর্জ্য, পুনঃচক্রী বর্জ্য, কঠিন বর্জ্য প্রভৃতি।

আলোচনায় অংশীদারি পুনর্গঠন

বৈশালী সরকার
অতিথি অধ্যাপক
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

উচ্চমাধ্যমিক হিসাবশাস্ত্র

অংশীদারি পুনর্গঠন

একটি অংশীদারি প্রতিষ্ঠানের পুনর্গঠন বলতে অংশীদারদের মধ্যে বিদ্যমান চুক্তির যে কোনও পরিবর্তনকে বোঝায়, যা পুরোনো অংশীদারি চুক্তির অবসান ঘটায় এবং একটি নতুন গঠনের দিকে পরিচালিত করে।

অংশীদারিত্ব পুনর্গঠনের কারণসমূহ—

ক) অংশীদারগণের মধ্যে মুনাফা বণ্টনের হার পরিবর্তন।

খ) নতুন অংশীদার গ্রহণ।

গ) অংশীদারের অবসরগ্রহণ।

ঘ) অংশীদারের মৃত্যু।

ঙ) অংশীদারের দেউলিয়া ঘোষিত হওয়া প্রভৃতি।

নতুন মুনাফা বণ্টনের অনুপাত :- অংশীদারগণ যে অনুপাতে ভবিষ্যতের মুনাফা বণ্টন করবে তাকেই নতুন মুনাফা বণ্টনের অনুপাত বলে।

ত্যাগানুপাত :- যে অনুপাতে কোনও অংশীদার তার মুনাফার অংশ ত্যাগ করে, তাকে ত্যাগানুপাত বলে।

সূত্র:- ত্যাগানুপাত= পুরোনো অনুপাত - নতুন অনুপাত।

লাভ-অর্জনের অনুপাত : যে অনুপাতে কোনও অংশীদার তার মুনাফার অংশে লাভ অর্জন করে। তাকে লাভ-অর্জনের অনুপাত বলে।

সূত্র: লাভ-অর্জনের অনুপাত নতুন অনুপাত - পুরোনো অনুপাত।

ত্যাগী অংশীদার : মুনাফা বণ্টনের হারে পরিবর্তনের ফলে অংশীদারি পুনর্গঠনের সময় যে অংশীদার তার মুনাফার অংশ ত্যাগ করে, তাকে ত্যাগী অংশীদার বলে।

ভোগী অংশীদার : মুনাফা বণ্টনের হারে পরিবর্তনের ফলে অংশীদারি পুনর্গঠনের সময় যে অংশীদার তার মুনাফার অংশ অতিরিক্ত ভোগ করে, তাকে ভোগী অংশীদার বলে।

রাম, রহিম, রবি এবং রানি একটি ফার্মের অংশীদার যারা ৪:৩:২:১ অনুপাতে লাভ ভাগ করে নেয়। ১ এপ্রিল, ২০২৪ থেকে, তারা ভবিষ্যতে লাভ ও ক্ষতি সমানভাবে ভাগ করতে সম্মত হয়। অনুপাতের পরিবর্তনের কারণে প্রতিটি অংশীদারের লাভ বা ত্যাগ গণনা করুন

সমাধান :

পুরোনো অংশ :

রাম = ৪/১০, রহিম = ৩/১০

রবি = ২/১০, রানি = ১/১০

নতুন অংশ :

রাম = ১/৪, রহিম = ১/৪

রবি = ১/৪, রানি =১/৪

পার্থক্য (পুরোনো অংশ - নতুন অংশ) :

রাম :

৪/১০-১/৪= (১৬-১০) /৪০

=৬/৪০ = ৩/২০ ত্যাগ

রহিম :

৩/১০-১/৪=(১২-১০)/৪০

=২/৪০ =১/২০ ত্যাগ

রবি :

২/১০-১/৪=(৪-১০) /৪০

=(-২) /৪০ =(-১) /২০ লাভ

রানি :

১/১০-১/৪ =(৪-১০) /৪০

=(-৬) /৪০ =(-৩) /২০ লাভ

ওপরের বিশ্লেষণ থেকে দেখা যাচ্ছে মুনাফা বণ্টনের হার পরিবর্তনের ফলে রাম ও রহিম আগের তুলনায় যথাক্রমে ৩/২০ অংশ ও ১/২০ অংশ ত্যাগ করছে এবং রবি ও রানি আগের তুলনায় যথাক্রমে ১/২০ অংশ ও ৩/২০ অংশ লাভ করছে।

সুনামের জন্য হিসাবনিকাশকরণ ব্যবস্থাদি :

হিসাবনিকাশ মান ২৬ (AS-26) (অস্পর্শনীয় সম্পত্তি সংক্রান্ত) :

হিসাবনিকাশের মান-২৬ অনুযায়ী সুনামকে হিসাবের বইয়ে তখনই লিপিবদ্ধ করা উচিত যখন কেবলমাত্র সুনামের জন্য অর্থ বা অর্থমূল্যে কোনও কিছু প্রদান করা হয়, অর্থাৎ যখন সুনাম ক্রয় করা হয়। তাই নতুন অংশীদার গ্রহণ বা অংশীদারের অবসরগ্রহণ/ মৃত্যু অথবা অংশীদারগণের মধ্যে মুনাফা বণ্টনের হার পরিবর্তনের সময় সুনামের প্রতিদানস্বরূপ অর্থ বা অর্থমূল্যে কিছু প্রদান করা না হলে সুনামকে প্রতিষ্ঠানের হিসাবের বইতে তোলা যাবে না।

যে কোনও প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সুনামের উৎস মূলত দুটি-

১) ক্রীত সুনাম : যখন একটি অংশীদারি প্রতিষ্ঠানকে অন্য কোনও প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণরূপে ক্রয় করে সেক্ষেত্রে বিক্রিত প্রতিষ্ঠানের নিট সম্পত্তির মূল্য অপেক্ষা অতিরিক্ত যে মূল্য প্রদান করা হয়, সেই অতিরিক্ত মূল্যকেই ক্রীত সুনাম বলে।

২) স্বয়ংসৃষ্ট সুনাম পুনর্মূল্যায়ন হিসাবখাত কখন প্রস্তুত করা হয়?

পুনর্মূল্যায়ন হিসাব খাত প্রস্তুত করা হয় অংশীদারিত্বের পুনর্গঠনের সময়, যেমন অংশীদার ভর্তি, অবসর বা মৃত্যু হলে, যাতে সম্পদ ও দায়-দেনার বর্তমান বাজার মূল্যগুলি প্রতিফলিত হয় এবং এই পরিবর্তনের ফলে হওয়া লাভ বা ক্ষতি নির্ধারণ করা যায় ও তা নতুন বা পুরোনো অংশীদারদের মধ্যে সঠিকভাবে বণ্টন করা যায়।

পুনর্মূল্যায়ন হিসাবখাত প্রস্তুতির কারণগুলো হল :

১. সম্পদ ও দায়বদ্ধতার বাজার মূল্য নির্ধারণ :

ব্যবসায়ে বিদ্যমান সম্পদ (যেমন, জমি, ভবন, যন্ত্রপাতি) এবং দায়বদ্ধতার (যেমন, পাওনাদার, ঋণ) পুরোনো মূল্য অনেক সময় বাজার মূল্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকে না।

২. অংশীদারিত্বের পুনর্গঠনের হিসাব : অংশীদারদের ভর্তি, অবসর বা মৃত্যুর মতো ঘটনা ঘটলে অংশীদারি ব্যবসার পুনর্গঠন হয়।

৩. লাভ বা ক্ষতির সঠিক বণ্টন : পুনর্মূল্যায়ন থেকে কোনও লাভ বা ক্ষতি হলে তা সেই সময়ের পুরাতন অংশীদারদের মধ্যে তাদের লাভ-লোকসান বণ্টন অনুপাতে বণ্টন করতে হয়।

৪. ব্যবসার বর্তমান আর্থিক অবস্থা বোঝা : পুনর্মূল্যায়ন হিসাব প্রস্তুতের ফলে ব্যবসাটির বর্তমান আর্থিক অবস্থার একটি বাস্তবসম্মত চিত্র পাওয়া যায়। এটি সাধারণত প্রতিষ্ঠানের অতীত বছরগুলির ক্রিয়াকর্মের ফলে অভ্যন্তরীণভাবে উদ্ভূত হয়।

যেসব প্রতিষ্ঠানে AS-26 (অস্পর্শনীয় সম্পত্তি সংক্রান্ত হিসাবরক্ষণ মান) অনুসরণ করা হয়। সেখানে এ জাতীয় সুনামকে লিপিবদ্ধ করা হয় না। সুতরাং অস্পর্শনীয় সম্পত্তি সংক্রান্ত AS-26 অনুযায়ী কেবলমাত্র 'ক্রীত সুনাম'-এর হিসাবনিকাশ হিসাবের বইতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে : 'স্বয়ংসৃষ্ট সুনাম' হিসাবের বইতে অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজন নেই।

ভাবতে শেখো
প্রকাশ করো

দেশ এবং সমাজের নানাবিধ সমস্যা তোমাকে যন্ত্রণা বা পীড়া দেয়? সমস্যার সমাধানে নতুন ভাবনা এলেও প্রকাশের উপযুক্ত মঞ্চ না থাকায় সেগুলি হারিয়ে যায়? তোমার প্রিয় গ্রাম বা শহরের পরিবেশ ও অন্যান্য সমস্যা তোমাকে দগ্ধ করছে? তোমাদের যুক্তিবাদী ও সৃজনশীল ভাবনা আমাদের লিখে পাঠাও। বিষয় আমরা জানাব। লেখা মনোনীত হলে প্রকাশিত হবে পড়াশোনা বিভাগে।

আজকের বিষয়
শব্দ দানবের তাণ্ডবে অতিষ্ঠ শিশু থেকে বৃদ্ধ! শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণে সচেতনতার প্রসারে তুমি কীভাবে চেষ্টা করতে চাও?

লেখা পাঠাও হোয়াটসঅ্যাপে, বাংলা টাইপ করে। ৮১১৬৪১৭৫৬৫ নম্বরে।
৫ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখের মধ্যে।
অনধিক ২৫০ শব্দের মধ্যে লিখবে।
সঙ্গে নাম, কলেজ/ইউনিভার্সিটির নাম, ঠিকানা অবশ্যই লিখবে এবং তোমার ফোটো পাঠাবে।

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

উত্তর ঔপনিবেশিক ভারত

মধুরূপা ব্যানার্জী
শিক্ষক, স্প্রিংডেল হাইস্কুল
কল্যাণী, নদিয়া

মাধ্যমিক ইতিহাস

১. দেশীয় রাজ্যগুলির ভারতভুক্তিতে কে সর্বাধিক সক্রিয় নীতি গ্রহণ করেন?

উঃ সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল।

২. 'স্বাধীনতার স্বাদ' গ্রন্থটি কে রচনা করেন?

উঃ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩. কাশ্মীরে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে নির্ধারিত সীমারেখার নাম কী?

উঃ লাইন অফ কন্ট্রোল (LOC) বা নিয়ন্ত্রণ রেখা।

৪. হায়দ্রাবাদ অভিযানে কে ভারতীয় বাহিনীর নেতৃত্ব দেন?

উঃ জেনারেল জেএন চৌধুরী।

৫. হায়দ্রাবাদের ভারতীয় সেনাবাহিনীর অভিযান কী নামে পরিচিত?

উঃ 'অপারেশন পোলো'।

৬. ভারতের কোন দুটি রাজ্যে উদ্বাস্তু সমস্যা সবচেয়ে তীব্র আকার ধারণ করে?

উঃ পশ্চিমবঙ্গ ও পাঞ্জাব।

৭. উদ্বাস্তু স্রোত বন্ধ করার উদ্দেশ্যে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে কোন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়?

উঃ নেহরু-লিয়াকত চুক্তি বা দিল্লি চুক্তি।

৮. স্বাধীন ভারতের প্রথম ভারতীয় গভর্নর জেনারেল কে ছিলেন?

উঃ চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী।

৯. রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন কবে গঠিত হয়?

উঃ ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে।

১০. ভারতের সর্ববৃহৎ দেশীয় রাজ্য কোনটি ছিল?

উঃ হায়দ্রাবাদ।

১১. কোন দেশীয় রাজ্য গণভোটের মাধ্যমে ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়?

উঃ জুনাগড়।

১২. স্বাধীনতা লাভের আগে ভারতীয় ভূখণ্ডে ক'টি দেশীয় রাজ্য ছিল?

উঃ ৫৬৫টি।

১৩. তেলেঙ্গানা বিদ্রোহ কোথায় সংঘটিত হয়?

উঃ হায়দ্রাবাদে।

১৪. সিকিমের প্রধান সরকারি ভাষা কী?

উঃ নেপালি।

১৫. উর্দু কোন রাজ্যের প্রধান সরকারি ভাষা

উঃ জম্মু ও কাশ্মীর।

১৬. কোন কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে ভারতে ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠিত হয়?

উঃ রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন।

১৭. 'সরকারি ভাষা আইন' কবে পাশ হয়?

উঃ ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে।

১৮. 'উদ্বাস্তু' গ্রন্থটি কে লিখেছেন?

উঃ পশ্চিমবঙ্গের প্রথম উদ্বাস্তু কমিশনার হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৯. ভারতের প্রথম ভাষাভিত্তিক রাজ্য কোনটি?

উঃ তেলুগু ভাষাভাষী মানুষকে নিয়ে গঠিত অন্ধ্রপ্রদেশ।

২০. 'ট্রেন টু পাকিস্তান' গ্রন্থটি কার লেখা?

উঃ খুশবন্ত সিং।

২১. ভারতের স্বাধীনতা আইন কবে পাশ হয়?

উঃ ১৯৪৭ সালের ১৮ই জুলাই।

২২. 'রাজাকর' দলটি কে নির্মাণ করেন?

উঃ কাসিম ঋজভি।

২৩. ভারত সরকার কোন রাজ্যে 'অপারেশন বিজয়' পরিচালনা করে?

উঃ গোয়া।

২৪. ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যাতায়াতের জন্য কবে পাসপোর্ট প্রথা চালু হয়?

উঃ ১৯৫২ সালের ১৫ই অক্টোবর।

২৫. UNO কোন তারিখটিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে ঘোষণা করেছে?

উঃ ২১শে ফেব্রুয়ারি।

২৬. ভারতের শেষ ভাইসরয় কে ছিলেন?

উঃ লর্ড মাউন্টব্যাটেন।

২৭. 'ভারতভুক্তি দলিল' বা 'ইনস্ট্রুমেন্ট অফ অ্যাকশন' কী?

উঃ ভারতের স্বাধীনতা লাভের পরবর্তীকালে বিভিন্ন দেশীয় রাজ্য যে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষরের মাধ্যমে ভারতে যোগদান করে।

২৮. দণ্ডকারণ্য ও আন্দামানে মূলত কোন উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন দেওয়া হয়?

উঃ মূলত পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিমবঙ্গে আগত দলিত হিন্দু উদ্বাস্তুদের।

২৯. পশ্চিমবঙ্গে আগত নিঃস্ব উদ্বাস্তুরা সর্বাধিক কোন রেলস্টেশনে আশ্রয় নিয়েছিল?

উঃ শিয়ালদহ রেলস্টেশন।

৩০. বর্তমানে ভারতীয় সংবিধান কর্তৃক স্বীকৃত সরকারি ভাষার সংখ্যা কত?

উঃ ২২টি।

৩১. কোন সময়কে 'পুনর্বাসনের যুগ' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়?

উঃ ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর প্রথম পাঁচ বছর ভারত সরকার যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেন। তাই ১৯৪৭ থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত সময়কালকে 'পুনর্বাসনের যুগ' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

৩২. অর্ধেক জীবন কার লেখা আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস?

উঃ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়।

৩৩. কোন ফরাসি উপনিবেশ গণভোটের মাধ্যমে ভারতের সঙ্গে যুক্ত হয়?

উঃ চন্দননগর।

৩৪. পশ্চিমবঙ্গে প্রতিষ্ঠিত দুটি উদ্বাস্তু শিবিরের নাম লেখো।

উঃ ধুবুলিয়ার উদ্বাস্তু শিবির এবং রানাঘাটের কুপার্স উদ্বাস্তু শিবির।

৩৫. রাজ্য পুনর্গঠন আইনের দ্বারা ১৯৫৬ সালের ১লা নভেম্বর ক'টি ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠিত হয়?

উঃ ১৪টি ভাষাভিত্তিক রাজ্য ও ৬টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল।

৩৬. রাজ্য পুনর্গঠন আইন কবে পাশ হয়?

উঃ ১৯৫৬ সালে।

৩৭. 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' 'ছেড়ে আসা গ্রাম' এবং 'সূর্য দীঘল-বাড়ি' এই গ্রন্থগুলির লেখক কারা?

উঃ যথাক্রমে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন বসু এবং আবু ইসহাক।

৩৮. সরকারি শিবিরে আশ্রয় গ্রহণকারী উদ্বাস্তুরা যে সরকারি সহায়তা পেত তা কী নামে পরিচিত?

উঃ ডোল (DOL)।

৩৯. সংবিধানে কবে কোন ভাষাকে সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়?

উঃ ১৯৫০ সালে হিন্দি ভাষাকে।

আমার শহর

ছোট্ট তারা

আলিপুরদুয়ার শহরের তিন বছরের রেহানশ মণ্ডল আবৃত্তি ও ব্যাডমিন্টন খেলতে ভালোবাসে। বড় হয়ে ডাক্তার হতে চায় সে।

পকেট বুঝে উপহার

‘ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা, যমের দুয়ারে পড়ল কাঁটা’...। এরপরই যে কথাটা অপর দিক থেকে আসে সেটা হল আমার উপহারটা...। এই নিয়ে কতই না খুনশুটি চলে ভাইবোনের মধ্যে। সামর্থ্য অনুযায়ী একে অপরকে তারা পছন্দের উপহারটা দিয়ে থাকে। কেউ জামাকাপড় দিয়ে থাকে। আবার কেউ চকোলেট, পারফিউম দিয়ে মন জয় করে। আর সেই সুবাদে ভাইফোঁটার আগের দিন জমে ওঠে শহরের বাজার। এবার ঠিক কী কী রয়েছে ভাইবোনদের পছন্দের তালিকায় সেবিষয়ে খোঁজ নিলেন সায়ন দে।

পারফিউম ও রিস্টওয়াচ

পারফিউম তো রোজই প্রয়োজন। তাই সেই কথা মাথায় রেখে ডিও কিংবা পারফিউমকে উপহার হিসেবে বেছে নিচ্ছেন অনেকে। এই যেমন শান্তিনগরের বাসিন্দা পিউ বিশ্বাস এসেছিলেন ভাইয়ের জন্য পারফিউম নিতে। তিনি বলেন, ‘ভাই আগে থেকেই বলে রেখেছিল এবার ভাইফোঁটার উপহার হিসেবে তাকে পারফিউম দিতে হবে। তাই ভাইয়ের পছন্দের পারফিউম নিলাম।’

অন্যদিকে, এদিন সুপার মার্কেটের বেশ কয়েকটি ঘড়ির দোকানেও ভিড় লক্ষ করা যায়। দোকানদার পরিমল বসু জানিয়েছেন, অনেকে দু’দিন থেকেই আসছেন ভাইফোঁটার কেনাকাটা করতে। বিভিন্ন ঘড়ি এনে স্টক করেছি। অফারও আছে।

জামাকাপড়

সব ক্ষেত্রেই উপহার হিসেবে প্রথম সারিতে থাকে জামাকাপড়। তাই এদিন জামাকাপড়ের দোকানগুলোতেও ভিড় লক্ষ করা যায়। মাড়োয়ারিপট্টির এক দোকানদার সন্তোষ বনসালি বলেন, ‘সামনেই যেহেতু শীত, তাই অনেকেই শীতের পোশাক দিচ্ছেন ভাইফোঁটার উপহার হিসেবে।’

এছাড়া, শাড়ির জনপ্রিয়তাও রয়েছে। প্রতিটি জিনিস ৫০০ থেকে ১৫০০ টাকার মধ্যে থাকায় ক্রেতাদের পকেটেও বেশি চাপ পড়ছে না।

সানগ্লাস

স্কুল ও কলেজে পড়া ভাইবোনদের কাছে বাজেট ফ্রেন্ডলি গিফট আইটেম সানগ্লাস। স্টাইলিশ যেমন তেমন দরকারিও। সেক্ষেত্রে ভাইফোঁটার জন্য কোনও কোনও দোকানে অফারও রয়েছে। দামও হাতের নাগালেই। ডিজাইন ও কোয়ালিটি অনুযায়ী ১৫০ টাকা থেকে হাজার টাকা পর্যন্ত রয়েছে।

পড়াশোনার সামগ্রী : খুদে ভাইবোনদের কাছে প্রথম আগ্রহের গিফট আইটেম পড়াশোনার সামগ্রী। আর্ট পেপার, ডায়েরি, পেন, কালার পেন্সিলের সেট সহ ইত্যাদি জিনিসগুলো তারা কিনছে। এদিন বাবুপাড়া থেকে চৌপথির এক দোকানে ভাইয়ের জন্য ড্রয়িং বুক ও কালার পেন্সিল কিনতে এসেছিল ষষ্ঠ শ্রেণির আরোহী সাহা। সে বলে, ‘ভাই ছোট। তাই ওর জন্য ভাইফোঁটার গিফট হিসেবে কালার পেন্সিল ও ড্রয়িং বুক নিলাম। ওর আর্টের প্রতি ঝোঁক রয়েছে সেজন্য কেনা।’

রিলসের সামগ্রী

এখন প্রত্যেকেই রিলস বানাতে পছন্দ করেন। সেঅনেকেই আছেন যাঁরা ব্লগিং করেন। তাঁদের সেই ডিজিটাল অ্যাকসেসরিজের চাহিদাও কিন্তু ভাইফোঁটার বাজারে রয়েছে। সেলফি স্টিক থেকে রিং লাইট, হেডফোন থেকে ব্লুটুথ মাইক সবেরই কমবেশি ডিমান্ড আছে। এই যেমন সুপ্রিয় বসাকের সঙ্গে কথা হল। তিনি তো অনলাইনে বোনের জন্য অর্ডার দিয়ে রেখেছেন রিং লাইট। তাঁর কথায়, ‘বোনকে খুশি করতে কালীপুজোর আগেই অনলাইনে একটা রিং লাইট অর্ডার দিয়েছি।’

শোপিস

প্রত্যেকেই চান নিজেদের ঘরকে সুন্দর করে সাজিয়ে তুলতে। সেক্ষেত্রে শোপিসের ভূমিকা অপরিসীম। তাই উপহার হিসেবে যদি তা পাওয়া যায় তবে মন্দ হয় না ! এদিন মহাকালধাম এলাকায় কয়েকজন কলেজ পড়ুয়া এক শোপিসের দোকানে কিনতে এসেছিলেন ভাইফোঁটার উপহার। তাঁদের মধ্যে একজন তরুণ বিক্রম দাস বলেন, ‘প্রতিবারই বোনকে নিত্যনতুন উপহার দেওয়ার চেষ্টা করি। তবে গত বছর যেহেতু জামা দিয়েছিলাম তাই এবার অন্য কিছু দিতে চাই।’

ব্যাগ ও চকোলেট

সকলের ক্ষেত্রেই ব্যাগ খুব প্রয়োজনীয়। সে চাকরিরত দাদা-দিদি হোক কিংবা স্কুল-কলেজে পড়া ভাইবোন। মেয়েদের জন্য বাজারে আছে বিভিন্ন ধরনের নিত্যনতুন ডিজাইনার ব্যাগ। স্লিং ব্যাগ, সাইড ব্যাগ, ল্যাপটপ ক্যারিয়ার ব্যাগ ইত্যাদি। এছাড়াও হ্যান্ডব্যাগ ও ছেলেদের মানি ব্যাগ আছে সেখানে। অপরদিকে, ভাইদের জন্য আছে স্কুল ব্যাগ। ১০০ টাকা থেকে শুরু করে ১০০০ টাকারও ব্যাগ রয়েছে।

আর যাঁরা ভেবে উঠতে পারেন না ভাই বা বোনেদের উপহার কী দেবেন। তাঁদের কাছে সেফ অপশন চকোলেট। কেউ বড় চকোলেট নিচ্ছেন তো কেউ আবার বিভিন্ন সেলিব্রেশন কম্বো চকোলেট প্যাক নিচ্ছেন। সেক্ষেত্রেও কম্বোর দাম ৫০-১০০’এর পাশাপাশি সর্বোচ্চ ৫০০ টাকার মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে।

ঘরোয়া ঝামেলা ছেড়ে রেস্তোরাঁয়

দামিনী সাহা

আলিপুরদুয়ার, ২২ অক্টোবর : ভাইফোঁটার সকাল মানে শুধুই ব্যস্ততা। একদিকে ভাইদের ফোঁটার জন্য নানা প্রস্তুতি। অন্যদিকে, খাওয়াদাওয়ার আয়োজন। ভাপা ইলিশ, মাটন কষা আর চিংড়ির মালাইকারির গন্ধে ভরে ওঠে গোটা বাড়ি। তবে সেসব খাবার প্লেট অবধি পৌঁছানোর জন্য রান্নাঘরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। তবে এখন কর্মব্যস্ত জীবনে উৎসবের রন্ধনযজ্ঞে এসেছে নতুন মোড়। অনেকেই ‘হোম ডেলিভারি’ বা ‘রেস্তোরাঁয় ভোজন’-এর আরামদায়ক পথ বেছে নিয়েছেন। শহরের বাসিন্দা রুমা বসুর কথায়, ‘আমি এবার রান্না করব না। একজনের কাছ থেকে বাড়ির সকলের জন্য ভাইফোঁটা স্পেশাল থালি অর্ডার করেছি। বাড়িতে ভাইদের নিয়ে খাওয়াটা অন্যরকম আনন্দ দেয়।’

সেইমতো অনেকেই আগে থেকে নিজেদের পছন্দমতো মেনু অর্ডার করে দিয়েছেন। এই যেমন দেবীনগর এলাকার পিয়ালি দেবনাথ স্থানীয়ভাবে হোম ডেলিভারির ব্যবসা চালান। তিনি বলেন, ‘কালীপুজোর দিন থেকেই অর্ডার আসা শুরু হয়ে গিয়েছে। এ বছর প্রায় একশো থালির অর্ডার পাচ্ছি। ইতিমধ্যেই আশিটা থালি বুক হয়েছে।’

পিয়ালির হাতে তৈরি ভাইফোঁটা স্পেশাল থালিতে রয়েছে ভাত, মশুর ডাল, ভাজা, ছোট মাছের চচ্চড়ি, কাতল কালিয়া সঙ্গে ভাপা ইলিশ বা মাটন কষা। মিষ্টির আসরে থাকছে রসমালাই। দাম আড়াইশো থেকে ৬০০ টাকার মধ্যে। তিনি হাসতে হাসতে বলেন, ‘ভাইফোঁটায় বোনেরা যেন ঝামেলামুক্তভাবে ভালোবেসে খাওয়াতে পারেন, সেই লক্ষ্যেই আমরা কাজ করছি।’

শহরের জংশন এলাকায় হোম কুক উত্তরা পাল চক্রবর্তীও ব্যস্ত এখন ভাইফোঁটার প্রস্তুতিতে। তাঁর কাছে ইতিমধ্যে ৩০টিরও বেশি অর্ডার এসেছে। উত্তরার কথায়, ‘প্রত্যেক থালিই আমি নিজের হাতে বানাই, যাতে ঘরোয়া স্বাদটা বজায় থাকে।’ তাঁর ভাইফোঁটা স্পেশাল থালি-তে রয়েছে মাছ ভাজা, ভাত, ভেজ ডাল, পাঁচরকম ভাজা, চিংড়ির মালাইকারি, সর্ষে ইলিশ, মাটন কষা, রসগোল্লা, চাটনি ও ক্ষীরদই। দাম ৫৯৯ টাকা। আরেকটু বিলাসিতার খোঁজে থাকলে ‘গন্ধরাজ ঘোল’ ও ‘কাজুলি মাছ পকোড়া’ সহ ৭৯৯ টাকার প্রিমিয়াম থালিও জনপ্রিয়। উত্তরা বলেন, ‘আমাদের ক্ষীরদইটা খুব স্পেশাল। একদম নিজের হাতে বানানো। অনেকেই শুধু এই দইয়ের জন্যই আগেভাগে বুকিং করেন।’

আগেই অর্ডার

- কর্মব্যস্ত জীবনে উৎসবের রন্ধনযজ্ঞে এসেছে নতুন মোড়
- অনেকেই ‘হোম ডেলিভারি’ বা ‘রেস্তোরাঁয় ভোজন’-এর আরামদায়ক পথ বেছে নিয়েছেন
- সেইমতো অনেকেই আগে থেকে নিজেদের পছন্দমতো মেনু অর্ডার করে দিয়েছেন
- কিছু রেস্তোরাঁয় আবার একসঙ্গে ৩০-৩৫ জনের টেবিল বুক হয়েছে

রেস্তোরাঁও পিছিয়ে নেই উৎসবের আয়োজন থেকে। শহরের থানা মোড় এলাকার একটি হোটেলের কর্ণধার মানসী বীর বলেন, ‘আমরা ভাইফোঁটার জন্য আলাদা স্পেশাল থালি তৈরি করছি। থাকছে বাসন্তী পোলাও, ডাব চিংড়ি, হান্ডি মাটন, ইলিশ পাতুরি, মালাই চিংড়ি। সঙ্গে চাটনি ও মিষ্টিও।’ শুধু আলিপুরদুয়ার নয়, অসমের শ্রীরামপুর থেকেও অর্ডার এসেছে সেই হোটেলে।

শহরের পার্ক রোডের এক জনপ্রিয় রেস্তোরাঁয় আবার একসঙ্গে ৩০-৩৫ জনের টেবিল বুক হয়েছে।

মধ্যপাড়া এলাকার সৌরভ দে বলেন, ‘পুরো পরিবার নিয়ে রেস্তোরাঁয় খেতে যাব। সেইমতো টেবিল বুক করে নিয়েছি।’

উদ্ধার পরিযায়ী পাখি

ফালাকাটা, ২২ অক্টোবর : একটি ‘গ্রেট ব্ল্যাক হেডেড গাল’ প্রজাতির পরিযায়ী পাখি উদ্ধার করে সোজা থানায় জমা দিলেন ফালাকাটা শহরের বাসিন্দা রাজনারায়ণ বসু। পরে পরিবেশপ্রেমী সংগঠনের সদস্যদের মাধ্যমে ওই পাখি জলদাপাড়া বন দপ্তরের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

পরিবেশপ্রেমী সংগঠন বন ফাউন্ডেশনের সদস্য রাহুল সাহা বলেন, ‘এই পাখিটি ‘গ্রেট ব্ল্যাক হেডেড গাল’ বা ‘প্যালাস গাল’ নামে পরিচিত। দক্ষিণ রাশিয়া থেকে মঙ্গোলিয়া পর্যন্ত এদের বাসস্থান। এই সময় প্রজননের জন্য এই পাখিগুলি ভারতে আসে। সেই হিসেবে এই পাখিটি ভারতের পরিযায়ী পাখি। আমরা পাখিটি থানা থেকে নিয়ে জলদাপাড়া বন দপ্তরের হাতে তুলে দিই।’

ফালাকাটা বাবুপাড়ার বাসিন্দা রাজনারায়ণ বসু মঙ্গলবার রাতে ট্রাফিক মোড় এলাকায় একটি চায়ের দোকানে বসে চা খাচ্ছিলেন। হঠাৎ তাঁর পায়ের সামনে পাখিটি এসে পড়ে। পাখিটি উড়তেও পারছিল না। রাজনারায়ণের কথায়, ‘হঠাৎ পায়ের সামনে এত বড় পাখি দেখে চমকে যাই। মনে হয়েছিল পাখি বাইরের। তাই দেরি না করে দ্রুত তাকে থানায় গিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দিই।’

এদিকে, পাখির খবর পেয়ে পরিবেশপ্রেমী সংগঠন বন ফাউন্ডেশনের সদস্যরা থানায় গিয়ে রীতিমতো মুচলেকা দিয়ে পাখিটি থানা থেকে নিয়ে গিয়ে পরে জলদাপাড়া বন দপ্তরের হাতে তুলে দেন।

কম্বল, মিষ্টি বিলি

আলিপুরদুয়ার, ২২ অক্টোবর : এই নিয়ে দ্বিতীয় বর্ষে শ্যামাপুজো করল নিউটাউন ক্লাব। পুজো উপলক্ষ্যে এদিন সন্ধ্যায় পুরসভার সাফাইকর্মী সহ কয়েকজন দুঃস্থকে কম্বল, মিষ্টি দেওয়া হয়। ফুল ও উত্তরীয় পরিয়ে সম্মান জানানো হয়। ওই ক্লাবের সদস্য সঞ্চয় ঘোষ বলেন, ‘শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা আমাদের পরিষেবা দিতে সাফাইকর্মীরা কাজ করে থাকেন। তাঁদেরকে সেইভাবে সম্মান জানানো হয় না কখনও। তাই আমরা এই উদ্যোগ নিলাম।’

জরুরি তথ্য

মজুত রক্ত

বুধবার বিকেল ৫টা অবধি

আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল (পিআরবিসি)

এ পজিটিভ	৮
বি পজিটিভ	৩
ও পজিটিভ	৬
এবি পজিটিভ	০
এ নেগেটিভ	০
বি নেগেটিভ	০
ও নেগেটিভ	০
এবি নেগেটিভ	০

ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল

এ পজিটিভ	১
বি পজিটিভ	২
ও পজিটিভ	২
এবি পজিটিভ	০
এ নেগেটিভ	১
বি নেগেটিভ	০
ও নেগেটিভ	০
এবি নেগেটিভ	১

বীরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতাল

এ পজিটিভ	০
বি পজিটিভ	০
ও পজিটিভ	০
এবি পজিটিভ	০
এ নেগেটিভ	০

মিউজিক ভিডিও

আলিপুরদুয়ার, ২২ অক্টোবর : আলিপুরদুয়ারের একটি সংস্থার উদ্যোগে বুধবার কালীপুজো ও দীপাবলি উপলক্ষ্যে একটি মিউজিক ভিডিও প্রকাশিত হল। দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে কালীপুজোয় ‘আলোকদাত্রী’ নামে এই মিউজিক ভিডিও প্রকাশিত হয়। এই ভিডিওয় মানব হৃদয়ে অন্ধকার থেকে আলোর উত্তরণের চিত্র যেমন ফুটে উঠেছে, তেমনি সাধকের হৃদয়ের আকুল আবেদনের চিত্রও তুলে ধরা হয়েছে। সব মিলিয়ে মোট ১০ মিনিটের এই ভিডিওটি ইউটিউবে প্রকাশিত হয়েছে। নির্দেশনায় অভিষেক দে সরকার ও আবরণ ভট্টাচার্য। সেই সঙ্গে সাধক ভৈরবানন্দের চরিত্রে উৎসেন্দু তালুকদার ও মা কালীর চরিত্রে অন্বেষা দাস মন কেড়েছে অনেকেরই।

কালীপুজোয় বাল্যসেবা

আলিপুরদুয়ার, ২২ অক্টোবর : বুধবার আলিপুরদুয়ার জংশন এলাকার শান্তিদূত কুয়ারপার ক্লাবের উদ্যোগে এবং তাদের কালীপুজোকে কেন্দ্র করে প্রতিবছরের মতো এবছরও বাল্যসেবা করা হল।

এই অনুষ্ঠানে প্রায় দেড়শোজন শিশুকে মধ্যাহ্নভোজন করানো হয়। এ বিষয়ে ক্লাবের সভাপতি সুজয় দেব রায় বলেন, ‘প্রতিবছরই কালীপুজো উপলক্ষ্যে আমরা বাল্যসেবা করে থাকি। পাশাপাশি আমাদের পুজো উপলক্ষ্যে প্রতিদিনই কোনও না কোনও অনুষ্ঠান থাকে। অন্যদিকে, বৃহস্পতিবার ক্লাবের উদ্যোগে সন্ধ্যায় গণভাইফোঁটার আয়োজন করা হয়েছে।

হাটখোলা মার্কেট কমপ্লেক্সের সামনে আবর্জনা।

আবর্জনায় অতিষ্ঠ

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ২২ অক্টোবর : ফালাকাটা হাটখোলা মার্কেট কমপ্লেক্সে ঢোকার মুখে স্তূপাকার আবর্জনা। একেবারে মূল ফটকের মুখে আবর্জনার পাহাড় জমেছে। ফলে বিপাকে পড়ছেন বাজার করতে আসা ক্রেতা-বিক্রেতারা। ব্যবসায়ীরা প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ। আবর্জনার স্তূপ থেকে এলাকায় দূষণ ছড়াচ্ছে।

উদ্বোধনের পর বছর ঘুরতে চলল। তবে এখনও সেভাবে চালু হয়নি কমপ্লেক্সটি। তার মধ্যে আবর্জনা নিয়ে নাগরিকদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ দেখা দিয়েছে।

ফালাকাটা হাটখোলা ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক অমিত পাল বলেন, ‘মার্কেট কমপ্লেক্সে প্রবেশপথের সামনে আবর্জনা জড়ো হচ্ছে। এখন আবার কমপ্লেক্সের চারপাশেও আবর্জনা ফেলা হচ্ছে। এই আবর্জনা পরিষ্কার করার কথা ইজারাদারদের। কিন্তু তাঁরা হাটের কোনওরকম দেখভাল করেন না। আমরা পুজোর ছুটির পর জেলা পরিষদ খুললেই সেখানে বিষয়টি জানাব।’

পুরসভার চেয়ারম্যান প্রদীপ মুহুরি বলেন, ‘মার্কেট কমপ্লেক্সের আবর্জনা পরিষ্কারের বিষয়টি হাট ব্যবসায়ী এবং ইজারাদারদের দেখার কথা। তবে দ্রুত আমাদের কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্প চালু হবে। আমাদের দায়িত্ব দিলে আমরা বিষয়টি দেখব।’

খোদ হাটখোলার ভুক্তভোগী ব্যবসায়ীদের থেকে জানা গিয়েছে, মার্কেট কমপ্লেক্সে ঢোকার ডান দিকে একেবারে স্তূপীকৃত আবর্জনা ফেলা হচ্ছে। পচা খাবার, পচা সবজি, নানা ধরনের নোংরা জিনিসপত্র গেটের সামনে জড়ো করা হচ্ছে। ওই আবর্জনা থেকে দুর্গন্ধ বেরোতে শুরু করেছে। বেড়েছে মাছিমশার উপদ্রব। দিন-দিন আবর্জনার পরিমাণ বেড়ে চলছে। আবর্জনায় ঘুরে বেড়াচ্ছে গোরু, ছাগল, ভেড়া, কুকুর। ফলে গোটা বাজার চত্বরেই আবর্জনা ছড়িয়ে পড়ছে। ক্রেতা থেকে বিক্রেতাদের নাকে রুমাল চাপা দিয়ে ভেতরে ঢুকতে হয়।

হাটখোলার ব্যবসায়ী রাজেন সাহা বলেন, ‘যেভাবে গেটের সামনে আবর্জনা জড়ো হচ্ছে তাতে একদিন পুরো গেটটাই বন্ধ হয়ে যাবে। ইতিমধ্যে আবর্জনার জন্য ভেতরে খদ্দের কম আসছে। বিষয়টি নিয়ে ইজারাদারদের দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।’ আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের সভাধিপতি স্নিগ্ধা শৈব্য বলেন, ‘এমন হওয়ার কথা নয়। আমরা খোঁজ নিয়ে, ইজারাদারদের সঙ্গে কথা বলছি।’

রসমালাইয়ে মিষ্টিমুখ

পিকাই দেবনাথ

কামাখ্যাগুড়ি, ২২ অক্টোবর : ভাইফোঁটা বলে কথা, মিষ্টিমুখ না করলে কি হয়? সেই কথা মাথায় রেখে কোনও দোকানে রসগোল্লা তো কোনও দোকানে রসমালাই, মালাইচপ, চমচম, কাজু বরফি, কমলাভোগ, কালাকাঁদ। এমনই বাহারি মিষ্টির সম্ভারে ভরে উঠেছে কামাখ্যাগুড়ির মিষ্টির দোকানের শোকেসগুলো। আর ভাইফোঁটা উপলক্ষ্যে নিজেদের পছন্দমতো মিষ্টি কিনতে বুধবার থেকেই ভিড় করেছেন ক্রেতারাও। তবে রসমালাইয়ের চাহিদা সবচেয়ে বেশি। এছাড়া, ভাইফোঁটা স্পেশাল নানা মিষ্টি সাজিয়ে ক্রেতা টানছেন ব্যবসায়ীরা। এবার বিজয়ার মিষ্টির বাজারেও ব্যবসা ভালো হয়েছে বলে দাবি করেছেন ব্যবসায়ীরা। তাই ভাইফোঁটার বাজারে বেচাকেনায় আরও বাড়তি জোর দিয়েছেন তাঁরা। কারিগরদের তুমুল ব্যস্ততা এবং ব্যবসায়ীদের ছোটাছুটি, জানান দিচ্ছে মিষ্টির চাহিদার।

কামাখ্যাগুড়ি বাজারের এক প্রসিদ্ধ মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী নিমাই পাল বলেন, ‘ভাইফোঁটার বাজার একদিন আগে থেকেই জমছে বিগত কয়েক বছর থেকে। এ বছরেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। বরাবরই দোকানে রসমালাই ও কালাকাঁদের চাহিদা তুঙ্গে। বুধবারও দোকানে ওই একই দৃশ্য চোখে পড়ল। ক্রেতারা লাইন দিয়ে কালাকাঁদ, রসমালাইয়ের অর্ডার দিচ্ছেন। এছাড়া দোকানে আরও বিভিন্ন মিষ্টি আছে।’

বাহারি মিষ্টিতে ভর্তি দোকানের শোকেস।

তবে অন্যান্য মিষ্টির তুলনায় রসমালাই কেনার ওপর আলাদাভাবে জোর দিয়েছেন, কারণ ভাইফোঁটার দিন সকালের পর বাজারে রসমালাই আর পাওয়া যায় না। একইরকমভাবে বাজারে রসগোল্লা থেকে শুরু করে বিভিন্ন শুকনো মিষ্টির চাহিদাও তুঙ্গে। অনেকেই আবার বৃহস্পতিবার বাজারে ভিড় বাড়বে বলে সেই ভয়ে আগাম বাজারে এসে মিষ্টি কিনে নিয়ে যাচ্ছেন। এদিন এক দোকানে মিষ্টি কিনছিলেন পার্বতী দাস। তাঁর কথায়, ‘আগামীকাল ভাইফোঁটা। বাজারে অনেকটাই ভিড় বাড়বে তাই আগেভাগেই ভাইয়ের জন্য মিষ্টি কিনে নিয়ে যাচ্ছি। তাহলে কালকে বাজার করার কোনও তাড়া থাকবে না। সকালেই ভাইকে ফোঁটা দিয়ে ফেলতে পারব।’

কামাখ্যাগুড়ি বাজারের আরেক মিষ্টি ব্যবসায়ী পরিমল ঘোষের কথায়, ‘বুধবারেই বাজারে উৎসবের আমেজ দেখে বোঝা যাচ্ছে যে, বৃহস্পতিবার দোকানে ভিড় আরও বাড়বে। সব ধরনের মিষ্টি পর্যাপ্ত পরিমাণে দোকানে ক্রেতাদের কথা মাথায় রেখে বানানো রয়েছে।’

বৃষ্টি হলেই বীরপাড়ায় রাস্তা যেন ডোবা

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ২২ অক্টোবর : এমনিতে বর্ষাকালে লেভেল ক্রসিংয়ের কাছে বীরপাড়া-লঙ্কাপাড়া রোড এবং স্টেশন রোডে যাতায়াতে ভোগান্তি প্রতিবছরের কাহিনী। তার ওপর এবার অক্টোবরেও বৃষ্টি যেন সেই দুর্ভোগ আরও বাড়িয়েছে। দুর্গাপুজোর সময় রাস্তার গর্তে জল জমেছিল। ফলে বিভিন্ন পুজোমণ্ডপে যেতে সমস্যায় পড়েছিলেন দর্শনার্থীরা। আর এখন ধুলোয় জেরবার পথচারীরা। লেভেল ক্রসিংয়ের কাছে দলগাঁও রেলস্টেশন এবং ভানুনগরে যাওয়ার রাস্তা দুটির সংযোগস্থলটি ৭-৮ বছর ধরে বেহাল। ওই জায়গায় জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের পাইপ ফাটা বছরের পর বছর বলে অভিযোগ। ফলে শুখা মরশুমেও ওই জায়গায় জল জমে থাকে। সেখানেই দোকান বংশরাজ প্রধানের। তিনি বলছেন, ‘এই রাস্তায় গাড়ি চলাচলের সময় জল ছিটে দোকানে আসে। রাস্তাটি রেলমন্ত্রকের জমিতে। অথচ তারা রাস্তা মেরামতে নজর দিচ্ছে না।’

রাস্তা মেরামত তো দূরের কথা, রাস্তায় জমা জল বের করারও ব্যবস্থা করা হয়নি, বলছেন আরেক দোকানদার হরিনন্দন ঠাকুর।

২০১৮ সালে বীরপাড়া চৌপথি থেকে লঙ্কাপাড়া পর্যন্ত ১৮ কিমি রাস্তাটি ১৩৬ কোটি টাকায় পুনর্নির্মাণ করা হয়। রাস্তাটি এখনও চকচকে। তবে বীরপাড়া শহরে ওই রাস্তায় বেশ কয়েকটি জায়গায় গর্ত তৈরি হয়েছে। বীরপাড়া চৌপথিতে বীরপাড়া-লঙ্কাপাড়া রোড এবং ৪৮ নম্বর এশিয়ান হাইওয়ের সংযোগস্থলে বছর তিনেক আগে গর্ত তৈরি হয়। মাঝে মাঝে পঞ্চায়েতের তরফে গর্তে বালি-বজরি ফেলা হয়। তবে স্থায়ীভাবে মেরামত করা হয়নি। সবচেয়ে বড় সমস্যা হল লেভেল ক্রসিংয়ের উত্তরমুখে বড় একটি গর্ত। মাঝেমাঝে ওই গর্তে টোটো উলটে যাচ্ছে। বৃষ্টি হলে সেই সমস্যা আরও বাড়ে। মোটরবাইক, টোটোচালকদের যাতায়াতে অসুবিধা হয়। তার ওপর বীরপাড়া শহরে বেহাল নিকাশি ব্যবস্থা। ফলে জল সহজে বেরোতেও চায় না। সামান্য বৃষ্টিতেই বীরপাড়ার বিভিন্ন এলাকায় জল দাঁড়িয়ে যায়। এ ব্যাপারে আলিপুরদুয়ারের পূর্ত দপ্তরের নির্বাহী বাস্তুকার প্রদীপ হালদারকে ফোন করা হলে তিনি ফোন না তোলায় প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

বীরপাড়া-লঙ্কাপাড়া রোডে গর্তে জল জমে। -ফাইল চিত্র

স্টেশন রোডের বেহাল অংশটি পুজোর আগেই মেরামতের কথা ছিল বলে জানিয়েছেন দলগাঁওয়ের স্টেশন সুপার রাকেশ কুমার। তাঁর কথায়, ‘রাস্তাটির ওই অংশটি রাতে মেরামতের কাজ করার পরিকল্পনা রয়েছে। পুজোর আগে শ্রমিক না মেলায় কাজ করা যায়নি। পুজোর পর থেকে প্রায় প্রতিদিনই বৃষ্টি হয়েছে। শীঘ্রই রাস্তাটি মেরামত করা হবে।’

প্রসঙ্গ যখন লাঠিচার্জ

মাথায় ফেট্টি, গায়ে স্যান্ডো গেঞ্জি আর হাফপ্যান্ট। এমনই অবতারে প্রতিবেশীদের ওপর লাঠিচার্জের অভিযোগ উঠেছে খোদ কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে। বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই জলঘোলা চলছে সব মহলে। যদিও এসপি অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। গোটা ঘটনায় সোশ্যাল মিডিয়া কার্যত দুই ভাগ। কেউ পুলিশ সুপারকে সমর্থন করছেন, আবার কেউ তাঁকে তুলোধোনা করতে ছাড়ছেন না। কিন্তু কোন ক্ষেত্রে, কী পরিস্থিতিতে লাঠিচার্জ করতে পারে পুলিশ? স্পষ্ট করলেন আইনজীবীরা।

পুলিশের ওপর আক্রমণ বা আক্রমণের চেষ্টা করা হলে সেক্ষেত্রে পুলিশ লাঠিচার্জ করতে পারে। সেক্ষেত্রে ইউনিফর্ম থাকা প্রয়োজন। স্যান্ডো গেঞ্জি, হাফপ্যান্ট পরে লাঠিচার্জ করা যায় না।

রাজু রায় আইনজীবী

লাঠিচার্জ হতে পারে এরকম সম্ভাবনা থাকলে আগে থেকে বিষয়টি ম্যাজিস্ট্রেটকে জানাতে হয়। অথবা যদি দেখা যায় কেউ পুলিশের ওপর আক্রমণ করছে বা পুলিশের কাজে বাধা দিচ্ছে তাহলে পুলিশ লাঠিচার্জ করতে পারে।

শিবেন্দ্রনাথ রায় আইনজীবী

লাঠিচার্জ করার মতো পরিস্থিতি তৈরি হলে পুলিশের তরফে আগে থেকে সতর্ক করতে হবে ও লাঠিচার্জের ঘোষণা করতে হবে। কোনও অবস্থাতেই শিশুদের ওপর লাঠিচার্জ করা যায় না।

আনন্দজ্যোতি মজুমদার
আইনজীবী

আইন বলছে

- কোনও কারণে পুলিশের ওপর আক্রমণ করা হলে বা আক্রমণের চেষ্টা করা হলে পুলিশ লাঠিচার্জ করতে পারে।
- কোথাও রেইড করতে গিয়ে লাঠিচার্জ করলে পুলিশ ইউনিফর্মের পাশাপাশি নেমপ্লেট থাকা বাঞ্ছনীয়।
- মহিলাদের ওপর ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে মহিলা পুলিশ থাকতে হবে।

শিশুদের ওপর কোনও অবস্থাতেই লাঠিচার্জ করা যায় না।

- রেইডে যেতে হলে আগে থেকে থানার জিডি বুকে তা নথিভুক্ত করতে হয় এবং ফিরে এসেও পুনরায় নথিভুক্ত করার নিয়ম রয়েছে।
- কোনও অভিযানে লাঠিচার্জ হতে পারে এরকম সম্ভাবনা থাকলে আগে থেকে ম্যাজিস্ট্রেটকে তা জানাতে হয়।
- লাঠিচার্জ শুরু করার আগে তা ঘোষণা করতে হয়।

ঝাড়ফুঁকে প্রাণ গেল শিশুকন্যার

সৌরভ রায়

কুশমণ্ডি, ২২ অক্টোবর : কুসংস্কারে প্রাণ গেল পাঁচ বছরের শিশুর। অন্ধবিশ্বাস থেকে সমাজ যে এখনও আলোর পথ দেখতে পারেনি, তা নতুন করে সামনে নিয়ে এল কুশমণ্ডির একটি ঘটনা। চিকিৎসাবিজ্ঞানে আস্থা না রেখে একটি পরিবার ঝাড়ফুঁকে বিশ্বাসী হওয়ায় অকালে প্রাণ গেল পাঁচ বছরের একটি মেয়ের। স্বাভাবিকভাবেই কুশমণ্ডির দেউল পঞ্চায়েত এলাকার সুবর্ণপুরের পরিবারটি কান্নায় ভেঙে পড়েছে। উৎসবেও শোকের আবহ গ্রামে। ভাইফোঁটার ২৪ ঘণ্টা আগে একটি শিশুকন্যার মৃত্যু, মেনে নিতে পারছেন না কেউই।

আবহাওয়ার পরিবর্তন এবং নানান কারণে এখন অনেক শিশুই জ্বরে আক্রান্ত হচ্ছে। সঙ্গে দেখা দিচ্ছে পেটের রোগ। ছয়দিন আগে জ্বরে আক্রান্ত হয়েছিল সুবর্ণপুরের পাঁচ বছরের তৃষা মাহাতো। কিন্তু চিকিৎসকের কাছে না গিয়ে মেয়েকে নিয়ে এক ওঝার কাছে গিয়েছিলেন পেশায় টোটোচালক কমল মাহাতো। ওঝার তুকতাকে নাকি কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠেছিল তৃষা। কিন্তু মঙ্গলবার ফের অসুস্থ হয়ে পড়ে মেয়েটি। বুধবার সকালে কথা বলার শক্তি হারিয়ে ফেলে শিশুটি। এরপরেই চিকিৎসকের কাছে মেয়েকে নিয়ে ছুটে যায় পরিবারটি। জানা গিয়েছে, তৃষার শারীরিক অবস্থা দেখে ওঝা হাত তুলে দেন। অসহায়ের মতো মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে লড়তে শিশুটি এদিন সকালে বাড়িতে অচৈতন্য হয়ে পড়ে। একপরেই পরিবারটি তৃষাকে নিয়ে ছুটে যায় কুশমণ্ডি হাসপাতালে। কিন্তু চিকিৎসায় আর সাড়া দেয়নি পাঁচ বছরের শিশুটি। ছোট্ট মেয়ের অকালমৃত্যুতে ভেঙে পড়েন বাবা, মা ও পরিবারের সদস্যরা। কথা বলার শক্তি পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেন মেয়েটির বাবা কমল ও তাঁর স্ত্রী।

সমাজ ও সংস্কৃতি গবেষক দিলীপ মাহাতো আক্ষেপের সঙ্গে বলেন, ‘আমরা এখনও পিছিয়ে আছি, এই ঘটনা তারই প্রমাণ। অসুস্থ হলে ওঝা, গুনিনের পরিবর্তে হাসপাতালে চিকিৎসা করান, বারবার বলবার পরেও এমন দুর্ঘটনার কথা শুনতে হওয়া দুঃখের।’ পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চের কুশমণ্ডি জোনের সম্পাদক আশিস দাস উদ্বেগ প্রকাশ করে বলছেন, ‘কুসংস্কার এবং অশিক্ষা এখনও আমাদের সমাজের গভীরে বাসা বেঁধে আছে। ওই ছোট্ট শিশুটির মৃত্যু যা আমাদের আবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল।’ কুসংস্কার দূর করতে আগামীতে কর্মসূচি নেওয়া হবে বলে তিনি জানান। কুশমণ্ডির ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক অমিত দাসের বক্তব্য, ‘জ্বর হলে প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে হাসপাতালে আসার প্রয়োজন নেই। নিকটবর্তী সাব-সেন্টারে গেলেই হবে। সেখানে জ্বর সহ বিভিন্ন চিকিৎসা হয়। সাব-সেন্টারে কেউ সুস্থ না হলে তখন হাসপাতালে নিয়ে আসতে হবে।’ কুশমণ্ডির বিডিও নয়না দে বলছেন, ‘এমন ঘটনার যাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে, সেদিকে নজর দেবে ব্লক প্রশাসন। সুবর্ণপুর সহ ব্লকের বেশ কয়েকটি গ্রামে সচেতনতামূলক শিবির করা হবে।’

কুসংস্কার

- জ্বরে আক্রান্ত শিশুকে চিকিৎসকের কাছে না নিয়ে ওঝার দ্বারস্থ পরিবার
- ওঝার ঝাড়ফুঁকে প্রাথমিক সুস্থ হলেও, পরবর্তীতে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে শিশুটি
- বুধবার বাড়িতেই জ্ঞান হারায় মেয়েটি, পরিবার হাসপাতালে নিয়ে গেলেও ব্যর্থ চেষ্টা
- কুসংস্কার দূর করতে সচেতনতা শিবিরের আশ্বাস কুশমণ্ডি ব্লক প্রশাসনের

পৃথিবীর পাঠশালা

বাতাসেই জাদুর বিদ্যুৎ

জার্মানি বিশ্বব্যাপী প্রথম বাণিজ্যিক এয়ার ব্যাটারি সুবিধা চালু করতে চলেছে। এটি তরল বাতাস শক্তি সঞ্চয় বা এলএইএস ব্যবহার করে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তিকে বৃহৎ পরিসরে সংরক্ষণ করবে। এই সিস্টেমে বাতাসকে ক্রায়োজেনিক তাপমাত্রায় তরল আকারে সংকুচিত করে ইনসুলেটেড ট্যাংকে রাখা হয়। যখন বিদ্যুতের প্রয়োজন হয়, তখন সেই বাতাসকে আবার গরম করে প্রসারিত করা হয়, যা টারবাইন চালিয়ে বিদ্যুৎ তৈরি করে। লিথিয়াম ব্যাটারির তুলনায় এই এয়ার ব্যাটারিগুলি নিরাপদ, সস্তা এবং অনেক পরিবেশবান্ধব, কারণ এতে বিষাক্ত পদার্থ থাকে না। তারা কয়েকদিন ধরে শক্তি ধরে রাখতে পারে, যা সৌর ও বায়ুশক্তিকে স্থিতিশীল করার জন্য অপরিহার্য। এই প্রকল্পটি গ্রিড-স্কেল শক্তি সংরক্ষণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এনে দিতে পারে।

এক মাইল দূর থেকে চিঠি পড়া

চিনের বিজ্ঞানীরা একটি অত্যাধুনিক লেজার সিস্টেম তৈরি করেছেন যা এক মাইলেরও বেশি দূর থেকে ছাপা লেখা পড়তে সক্ষম। এই প্রযুক্তিটি, যা লং-রেঞ্জ, নন-ডিস্ট্রাকটিভ রিমোট সেন্সিং লেজার নামে পরিচিত, দূর থেকে কোনও পৃষ্ঠের উপর পড়া আলোর প্রতিফলিত কণা মেপে একটি বিস্তারিত চিত্র তৈরি করে।

পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে, এটি কাগজের উপরকার কালির মতো সূক্ষ্ম প্যাটার্নও শনাক্ত করতে পারে। যদিও এটি মূলত পরিবেশ পর্যবেক্ষণ এবং বাতাসের গুণমান পরিমাপের জন্য তৈরি করা হয়েছিল, তবে এর সূক্ষ্মতা সামরিক নজরদারির ক্ষেত্রে গুরুতর প্রশ্ন তুলেছে। সাধারণ ক্যামেরা বা টেলিস্কোপের চোখ এড়িয়ে এটি তথ্য সংগ্রহ করতে পারে। বিজ্ঞান ও সুরক্ষার ক্ষেত্রে এটির দ্বিমুখী ব্যবহার রয়েছে।

সারবে ডায়াবিটিস

এই প্রথমবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একজন মহিলা নিজের স্টেম সেল ব্যবহার করে টাইপ ১ ডায়াবিটিস রোগ থেকে মুক্তি পেলেন। ভার্টেক্স ফার্মাসিউটিক্যালসের এই ট্রায়ালে, রোগীর স্টেম কোষকে ইনসুলিন উৎপাদনকারী অগ্ন্যাশয়ের কোষে রূপান্তরিত করা হয়। মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁর শরীর স্বাভাবিকভাবেই ইনসুলিন তৈরি করতে শুরু করে, যার ফলে তাঁর বাইরে থেকে ইনসুলিন নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা ৯০ শতাংশেরও বেশি কমে যায়। টাইপ ১ ডায়াবিটিসে অগ্ন্যাশয়ের ইনসুলিন-উৎপাদনকারী কোষগুলি নষ্ট হয়ে যায়। এই যুগান্তকারী আবিষ্কারটি এই রোগের কেবল চিকিৎসার নয়, সম্ভাব্য নিরাময়েরও আশা জাগিয়েছে। ব্যক্তিগত বা পার্সোনালাইজড রিজেনারেটিভ মেডিসিনের ক্ষেত্রে এটি এক বিরাট ধাপ, যা লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনে পরিবর্তন আনতে পারে।

চেরিতে সুস্থতার চাবিকাঠি

চেরির উজ্জ্বল লাল রং এবং মিষ্টি স্বাদের আড়ালে লুকিয়ে আছে এক দারুণ স্বাস্থ্যকর রহস্য। এটি হল সবচেয়ে অ্যালকালাইন ফলগুলির মধ্যে একটি, যার অর্থ এটি শরীরের অতিরিক্ত অ্যাসিড কমিয়ে পিএইচ-এর স্বাস্থ্যকর ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করে। এই ভারসাম্যটি প্রদাহ প্রতিরোধের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যা হৃদরোগ, বাত বা ক্যানসারের মতো দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতার মূল কারণ। চেরিতে অ্যান্থোসায়ানিন

এবং ফ্ল্যাভোনয়েডস-এর মতো অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট প্রচুর পরিমাণে থাকে, যা ক্ষতিকর ফ্রি র‍্যাডিক্যালগুলিকে নিষ্ক্রিয় করে। এতে মেলাটোনিনও থাকে, যা ভালো ঘুম এবং শরীরের সার্কাডিয়ান রিদম নিয়ন্ত্রণ করে। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, চেরি খেলে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা কমে, যা গেঁটে বাত এবং ব্যায়ামের পরের পেশীর ব্যথা কমাতে সাহায্য করে। এই ছোট ফলটিই যেন দেখায়, প্রকৃতির মধ্যেই রয়েছে সত্যিকারের নিরাময়।

খাদে গাড়ি, মিরিকে মৃত ৪

শিলিগুড়ি ও নকশালবাড়ি, ২২ অক্টোবর : মিরিক যাওয়ার পথে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ল যাত্রীবোঝাই গাড়ি। বুধবার বিকেলে এই ঘটনায় চারজনের মৃত্যু হয়েছে। আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি আরও ১৫ জন। নেপালের কাঁকড়ভিটা থেকে নকশালবাড়ির বেলগাছি, পুটুং, নলডারার ঝুঁকিপূর্ণ রাস্তা হয়ে মিরিক যাচ্ছিল গাড়িটি। ঘটনার পর স্থানীয়রা উদ্ধারকাজ শুরু করে। আহতদের দ্রুত উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ সহ বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। হতাহতরা মিরিকে ভাইটিকার অনুষ্ঠানে অংশ নিতে আসছিলেন বলে জানা গিয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, ঘটনার সময় সরু রাস্তায় মিরিকের দিক থেকেও একটি যাত্রীবাহী গাড়ি আসছিল। দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটি কিছুটা পিছিয়ে অপর গাড়িকে জায়গা করে দিতে যায়। এমন সময় হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে যায় গাড়িটি। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতদের মধ্যে ধনবাহাদুর কাটোয়ার (৭৩) নেপালের, সজনী ছেত্রী (৩৬) নকশালবাড়ির নিরপানির, বিনিতা তামাং (২৮) এবং ওয়াংচু তামাং (২৫) মিরিকের সোরাসালের বাসিন্দা।

এদিকে, এই দুর্ঘটনার পর দুধিয়ায় বালাসন নদীর ওপরে নির্মীয়মাণ অস্থায়ী রাস্তা দ্রুত চালুর দাবি উঠেছে। মিরিকের বাসিন্দারা বলছেন, দুধিয়ার রাস্তা বন্ধ থাকায় পুটুং, নলডারার অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ রাস্তা হয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে। এই দুর্ঘটনা নিয়ে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের চিফ এগজিকিউটিভ অনীত থাপা বলেন, ‘দুঃখজনক ঘটনা। খবর পেয়েই সৌরিণীর সভাসদ অরুণ শিংজিকে ঘটনাস্থলে পাঠিয়েছি।’

দুধিয়া হয়ে মিরিকের সঙ্গে সড়ক যোগাযোগ গত ৫ অক্টোবর থেকে বন্ধ রয়েছে। ফলে সমতলের বেশিরভাগ গাড়িই অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ চড়াই রাস্তা বেলগাছি, পুড়ুং, নলডারা, সৌরিণী হয়ে চলাচল করছে। বুধবার দুপুরে কাঁকড়ভিটা থেকে একটি ভাড়ার গাড়িতে করে যাত্রীরা মিরিকের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন। গাড়িতে চালক সহ মোট ১২ জনের বসার ব্যবস্থা থাকলেও গাড়িতে দুই শিশু সহ ১৯ জন ছিলেন। নলডারার কাছে গাড়িটি উলটো দিক থেকে আসা একটি গাড়িকে পাশ কাটাতে গিয়ে কিছুটা পিছিয়ে আসার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে যায়। ঘটনাস্থলেই তিনজনের মৃত্যু হয়। পরে নকশালবাড়ি হাসপাতালে নিয়ে আসার সময় একজন মারা যান।

মর্গে ৪০টি দাবিদারহীন দেহ

জলপাইগুড়ি, ২২ অক্টোবর : জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের পুলিশ মর্গে ফের জমতে শুরু করেছে দাবিদারহীন মৃতদেহ। সূত্রের খবর, এখনও পর্যন্ত ৪০টি মৃতদেহ মর্গে জমে রয়েছে। গত অগাস্ট মাসে পুরসভা শেষবারের মতো দাবিদারহীন মৃতদেহ সৎকারের জন্য মর্গ থেকে নিয়ে গিয়েছিল। ফলে আর কিছুদিন থাকলে এই মৃতদেহগুলি থেকে পচা গন্ধ আশপাশের এলাকায় ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা করছে মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ।

মৃতদেহ সৎকারের জন্য প্রয়োজনীয় নথি জেলা প্রশাসনের তরফে ইতিমধ্যে পুরসভার কাছে পাঠানো হয়েছে। মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষের আশঙ্কা, এভাবে মৃতদেহ জমতে থাকলে মর্গের চিলার মেশিনগুলো ফের বিকল হয়ে পড়বে। নিয়মমতো পুরসভা এই দাবিদারহীন মৃতদেহগুলো সৎকার করে থাকে। অভিযোগ পুরসভার উদাসীনতার কারণে মৃতদেহ সৎকার হচ্ছে না। জলপাইগুড়ি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায় বলেন, ‘পুরসভা মর্গের দাবিদারহীন মৃতদেহ সৎকার করে থাকে। এই বিষয়ে আমার সঙ্গে কোতোয়ালি থানার আইসি এবং পুলিশ সুপারের কথা হয়েছে। কালীপুজোর ছুটির পর অফিস খুললে আমরা পুলিশের সঙ্গে কথা বলে মর্গে জমে থাকা দাবিদারহীন মৃতদেহ সৎকারের ব্যবস্থা করব।’

উদ্ধার নাবালিকা

শামুকতলা, ২২ অক্টোবর : সমাজমাধ্যমে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে ঘর ছেড়েছিল এক কিশোরী। দু’দিন পরে নাবালিকাকে উদ্ধার করল শামুকতলা থানার পুলিশ। তার প্রেমিককেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। নাবালিকা শামুকতলা থানার একটি চা বাগানের বাসিন্দা। ওই কিশোরী ওড়িশার এক তরুণের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়েছিল। এরপর রবিবার হঠাৎ উধাও হয়ে যায় নাবালিকা। এরপর বুধবার ট্রেনে চেপে পালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করে দুজন। শামুকতলা থানার পুলিশ আগে থেকেই তাদের মোবাইল ট্র্যাক করছিল। এরপর কলকাতাগামী একটি ট্রেন থেকে রেল পুলিশের সাহায্যে ওই কিশোরীকে জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনে উদ্ধার করা হয়। ওড়িশার ওই তরুণকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কিশোরীর বাবার অভিযোগ, ‘আমার মেয়েকে ওই তরুণ ফুসলিয়ে ভিনরাজ্যে নিয়ে যাচ্ছিল।’ তবে বিয়ে নাকি অন্য কোনও উদ্দেশ্যে তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল সেব্যাপারে শামুকতলা থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। অন্যদিকে, নাবালিকার কাউন্সেলিং শুরু করা হয়েছে। আলিপুরদুয়ার জেলা চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির তরফে তাকে একটি হোমে রাখা হয়েছে। শামুকতলা থানার ওসি বিশ্বজিৎদের জানান, অভিযোগের ভিত্তিতে ধৃত তরুণের বিরুদ্ধে অপহরণের মামলা শুরু করা হয়েছে।

দেড় বছর ভাতা অমিল

প্রথম পাতার পর

বক্সা ফোর্টের বাসিন্দা মণিকুমার থাপা বলেন, ‘এলাকায় অনেক মানুষ বয়স্ক ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা সহ নানা ভাতার টাকা পান। কারও পোস্ট অফিস তো কারও ব্যাংকে তা সরাসরি ঢোকে। কিন্তু বক্সা পোস্ট অফিসে ইন্টারনেট না থাকায় সেই টাকা তোলা যাচ্ছে না। প্রায় দেড়-দু’বছর ধরে আমরা এই সমস্যায় পড়েছি। জরুরিভিত্তিতে টাকা দরকার হলেই বিপত্তি।’ বক্সা পাহাড়ের বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, পাহাড়ে যে ১৩টি গ্রাম আছে তাদের সবার ভরসা এই বক্সা পোস্ট অফিস। বিশেষ করে এলাকার প্রবীণ বাসিন্দারা এখানেই তাঁদের সঞ্চিত অর্থ জমা রাখেন। বাসিন্দাদের কারও লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কারও বয়স্ক ও বিধবা ভাতা আবার কারও প্রতিবন্ধী ভাতার টাকা পোস্ট অফিসে ঢোকে। এই পোস্ট অফিসে আগে ইন্টারনেট ছিল না। তাই টাকা তুলতে পাহাড় থেকে নীচে নেমে আসতে হত বাসিন্দাদের। এখনও ছবিটা বিশেষ বদলায়নি। আর এখন ইন্টারনেট সংযোগ থাকা রাজাভাতখাওয়া পোস্ট অফিসে গিয়ে গ্রাহকরা টাকা তোলেন। শুধু তাই নয়, টাকা তোলা কিংবা জমা দেওয়ার ক্ষেত্রেও রাজাভাতখাওয়া পোস্ট অফিসই ভরসা তাঁদের।

তবে সবার পক্ষে, বিশেষ করে বয়স্ক ভাতাপ্রাপকদের ক্ষেত্রে রাজাভাতখাওয়া পোস্ট অফিসে এসে টাকা তোলা সম্ভব হয় না। বিশেষভাবে সক্ষমদের ক্ষেত্রে তো এটা আরও মুশকিল। এই অবস্থায় সরকারি ভাতা পেলেও বক্সা দুয়ার পোস্ট অফিস থেকে তাঁরা টাকা তুলতে পারছেন না। পাহাড়ে ক্ষোভ জমছে। পাহাড়ের বাসিন্দা ষাটোর্ধ্ব সরস্বতী থাপার কথায়, ‘পোস্ট অফিসের বই আছে। সেখানে টাকাও ঢোকে। কিন্তু শুনেছি নেট নেই বলে আমরা টাকা তুলতে পারব না। এই বয়সে এসে যদি ভাতার টাকা তুলতেই না পারি তাহলে ভাতা দিয়ে কী হবে?’ লেপচাখার বাসিন্দা তিনু ডুকপার কথায়, ‘এখন বয়স হয়েছে। এই বয়সে রাজাভাতখাওয়ায় গিয়ে টাকা তোলা সম্ভব নয়। তাই প্রশাসন যদি বিকল্প কোনও ব্যবস্থা করেন তাহলে জমানো সরকারি টাকা পেতে পারি।’

পাহাড়ে চাল কেন্দ্রের

প্রথম পাতার পর

থাকলেও তিনি রাজ্য পুলিশের সঙ্গে সুষ্ঠু সমন্বয় রক্ষা করে কাজ হাসিল করেছিলেন। এই দক্ষতার কারণে তাঁকে মধ্যস্থতার জন্য আদর্শ মনে করেছে কেন্দ্র, যিনি সরকারের লক্ষ্যপূরণ করতে পারেন কোনও পক্ষের সঙ্গে সংঘাতে না গিয়েই।

এলএলবি, এমফিল ডিগ্রিধারী এবং আইআইএম আহমেদাবাদ থেকে এমবিএ পাশ পঙ্কজ সিআরপিএফ-এ থাকাকালীন নকশাল অধ্যুষিত অঞ্চলে এবং সিবিআইয়ে (জম্মু ও কাশ্মীরের কুখ্যাত সেক্স স্ক্যান্ডাল সহ) গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। অবসরের পর তাঁকে ডেপুটি ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজার (ডিএনএসএ) পদে নিয়োগ করা হয় এবং সম্প্রতি খালিস্তানি নেতা গুরপতওয়ান্ত সিং পান্নুনের কথিত হত্যা চেষ্টা সংক্রান্ত কূটনৈতিক জটিলতা সামলাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানো তিন সদস্যের দলেরও তিনি নেতৃত্ব দেন।

তাঁর পারিবারিক পরিচয়ও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। তিনি দেশের প্রভাবশালী প্রাক্তন আইপিএস অফিসার প্রকাশ সিং-এর পুত্র, যিনি উত্তরপ্রদেশের ডিজিপি ও বিএসএফ-এর ডিজির মতো গুরুত্বপূর্ণ পদে ছিলেন এবং কেন্দ্রীয় শাসকদলের সঙ্গে তাঁর সুসম্পর্ক সর্বজনবিদিত। ভোটের আগে তাঁকে পাহাড় সমস্যায় মধ্যস্থতাকারী হিসেবে নিয়োগ কেন্দ্রের বড় চাল হিসাবে মনে করা হচ্ছে। দার্জিলিং এবং সংলগ্ন অঞ্চলে বিজেপি গত কয়েকটি নির্বাচনে ভালো ফল করেছে। এই সময় মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ করে কেন্দ্রীয় সরকার পাহাড়ের ভোটারদের কাছে গোর্খাল্যান্ড সমস্যা নিয়ে বিজেপির ইতিবাচক মনোভাব পৌঁছে দিতে চাইছে। তৃণমূল এই নিয়োগের বিরোধিতা করে রাজ্যের অধিকার রক্ষার প্রশ্নে নিজেদের অবস্থান তুলে ধরায় পাহাড় সমস্যার সমাধানে আলোচনার টেবিলে বসার আগেই রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব তুঙ্গে।

উজ্জ্বলতা

প্রথম পাতার পর

পাবনার উদ্যোগপতি ভগবান সান্যাল কিংবা ঢাকার উদ্যোগপতি গোপালচন্দ্র ঘোষ ও তারিণীপ্রসাদ রায়রা যে কত আত্মীয়-অনাত্মীয়কে নানাভাবে চাকরি দিয়েছিলেন তার ইয়ত্তা নেই।

এঁদের কল্যাণে কর্মপ্রার্থী তরুণদের স্বর্গরাজ্য হয়ে উঠেছিল জলপাইগুড়ি। জলপাইগুড়ি শহরের বাবুপাড়ায় তারিণীপ্রসাদ, সত্যেন্দ্রপ্রসাদ রায়রা, রাহুতবাড়ির রাহুতরা শুধু বাড়ি করেননি, স্থাপন করেছিলেন অনেক চা কোম্পানির হেড অফিস। নবাববাড়িতে নবাব মোশারফ হোসেনের প্রাসাদ। কাছেই উদ্যোগপতি ভবানীচরণ ঘটক, হৃদয়নাথ বাগচী, হরিশচন্দ্র অধিকারী, গোপালচন্দ্র ঘোষ, সুরেশ্বর সান্যাল, মুন্সি অছিরুদ্দিন, মুন্সি মহম্মদ সোনাউল্লা, মোখলেছার রহমানদের বসতি। সব জলপাইগুড়ির নব কারিগর।

চা শিল্পের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ে হাল ধরতে এগিয়ে আসেন হৃদয়নাথ বাগচী, অক্ষয়কুমার বসু, ভবানীচরণ ঘটক, শশীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিকচন্দ্র চক্রবর্তী, গঙ্গাগোবিন্দ সেন, শ্রীনাথ রায়, ওয়ালিয়ার রহমান, প্রসন্নদেব রায়কত, কুমুদনাথ কর্মকার, জয়গোবিন্দ গুহ, গঙ্গানাথ বাগচী, অন্নদাচরণ সেন, পূর্ণচন্দ্র রায়, শ্রীনাথ হোড়, রাজেন্দ্রকুমার নিয়োগীর মতো আইনজীবীরা। শিক্ষা, সংগীত, নাটক ইত্যাদিতেও তাঁদের অসামান্য অবদান ছিল। এই শিল্পপতিরা গড়ে তুলেছিলেন জলপাইগুড়ি জেলা হাসপাতাল, জ্যাকশন মেডিকেল স্কুল, আর্য্যনাট্য সমাজ, টাউন ক্লাব, স্টেডিয়াম, কলেজ এবং প্রচুর স্কুল। চা শিল্পপতি সত্যেন্দ্রপ্রসাদ রায়ের শিক্ষানুরাগের প্রভাব উত্তরবঙ্গের সব জায়গাতেই কিছু না কিছু চোখে পড়বে। বাঙালি উদ্যোগপতিদের সেই সুদিন স্বাধীনতা উত্তরকালে ক্রমশ মলিন হতে থাকে। দেশভাগের কারণে নবাববাড়ির চা বাগানগুলো হস্তান্তরিত হয়। বাগান বিক্রি করে বাবুপাড়ার রায়রা আশ্রয় নেন কলকাতায়। চা বাগানের হেড অফিসগুলি কলকাতায় স্থানান্তরিত হয়। অবাঙালি শিল্পপতিদের হাতে চলে যেতে থাকে চা বাগানগুলো। ফলে জলপাইগুড়ি আর আশানুরূপ আলো দেখতে পাচ্ছে না। হয়তো ভবিষ্যতে আরেক অনাহূত কোনও ভগবানের প্রত্যাশায় আছে জলপাইগুড়ি।

কানের সমস্যা

প্রথম পাতার পর

কালীপুজোর রাতেই হাসপাতালে আসেন ৫ জন। কারও হাত তো কারও চোখ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে জখম মারাত্মক না হওয়ায় কাউকেই হাসপাতালে ভর্তি রাখা হয়নি। ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের সুপার শুভাশিস শী বলেন, ‘কালীপুজোর দিন থেকে বুধবার পর্যন্ত বাজি ফেটে ৭ থেকে ৮ জন জখম হন। জখমদের প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।’

উৎসবেও শহরের মুখ

প্রথম পাতার পর

রাস্তার পাশে, অলিগলিতে এমনকি নর্দমার ধারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে বর্জ্য। এলাকার বাসিন্দারা জানিয়েছেন, রাতেরবেলা অনেকে চুপিচুপি এসে রাস্তায় ময়লা ফেলে যায়। সেগুলো কেউ সরায় না বলেই আবর্জনার বহর দিন-দিন বাড়ছে।

জেলার প্রাশাসনিক ভবন ডুয়ার্সকন্যায় যাওয়ার যে মূল সড়ক, তার পাশেও পড়ে রয়েছে প্লাস্টিক, থার্মোকল, ফুলের মালা, পুরোনো কাপড়ের টুকরো। শহরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এই রাস্তা, অথচ সাফাইয়ের উদ্যোগ নেই।

স্থানীয়রা বলছেন, পুজো মরশুমে প্রতিবারই এই সমস্যা দেখা দেয়। কয়েকদিন পুরসভার পরিচ্ছন্নতা নিয়ে ব্যস্ততা দেখা যায়। তারপর আবর্জনা জমতে থাকে। অনেকের অভিযোগ, নিয়মিত ময়লা তোলার গাড়ি না আসা এবং নজরদারির অভাবই এই সমস্যার মূল কারণ।

খরচের লাগাম মুঠোফোনে

প্রথম পাতার পর

তাই হিসেব করে খরচ করতে হয়। আগে পকেটে গোনাগুনতি টাকা রাখতাম। কিন্তু এখন যেহেতু একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্টেই সব টাকা থাকে, তাই কত খরচ করছি তার হিসেব থাকে না। প্রতিমাসেই দেখি কিছু অতিরিক্ত খরচ হয়।’

মনোবিদরা বলছেন, ইউপিআই লেনদেন এতটাই সহজ যে, মানুষ এখন টাকা খরচের বাস্তব অনুভূতি হারিয়ে ফেলছেন। নগদে টাকা দিলে পকেট হালকা হওয়ার বোধ থাকে, কিন্তু অনলাইন পেমেন্টে সেই মনস্তাত্ত্বিক বাধা নেই। একাধিক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, ইউপিআই ব্যবহারকারীদের প্রায় ৪০ শতাংশ মাসের শেষে সুমনের মতোই স্বীকার করেছেন যে, তাঁরা হিসেবের বাইরে খরচ করেছেন।

বিষয়টি নিয়ে খানিক একমত হলেও আরও গভীর সমীক্ষা প্রয়োজন বলে মনে করেন অর্থনীতিবিদ তথা বালুরঘাটের বিধায়ক অশোক লাহিড়ি। উত্তরবঙ্গ সংবাদকে তিনি বলছেন, ‘ইউপিআই লেনদেন আমাদের জীবনকে অনেক সহজ করেছে। নগদের প্রবাহ কমে আসায় লেনদেনে স্বচ্ছতা বাড়ছে। এটা অবশ্যই ভালো দিক। তবে, সত্যি সত্যিই মানুষ বেহিসেবি খরচ করছেন কি না, তা বলার সময় আসেনি। এরজন্য আরও নিবিড় গবেষণা এবং সমীক্ষা প্রয়োজন।’

ইউপিআই এখন ভারতের মোট ডিজিটাল লেনদেনের প্রায় ৮৫ শতাংশ দখল করে আছে। রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার তথ্য অনুযায়ী, ভারতের প্রায় ৪২ কোটি মানুষ নিয়মিতভাবে অন্তত একটি ইউপিআই অ্যাপ ব্যবহার করছেন। ডিজিটাল পেমেন্টের এই উত্থান অর্থনীতিকে নগদনির্ভরতা থেকে সরিয়ে স্বচ্ছ, দ্রুত ও তথ্যভিত্তিক পথে নিয়ে যাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গও তার ব্যতিক্রম নয়। চলতি বছরের জুলাই মাসের সরকারি তথ্য অনুযায়ী, এ রাজ্যের মাসিক ইউপিআই লেনদেন হয়েছে প্রায় ৬২,১৪৪ কোটি টাকার, যা গোটা দেশের মোট লেনদেনের ২.৪ শতাংশ। বিশেষ করে কলকাতা, শিলিগুড়ি ও দুর্গাপুরে অনলাইন পেমেন্ট অ্যাপের ব্যবহার গত এক বছরে দ্বিগুণ হয়েছে।

অনলাইন লেনদেনকে ত্বরান্বিত করছে একাধিক ই-কমার্স সাইট। জিও মার্ট, ব্লিঙ্কিট, সুইগি ইনস্টামার্ট সহ ফ্লিপকার্ট, অ্যামাজনের মতো সাইট নগদ লেনদেনের চাইতে অনলাইন লেনদেনে উৎসাহিত করছে গ্রাহকদের। ক্যাশব্যাক অফার, বাড়তি ছাড়– এসবের লোভে পা দিচ্ছেন গ্রাহকরা। মনোবিদদের মতে, এই দ্রুত পেমেন্ট ব্যবস্থায় মস্তিষ্কে এক ধরনের ‘ডোপামিন রিওয়ার্ড’ তৈরি হয়, অর্থাৎ টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গেই এক মুহূর্তের আনন্দ বা সাফল্যের অনুভূতি আসে, যা মানুষকে বারবার খরচে প্রলুব্ধ করে।

পেশায় শিক্ষক সুবীর আইচের কথায়, ‘অনেক সময় ছোট ছোট পেমেন্ট, যেমন ৫০-১০০-২০০ টাকা এগুলো আলাদা করে বড় মনে না হলেও, মাস শেষে এদের যোগফল অনেক সময় হাজারের ঘর ছোঁয়। ফলে বাজেট ভেঙে যায়, সঞ্চয় কমে।’

রিজার্ভ ব্যাংকের তথ্য বলছে, গত তিন বছরে শহরের তরুণদের গড় সঞ্চয়ের হার ১৮ শতাংশ কমেছে। এই সময়কালে ইউপিআই ব্যবহারের হার দ্বিগুণ হয়েছে। কিন্তু দুটি বিষয়ের মধ্যে কোনও সম্পর্ক আছে কি না, তা নিশ্চিত নয়।

অর্থনীতির অধ্যাপক তথা পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য দেবকুমার মুখোপাধ্যায় বলছেন, ‘ইউপিআই লেনদেনের অনেক ইতিবাচক দিক আছে। সেগুলোকে অস্বীকার করার উপায় নেই। মানুষ কতটা সঞ্চয় করবেন, আর কতটা খরচ করবেন তা একেবারেই নিজস্ব বিষয়। সুতরাং প্রযুক্তিকে সঙ্গে করে আমাদের এগোতে হলে সচেতনও হতে হবে।’

পুজোর মরশুমেই সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি মিম ঘুরছিল। তাতে লেখা ছিল, ‘গুগল পে খুলে এমনভাবে খরচ করছি যেন টাকাটা গুগলই দিচ্ছে।’ কয়েক হাজার শেয়ার হয়েছিল পোস্টটি।

আগে বড়রা ছোটদের পরামর্শ দিতেন, আয় বুঝে ব্যয় করো। ডিজিটাল দুনিয়ায় কিন্তু এমন সতর্কবার্তা দেওয়ার কেউ নেই। বরং পদে পদে আঁকড়ে ধরবে লোভ। কখনও ক্যাশব্যাকের, কখনও বাড়তি ছাড়ের। সেই লোভ সংবরণ করে এগোতে পারলেই জীবন হবে ‘জিঙ্গালালা’।

সিরিজ বাঁচানোর ম্যাচেও নজরে রোকো

অ্যাডিলেড, ২২ অক্টোবর : নতুন শুরু। নতুন ভাবনা। লক্ষ্য সিরিজ বাঁচানো। সঙ্গে বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মার ভবিষ্যৎ নিয়ে জল্পনা।

পারথের অপটাস ক্রিকেট মাঠে ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়া প্রথম একদিনের ম্যাচ এখন ইতিহাস। আর সেই ইতিহাস 'রোকো' জুটির জন্য মোটেও সুখের নয়। ওপেন করতে নেমে রোহিত করেছিলেন ৮। আর তিন নম্বরে নেমে কোহলি করেছিলেন ০। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে একদিনের ম্যাচের প্রথম শূন্য।

পারথ টু অ্যাডিলেড। পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার পর এবার ক্রিকেট দুনিয়ার নজরে দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া। বৃহস্পতিবার অ্যাডিলেড ওভালের মাঠে রয়েছে সিরিজের দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচ। যেখানে 'রোকো' জুটির দিকে দুনিয়ার নজর তো রয়েছেই। সঙ্গে রয়েছে প্রশ্ন, স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে টিম ইন্ডিয়া কি সিরিজ বাঁচাতে পারবে? জবাব আগামীকালই জেনে যাবে দুনিয়া। তার আগে আজ টিম ইন্ডিয়ার ঐচ্ছিক অনুশীলনে প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক রোহিতের ইনটেন্ট, নেটে প্রায় ৫০ মিনিট ব্যাটিংয়ের ঘটনা থেকে স্পষ্ট, হিটম্যান রান পেতে মরিয়া। বিরাট আজ অনুশীলনে ছিলেন না। অধিনায়ক শুভমান গিলও অনুপস্থিত ছিলেন ভারতীয় দলের অনুশীলনে। কিন্তু যাঁরা ছিলেন, তাঁদের ইনটেন্ট ও সাফল্যের তাগিদ নজর এড়ায়নি মাঠে হাজির সাংবাদিকদের।

'রোকো'-র ব্যাটিং নিয়ে কোনও সমস্যা নেই। ওরা সেরা ছন্দেই রয়েছে। টিম ইন্ডিয়ার সহকারী কোচ সীতাংশু কোটাক আজ সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে ঘোষণা করে দিয়েছেন। ব্যাট ধরেছেন টিম ইন্ডিয়ার সবচেয়ে দুই সিনিয়ারের হয়ে। আগামীকাল 'রোকো' জুটি রান পাবেন কিনা, পরের কথা। তাঁরা রান পেলে ২০২৭ সালের একদিনের বিশ্বকাপের লক্ষ্যে দলে জায়গা ধরে রাখার পথে কিছুটা অক্সিজেন পাবেন। আর ব্যর্থ হলে 'রোকো'-র একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচের ভবিষ্যতের উপর প্রশ্নচিহ্ন আরও জোরদারভাবে চলে আসবে। বিরাট-রোহিতদের নিয়ে দোলাচলের মাঝে আগামীকাল টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশে একটি পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে। ওয়াশিংটন সুন্দরের পরিবর্তে কুলদীপ যাদব দলে ঢুকতে পারেন বলে খবর। যদিও দলের তরফে প্রথম একাদশ নিয়ে কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি।

সিরিজের প্রথম ম্যাচে জয়ের পাশাপাশি দল হিসেবে অজিরা অনেক বেশি গুছিয়ে নিয়েছে নিজেদের। মিচেল স্টার্ক, জোশ হ্যাজেলউডের দুর্দান্ত বোলিংয়ের পাশে অধিনায়ক মিচেল মার্শের ব্যাট হাতে ছন্দ, অজিদের জন্য বড় প্রাপ্তি। শুধু তাই নয়, আগামীকাল অ্যাডিলেডে দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচের আসরে অ্যালেক্স ক্যারি ও অ্যাডাম জাম্পা প্রথম একাদশে ফিরছেন। প্রথম ম্যাচে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলার জন্য ক্যারি অস্ট্রেলিয়ার দলে ছিলেন না। সদ্য বাবা হওয়ার কারণে পারথে খেলেননি জাম্পা। দুজনই আগামীকাল ফিরছেন বলে সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটার ম্যাট রেনশ।

পারথের মতোই অ্যাডিলেডেও শেষ কয়েকদিন বৃষ্টি হয়েছে। যদিও আগামীকাল ম্যাচের সময় বৃষ্টির পূর্বাভাস নেই। কিন্তু তারপরও শেষ কয়েকদিনের বৃষ্টির কারণে অ্যাডিলেডের ড্রপ ইন পিচে স্যাঁতস্যাঁতে ভাব থাকার সম্ভাবনা। ফলে টস গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। যদিও ইতিহাস ও পরিসংখ্যান বলছে, অ্যাডিলেডের পিচ বরাবরই ব্যাটারদের সাহায্য করে থাকে। কোহলির অন্যতম প্রিয় ও পয়া মাঠ অ্যাডিলেড। যেখানে অতীতে ক্রিকেটের তিন ফরম্যাটেই সফল হয়েছেন তিনি। আগামীকালও তিনি সফল হবেন কিনা, সেটাই এখন দেখার। তার আগে স্টার্ক-হ্যাজেলউডরা কিন্তু রোকো জুটিকে 'দেখে নেওয়ার' নীল নকশাও করে ফেলেছেন। পারথে শুরুতেই রোকো-র সঙ্গে অধিনায়ক শুভমান গিলকে ফিরিয়ে টিম ইন্ডিয়াকে অজিরা যে ধাক্কা দিয়েছিল, পরে সেটা সামলাতে পারেনি ভারত। বৃহস্পতিবার কী হয়, সেটাই এখন দেখার।

চুম্বকে ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়া

- কুমার সাঙ্গাকারাকে টপকে ওডিআইয়ে রান সংগ্রাহকদের তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে পৌঁছাতে কোহলির প্রয়োজন ৫৪ রান।
- একদিনের ক্রিকেটে ৩০০০ রান ক্লাবের সদস্য হওয়া থেকে ৫০ রান দূরে ট্রাভিস হেড।
- গ্লেন ম্যাকগ্রাথকে ছোঁয়ার জন্য মিচেল স্টার্কের প্রয়োজন আর ৫ উইকেট।
- অ্যাডিলেডের মাঠে ২০০৮ সালের জানুয়ারি মাসের পর অস্ট্রেলিয়া ভারতের বিরুদ্ধে জিততে পারেনি একদিনের ম্যাচে।

অস্ট্রেলিয়া বনাম **ভারত**
দ্বিতীয় ওডিআই
সময় : সকাল ৯টা
স্থান : অ্যাডিলেড
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিওহটস্টার

বুধবারও ৫০ মিনিট প্র্যাকটিস করলেন রোহিত শর্মা।

'পা রাখলে বাড়ির অনুভূতি হয়'

অ্যাডিলেড নিয়ে আবেগে ভাসলেন বিরাট

অ্যাডিলেড, ২২ অক্টোবর : অ্যাডিলেড তাঁর পয়মন্ত মাঠ।

সাফল্যের তালিকা বেশ দীর্ঘ। তিন ফরম্যাট মিলিয়ে এখানে বিরাট কোহলি করেছেন পাঁচ-পাঁচটা শতরান। আর কোনও বিদেশি ক্রিকেটারের যে নজির নেই অ্যাডিলেডে। চারটি

প্রিয় অ্যাডিলেডে রানের খোঁজে বিরাট কোহলি।

ওডিআই ম্যাচের দুইটিতেই শতরান! ব্যাটিং গড় ৬১! টেস্টে তিন অঙ্কের স্কোর তিনবার। ২০১৪ সালে অধিনায়ক হিসেবে অভিষেক টেস্টের দুই ইনিংসে শতরানের নজির।

অতীতের যে সাফল্যের আত্মবিশ্বাস নিয়ে বৃহস্পতিবার ফের প্রিয় অ্যাডিলেডে নামছেন বিরাট কোহলি। পারথে প্রথম ওডিআই ম্যাচে ৮ বল খেলে খাতা খুলতে পারেননি। একরাশ শূন্যতা নিয়ে ফিরতে হয়েছিল। ব্যাটে-বলে মুখ থুবড়ে পড়ে ভারতীয় দলও। দল ও ব্যক্তিগতভাবে আগামীকাল ঘুরে দাঁড়ানোর মঞ্চ বিরাটের জন্য। প্রিয় অ্যাডিলেডে অতীতের সাফল্যকে ফিরিয়ে আনার চ্যালেঞ্জ।

অ্যাডিলেডে পা রাখা থেকে ফুরফুরে মেজাজে। প্র্যাকটিসে তুরীয় মেজাজে ব্যাট ঘোরাচ্ছেন। যে মেজাজের পিছনে অ্যাডিলেড-বিরাট রসায়ন। কোহলির কথায়, অ্যাডিলেডে পা রাখলে সবসময় ঘরোয়া অনুভূতি হয়। এবারও তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না। প্রিয় মাঠকে নিয়ে কোহলি বলেছেন, 'অ্যাডিলেডে খেলতে আমি সবসময় ভালোবাসি। কেন জানি না। কিন্তু ভালো লাগে। স্টেডিয়ামে পা রাখার পর সবসময় বাড়ির অনুভূতি অনুভব করি।'

বিরাটের জন্য বরাবর বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে এখানকার পিচও। পারথে অপটাস স্টেডিয়ামে বাড়তি পেস ও বাউন্সে মানিয়ে নিতে ব্যর্থ হয়েছে ভারতীয় ব্যাটাররা। অ্যাডিলেডে সেখানে তুলনামূলক ব্যাটিং সহায়ক পরিস্থিতি। বিরাটের কথায়, অ্যাডিলেডে ব্যাটিং করা সবসময় উপভোগ করেছেন। নিজের ইনস্টাগ্রাম পোস্টে আরও বলেছেন, 'আগেও বলেছি, অ্যাডিলেডে পা রাখা এবং ব্যাটিং করা আমি সবসময় উপভোগ করি। এই মাঠ, এখানকার উইকেট বরাবর আমার প্রতি দয়ালু।'

নতুন বান্ধবী মাহিকা শর্মাকে নিয়ে মালদ্বীপে জন্মদিন উদ্‌যাপন করেছিলেন হার্দিক পান্ডিয়া। বুধবার সেই ছবি তিনি পোস্ট করে লিখলেন, 'ব্লেসড'।

প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে ফিরছেন হার্দিক

নয়াদিল্লি, ২২ অক্টোবর : চোট কাটিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে ফিরছেন হার্দিক পান্ডিয়া। চোটের জন্য এশিয়া কাপ ফাইনালে খেলতে পারেননি। তারপর থেকে বিশ্রামে। চলতি অস্ট্রেলিয়া সফরের দলে রাখা হয়নি হার্দিককে। বেঙ্গালুরুস্থিত বোর্ডের সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে রিহ্যাবের মধ্যে রয়েছেন। সমর্থকদের জন্য সুখবর, দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সাদা বলের সিরিজেই ফিরছেন।

রিহ্যাব প্রক্রিয়া মাসখানেক আরও জারি থাকবে। তারপর মিলবে প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তনের ছাড়পত্র। তথ্যাভিজ্ঞ মহলের মতে, প্রোটিয়া সিরিজের আগেই পুরোদস্তুর ম্যাচ হয়ে যাবেন হার্দিক। আগামী মাসে পূর্ণাঙ্গ ভারত সফরে আসছে প্রোটিয়া ব্রিগেড। ২টি টেস্ট ছাড়াও ৩টি ওডিআই এবং ৫টি টি২০ ম্যাচ খেলবে ভারতের বিরুদ্ধে।

গত এশিয়া কাপ চলাকালীন পায়ে চোট পান। অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন না পড়লেও লম্বা বিশ্রামের পরামর্শ দেন চিকিৎসকরা। দুবাই থেকে দেশে ফিরে শুরু হয় রিহ্যাব। দীপাবলির জন্য মাঝে কয়েকদিনের ছুটি কাটিয়ে আজ ফের সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে যোগ দিয়েছেন। শুরু করেছেন অনুশীলন। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, চোট অনেকটাই কাটিয়ে উঠেছেন। সপ্তাহ চারেকের মধ্যে ম্যাচ ফিট হয়ে যাবেন।

সুযোগ হাতছাড়ায় নারাজ ফিলিপ

লোকেশের বহুমুখী প্রতিভায় মুগ্ধ ম্যাকগ্রাথ

অ্যাডিলেড, ২২ অক্টোবর : নিজের কেরিয়ারে মুখোমুখি হয়েছেন শচীন তেন্ডুলকারের। শচীনের সঙ্গে তাঁর দ্বৈরথ আকর্ষণ ছড়িয়েছিল ক্রিকেট বিশ্বে। সামলেছেন ব্রায়ান লারা, জ্যাক কালিস, রাহুল দ্রাবিড়, কুমার সাঙ্গাকারাদের চ্যালেঞ্জ। সেই গ্লেন ম্যাকগ্রাথ মজেছেন শচীন-দ্রাবিড়দের উত্তরসূরি লোকেশ রাহুলকে নিয়ে। কিংবদন্তি অজি পেসারকে সবচেয়ে আকর্ষিত করে লোকেশের বহুমুখী প্রতিভা।

ক্রিকেট কেরিয়ারে কার্যত এক থেকে এগারো-প্রতিটি পজিশনে ব্যাটিং করেছেন। কখনও ওপেনার তো কখনও মিডল অর্ডার। দলের প্রয়োজনে উইকেটকিপিংয়ের গুরুভার নিতেও পিছপা হননি। বারবার দল থেকে বাদ পড়েছেন। কিন্তু হারিয়ে যাননি। ফিরে এসেছেন স্বমহিমায়। গৌতম গম্ভীর জমানায় টেস্ট এবং ওডিআই দলে নিয়মিত সদস্য। ম্যাকগ্রাথের কথায়, যে কোনও পজিশনে ব্যাটিংয়ের চ্যালেঞ্জ যেভাবে সামলান লোকেশ, তা প্রশংসনীয়। প্রশংসার দাবি রাখে প্রতিকূল পরিবেশ, পরিস্থিতিতে চওড়া ব্যাটে দলকে ভরসা জোগানো মানসিকতা, প্রচেষ্টা। গত কয়েকটি সিরিজে স্বপ্নের ফর্মে লোকেশ। ইংল্যান্ডের মাটি হোক বা ঘরের মাঠ-বিরাট, রোহিতের অবর্তমানে টেস্টে দলের ব্যাটিংয়ে কার্যত নেতৃত্ব দিচ্ছেন। পারথে অনুষ্ঠিত প্রথম ওডিআই টক্করেও টপ অর্ডারের ব্যর্থতার মাঝে ব্যতিক্রম।

নিজের ইউটিউব চ্যানেলে ম্যাকগ্রাথ বলেছেন, 'আমার ধারণা, লোকেশ বোধহয় ব্যাটিং অর্ডারে সমস্ত পজিশনেই ব্যাট করেছে। ওপেনিং থেকে শুরু করে লোয়ার অর্ডার। সবসময় ওর ব্যাটিং অর্ডার নড়াচড়া করা হয়েছে। এভাবে মানিয়ে নেওয়া সহজ নয়। ক্রিকেটারদের আত্মবিশ্বাস ধাক্কা খেতে পারে। কিন্তু লোকেশ একজন বহুমুখী ক্রিকেটার। যে কোনও পরিস্থিতিতে মানিয়ে নিয়ে দলকে ভরসা জোগাচ্ছে।'

মিডল অর্ডারে ফের দলকে ভরসা দিতে তৈরি হচ্ছেন লোকেশ রাহুল। দলের বিপর্যয়ের মধ্যে প্রথম ম্যাচে ৩৮ রান এসেছিল তাঁর ব্যাট থেকে।

অপরদিকে, জোশ ফিলিপের মুখেও পরিস্থিতি, পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার কথা। জোশ ইনগ্লিসের অনুপস্থিতিতে পারথের প্রথম ওডিআই ম্যাচে অজি একাদশে ডাক। ব্যাটিং এবং উইকেটকিপিং, দ্বৈত ভূমিকায় যে সুযোগ কাজেও লাগান। দুইটি ক্যাচ নেওয়ার পাশাপাশি ৩৭ রান। এদিন বলেছেন, 'সুযোগ যদি আসে, আমার কাছে তা গর্ব, সম্মানের। সবসময় একটাই লক্ষ্য, পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে তা কাজে লাগানো।

> আমার ধারণা, লোকেশ বোধহয় ব্যাটিং অর্ডারে সমস্ত পজিশনেই ব্যাট করেছে। ওপেনিং থেকে শুরু করে লোয়ার অর্ডার। সবসময় ওর ব্যাটিং অর্ডার নড়াচড়া করা হয়েছে। এভাবে মানিয়ে নেওয়া সহজ নয়। ক্রিকেটারদের আত্মবিশ্বাস ধাক্কা খেতে পারে। কিন্তু লোকেশ একজন বহুমুখী ক্রিকেটার। যে কোনও পরিস্থিতিতে মানিয়ে নিয়ে দলকে ভরসা জোগাচ্ছে।
>
> **গ্লেন ম্যাকগ্রাথ**

কেজ (অ্যালেক্স ক্যারি) ও ইনগো (ইনগ্লিস) দুইজনেই দুর্দান্ত প্লেয়ার। ওদের অনুপস্থিতিতে খেলার সুযোগ। আমার কাছে প্রাপ্তি।'

ফিলিপের মতে, এই দলে নিয়মিত না হলেও সতীর্থদের অনেকের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বেশ ভালো। বিশেষত অধিনায়ক মিচেল মার্শের সঙ্গে। ফলে কখনও অস্বস্তি, আলাদা কোনও চাপ অনুভূত হয়নি। চাপমুক্ত হয়ে খেলেছেন পারথে ভারতের বিরুদ্ধে সিরিজের প্রথম ম্যাচে। অস্ট্রেলিয়ার জার্সিতে খেলা বরাবরের স্বপ্ন। সেখানে দলের সাফল্যে অবদান রাখতে পারা বাড়তি পাওনা ফিলিপের কাছে।

মহিলা বিশ্বকাপে আজ
ভারত বনাম **নিউজিল্যান্ড**
সময় : দুপুর ৩টা
স্থান : নভি মুম্বই
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিওহটস্টার

ফিরছে ডালমিয়া স্মারক বক্তৃতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ অক্টোবর : উদ্যোগ সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের। আর সেই উদ্যোগের ফসল হিসেবে ফিরতে চলেছে জগমোহন ডালমিয়া স্মারক বক্তৃতা। ১৪ নভেম্বর থেকে ইডেন গার্ডেন্সে শুরু হতে চলেছে ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার টেস্ট ম্যাচ। সেই টেস্ট ম্যাচের আগেই হবে ডালমিয়া স্মারক বক্তৃতার আসর। কে বক্তব্য রাখবেন, এখনও চূড়ান্ত হয়নি। জানা গিয়েছে, দক্ষিণ আফ্রিকার কোনও প্রাক্তন ক্রিকেটারকে নিয়ে আসার চেষ্টা হচ্ছে। ক্রিকেট দক্ষিণ আফ্রিকার অন্যতম শীর্ষকর্তা গ্রেম স্মিথের সঙ্গে এই ব্যাপারে যোগাযোগ রাখছে সিএবি। সৌরভ বলেছেন, 'ইডেনে ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্টের আগেই ডালমিয়া স্মারক বক্তৃতা ফেরাতে চলেছি আমরা। কে বক্তব্য রাখবেন, কয়েকদিনের মধ্যে চূড়ান্ত হয়ে যাবে।' ২০১৯ সালে ইডেনে গোলাপি টেস্টের আসরে শেষবার ডালমিয়া স্মারক বক্তৃতার আসর বসেছিল। ছয় বছর পর ফের ক্রিকেটের নন্দনকাননে হতে চলেছে টেস্ট ও ডালমিয়া স্মারক বক্তৃতা। এসবের মধ্যেই দিন দুয়েক আগে ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার আসন্ন টেস্টের জন্য অনলাইনে টিকিট বিক্রি শুরু হয়েছিল। মোট টিকিটের ২৫ শতাংশ ছাড়া হয়েছিল বিক্রির জন্য। সিএবি সূত্রের খবর, অনলাইন টিকিট বিক্রিতে ভালো সাড়া মিলেছে।

এদিকে, বৃহস্পতিবার বাংলা দলের অনুশীলনে চমক হিসেবে থাকছে অলরাউন্ডার শাহবাজ আহমেদের ফিটনেস পরীক্ষা।

মহিলা বিশ্বকাপ বিপর্যয়ে তদন্ত

পিসিবি ডিরেক্টর হয়তো মিসবাই

লাহোর, ২২ অক্টোবর : পাকিস্তান ক্রিকেট দলের ডিরেক্টর পদে বসতে চলেছেন মিসবা-উল-হক। ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার পর হেড কোচের দায়িত্ব সামলেছেন প্রাক্তন পাক অধিনায়ক। সূত্রের খবর, মিসবাকে এবার ডিরেক্টর পদে বসানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নকভি। নকভির বিশ্বাস, দীর্ঘদিন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সুনামের সঙ্গে খেলেছেন। অধিনায়ক, হেড কোচের মতো গুরুভার সামলেছেন। ফলে ডিরেক্টরের নয়া দায়িত্বের জন্য মিসবা যথাযথ।

দীর্ঘদিন দায়িত্ব সামলানোর পর উসমান ওয়ালা ডিরেক্টর (ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট অপারেশন) পদ থেকে সরে দাঁড়ান। এরপর পিসিবি-র তরফে নতুন ডিরেক্টর চেয়ে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। মিসবা সহ একাধিক প্রাক্তন ক্রিকেটার আগ্রহ প্রকাশ করেন। সূত্রের খবর, পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে মিসবার কথাবার্তা ইতিবাচক। শীঘ্রই সরকারিভাবে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হবে।

নকভির সঙ্গে মিসবার সম্পর্কের রসায়ন যথেষ্ট ভালো। বোর্ড প্রধানের ক্রিকেট সংক্রান্ত পরামর্শদাতা কমিটির (বাকিরা হলেন সরফরাজ আহমেদ, সিকান্দার বখত ও আকিব জাভেদ) অন্যতম সদস্য তিনি। ওডিআই অধিনায়কত্ব থেকে মহম্মদ রিজওয়ানকে সরানোর পিছনেও মিসবার প্রভাব ছিল বলে মনে করছে তথ্যাভিজ্ঞ মহল। এবার আরও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে দেখা যাবে তাঁকে।

এদিকে, মহিলা বিশ্বকাপে পাকিস্তান দলের চূড়ান্ত ব্যর্থতা নিয়ে পর্যালোচনার নির্দেশ দিল পিসিবি। চার ম্যাচের প্রতিটিতে হেরে ছিটকে গিয়েছে মহিলা পাক দল। কেন দলের এই হতশ্রী পারফরমেন্স, তা খতিয়ে দেখতে এবার কাটাছেঁড়ার পালা। মঙ্গলবার দল বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যাওয়ার পর সঙ্গে সঙ্গেই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন পিসিবি চেয়ারম্যান নকভি।

নজির আসিফ, রাবাদার

রাওয়ালপিন্ডি, ২২ অক্টোবর : বল নয়, ব্যাট হাতে নজির গড়লেন কাগিসো রাবাদা। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসে তিনি ১১ নম্বরে নেমে ৬১ বলে ৭১ রান করেন। যা প্রোটিয়াদের টেস্ট ইতিহাসে ১১ নম্বর ব্যাটারের সর্বাধিক রান। তিনি ব্যাট করতে নামার সময়ও পাকিস্তান প্রথম ইনিংসের ফলে ২৭ রানে এগিয়েছিল। সেখান থেকেই রাবাদা বিস্ফোরক ব্যাটিংয়ে সেনুরান মুথুস্বামীর (অপরাজিত ৮৯) সঙ্গে শেষ উইকেটে ৯৮ রান যোগ করেন। যা তাদের ৭১ রানের লিড এনে দিয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকা ৪০৪ রানে অল আউট হয়। ৯২ বছর পুরোনো রেকর্ড ভেঙে দিয়েছেন আসিফ আফ্রিদি (৭৯/৬)। ৩৮ বছর ২৯৯ দিন বয়সে প্রথম টেস্ট খেলতে নামা আসিফ বয়স্কতম অভিষেককারী হিসেবে ৫ উইকেট নিয়েছেন। তৃতীয় দিনের শেষে পাকিস্তান দ্বিতীয় ইনিংসে ৯৪/৪ স্কোরে দাঁড়িয়ে। ক্রিজে বাবর আজম (৪৯) ও মহম্মদ রিজওয়ান (১৬)।

৭৯ রানে ৬ উইকেট নিলেন আসিফ আফ্রিদি।

১২ বছর পর জয় জিম্বাবোয়ের

হারারে, ২২ অক্টোবর : আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে একমাত্র টেস্টে ইনিংস ও ৭৩ রানে জয় পেল জিম্বাবোয়ে। যা ঘরের মাঠে ১২ বছর পর তাদের প্রথম টেস্ট জয়ের স্বাদ এনে দিয়েছে। তৃতীয় দিনে আফগানিস্তানের দ্বিতীয় ইনিংস ১৫৯ রানে গুটিয়ে দিতে বড় ভূমিকা নেন রিচার্ড এনগারাভা (৩৭/৫)। ৩ উইকেট নিয়েছেন ব্লেসিং মুজারাবানি। ইব্রাহিম জাদরান আফগানদের দ্বিতীয় ইনিংসে সর্বোচ্চ ৪২ রান করেন। প্রথম ইনিংসে আফগানিস্তান করেছিল ১২৭ রান। জবাবে জিম্বাবোয়ে প্রথম ইনিংসে থামে ৩৫৯ রানে। টেস্টের সেরা নির্বাচিত হয়েছেন তাদের ওপেনার বেন কুরান (১২১)।

ঈশানকে ফিরিয়ে আনতে তৎপর মুম্বই ইন্ডিয়ান্স

নয়াদিল্লি, ২২ অক্টোবর : নীতা আম্বানির মুম্বই ইন্ডিয়ান্স সংসারে আবারও কি দেখা যাবে 'পকেটসাইজ ডিনামাইট' ঈশান কিষানকে? গত কয়েকদিন ধরে প্রশ্নটা ঘুরপাক খাচ্ছে আইপিএলের অন্দরমহলে। মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ফ্র্যাঞ্চাইজি সূত্রের খবর, সাফল্যের রাস্তায় ফিরতে ঈশানকে দলে ফেরাতে আগ্রহী আইপিএলের 'ব্লু ব্রিগেড'।

২০১৬ সালে গুজরাট লায়ন্স থেকে মুম্বইয়ে যোগদান। পরবর্তী সময়ে দলের অন্যতম অস্ত্র হয়ে ওঠা। কিছুটা অবাক করেই গতবার ঈশানকে ছেড়ে দেয় মেগা লিগের সফলতম ফ্র্যাঞ্চাইজি। এমনকি নিলামেও ঈশানের জন্য সেভাবে ঝাঁপাতে দেখা যায়নি মুম্বইকে। নিজেদের সেই 'ব্রাত্য' ঘোড়াকে ফেরাতেই নিলামের আগে 'ট্রেড উইন্ডোকে' কাজে লাগাতে চাইছে তারা। গত মেগা নিলামে ১১.২৫ কোটি টাকায় ঈশানকে নেয় সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। নয়া জার্সিতে অভিষেক ম্যাচে বিস্ফোরক শতরানও করেন। পরবর্তী সময়ে অবশ্য ধারাবাহিক ব্যর্থতায় ঝাড়খণ্ডের উইকেটকিপার-ব্যাটারকে নিয়ে কিছুটা হলেও মোহভঙ্গ কাব্যা মারানের দল। মুম্বই চাইছে নিলামের আগে আলোচনার মাধ্যমে ট্রেডে ঈশানকে নিতে। কথাবার্তাও হয়েছে, তবে পুরোটাই এখন প্রাথমিক স্তরে।

দক্ষিণ আফ্রিকার রায়ান রিকেলটন ২০২৫ লিগে মোটামুটি সফল মুম্বইয়ের হয়ে। তবে ঈশান ফিরলে দলের ভারসাম্য বাড়বে। বিদেশি ক্রিকেটারের ক্ষেত্রে বাড়তি বিকল্প তৈরি হবে। তাছাড়া ৩৮-এ পা রাখা রোহিত শর্মা কেরিয়ারের শেষ পর্যায়ে। কতদিন খেলবেন বলা মুশকিল। ফলে ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে চোখ ঈশানে।

চেন্নাইয়ের পথে ওয়াশিংটন

দ্বিতীয় ওডিআইয়ের জন্য বোলিং অনুশীলনে ওয়াশিংটন সুন্দর।

মুম্বই ইন্ডিয়ান্সই শুধু নয়, চলতি ঘরোয়া ক্রিকেটে রানের মধ্যে থাকা ঈশানকে নিয়ে আগ্রহী রাজস্থান রয়্যালস, কলকাতা নাইট রাইডার্সও। সঞ্জু স্যামসন রাজস্থানে থাকতে চাইছেন না। বিকল্প ভাবনায় গোলাপি ব্রিগেডের চোখ ঈশানে। সূত্রের খবর, প্লেয়ার বিনিময় কিংবা আর্থিক চুক্তি, দুই বিকল্প নিয়ে আলোচনা চলছে। খবর, দৌড়ে এগিয়ে মুম্বই।

এদিকে, রবিচন্দ্রন অশ্বীনের শূন্যস্থান পূরণে ঘরের ছেলে ওয়াশিংটন সুন্দরকে পাওয়ার জন্য ঝাঁপিয়েছে চেন্নাই সুপার কিংস। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের পাশাপাশি আইপিএল থেকে অবসর ঘোষণা করেছেন অশ্বীন। পরিবর্ত ভাবনায় সুন্দরকে নিতে চাইছে নারায়ণস্বামী শ্রীনিবাসন ব্রিগেড। প্রাথমিকভাবে অশ্বীনের সঙ্গে ট্রেডে রাজস্থান রয়্যালস থেকে সঞ্জুকে চেন্নাই নিতে পারে বলে শোনা গিয়েছিল। যদিও অশ্বীনের অবসর প্রেক্ষাপট বদলে দিয়েছে।

আপাতত চোখ গুজরাট টাইটান্সের ওয়াশিংটনে। খবর, শুভমান গিলের ফ্র্যাঞ্চাইজিও নাকি চেন্নাইয়ের যে প্রস্তাবে একপ্রকার রাজি। ধারাবাহিক সাফল্য সত্ত্বেও গুজরাটের টিম কম্বিনেশনে দলে নিয়মিত নন সুন্দর। গত লিগে মাত্র ৬টি ম্যাচ খেলেছেন। আগামীর ভাবনায় তরুণ ব্রিগেড তৈরিতে গুরুত্ব দিচ্ছে হলুদ ব্রিগেড। সেই ভাবনায় সুন্দরও রয়েছেন।

আল নাসেরের বিরুদ্ধে গোলের পথে এফসি গোয়ার ব্রাইসন ফার্নান্ডেজ। ব্যাম্বোলিমে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টুয়ের ম্যাচে বুধবার।

সাদিও-ফেলিক্সের দলের জালে বল ব্রাইসনের

আল নাসেরের বিপক্ষে লড়ে হার এফসি গোয়ার

এফসি গোয়া-১ (ব্রাইসন)
আল নাসের-২ (অ্যাঞ্জেলো, কামারা)

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২২ অক্টোবর : গ্যালারিতে বিশাল ব্যানার, 'প্রাইড অফ ইন্ডিয়া'। নিজেদের নিয়ে গর্বের পাশাপাশি বোধহয় মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের জন্য একটা খোঁচাও ছিল। তবে সত্যিই গোয়ানদের গর্বিত করলেন তাঁদেরই ঘরের ছেলে ব্রাইসন ফার্নান্ডেজ।

মাত্র ১০ মিনিটে অ্যাঞ্জেলো গ্যাব্রিয়েলের প্রথম গোল। তখন মনে হচ্ছিল, গোয়ান ফুটবলের গরিমা ধূলিসাৎ হওয়া শুধু সময়ের অপেক্ষা। সেই ধারণাকে পোক্ত করতে ২৭ মিনিটে ২-০ করেন হারৌনে কামারা। এই রকম সময়ে হতোদ্যম হয়ে যায় যে কোনও দলই। সেখানে ভারতীয় ফুটবল তো এমনিই বিশ্ব ফুটবলে পিছিয়ে। তাও আবার খেলাটা বর্তমানে বিশ্বের সবথেকে ধনী ক্লাবগুলির অন্যতম আল নাসেরের বিপক্ষে। যে ক্লাবে খেলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর মতো মহাতারকা! এহেন দলের বিপক্ষে যখন ২ গোল খেয়ে পালটা মার দেওয়ার উদ্যোগ নেয় কেউ তখন অবশ্যই তার জন্য গর্বিত হওয়াই উচিত। বল দখলের লড়াইয়ে পেরে ওঠা অসম্ভব। তাই শুরুটা ৪-৪-২ ছকে করলেও দ্রুত ছক বদলে ৫ ডিফেন্সে নিয়ে আসেন মানোলো মার্কুয়েজ রোকা। সেসময় ক্রমাগত সন্দেশ ঝিংগানদের চাপে ফেলে গোলাগুলি ছুড়ে চলেছেন হলুদ জার্সিধারীরা। চোট পাওয়ায় জাভিয়ের সিভেরিওর বদলে ব্রাইসনকে নামাতে বাধ্য হন এফসি গোয়া কোচ। সেই নিখাদ ভারতীয় ব্রাইসনই ৪১ মিনিটে আল নাসেরের জালে বল রাখলেন একার চেষ্টায় বল টেনে নিয়ে গিয়ে। কোণাকুণি শটে আল নাসের গোলকিপার বেন্টোকে হার মানানোর আগে কাটিয়ে নেন নিজের মার্কারকেও। এই ব্রাইসনই গত মরশুমের আইএসএল ও সুপার কাপে গোল করে দলের জয় এনে দেন মোহনবাগানের বিপক্ষে। এরপরের লড়াইটা দুর্দান্ত লড়লেন গোলরক্ষক ঋতিক তিওয়ারি ও এফসি গোয়া ডিফেন্স। এমনকি ৬৭ মিনিটে বরিস সিং থাংজাম একা গোলকিপারকে পেয়েও তাঁর গায়ে মেরে সুযোগ নষ্ট না করলে হয়তো ম্যাচটা ২-২ হতেও পারত। ৯৩ মিনিটে ডেভিড টিমোর লাল কার্ড দেখলেও ডিফেন্স ভাঙেনি গোয়ার।

রোনাল্ডো নাও আসতে পারেন আঁচ করেই নাকি ধীরে ধীরে গোয়ার ফুটবলের প্রতি আগ্রহ কমছে, বলা মুশকিল। তবে ফতোরদার জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামের গ্যালারির কিছু অংশ এরকম ম্যাচেও বেশ খালি। উপস্থিত দর্শকদের বেদনা বাড়িয়ে কোচ জোরগে জেসুস শুরুতে বেঞ্চেই রাখেন সাদিও মানে, জোওয়াও ফেলিক্স, কিংসলে কোমানদের। হয়তো বাড়তি গা ঘামাতে চায়নি আল নাসের কিন্তু এফসি গোয়ার লড়াইও বহুদিন মনে থাকবে।

সুপার কাপ ডার্বি নিয়ে ভাবছেন না আপুইয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ অক্টোবর : আইএফএ শিল্ড জিতে গুমোটভাব কেটে ফুরফুরে মেজাজে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট।

বুধবার সন্ধ্যায় সবে অনুশীলন শেষ হয়েছে। ড্রেসিংরুম থেকে বেরিয়ে পরিচিত সাংবাদিকদের উদ্দেশে হাসিমুখে হাত নেড়ে চলে গেলেন দিমিত্রিস পেত্রাতোস। কয়েক মিনিট পর আপুইয়া যখন সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে ব্যস্ত, তখন সেটা দেখে মজা করেই জেসন কামিন্সের উক্তি, 'আপুইয়া দলের মহাতারকা।' অজি তারকার পিছনে দাঁড়ানো টম অ্যালড্রেড চেষ্টা করে গেলেন আপুইয়াকে হাসানোর। এইসব টুকরো টুকরো চিত্রই বলে দিচ্ছিল, শিল্ড চ্যাম্পিয়ন হয়ে মোহনবাগান খেলোয়াড়দের শরীরী ভাষায় কতটা পরিবর্তন হয়েছে।

গোয়া রওনা দেওয়ার আগে বুধবার কলকাতায় শেষ প্রস্তুতি সেরে ফেলল মোহনবাগান। বৃহস্পতিবার দুপুরে গোয়ার উদ্দেশে রওনা দেবেন দিমিরা। কলকাতায় শেষ দফার প্রস্তুতিতে দুই দলে ভাগ করে ফুটবলারদের ম্যাচ খেলালেন হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা। অনুশীলনে ফুটবলারদের বেশ হাসিখুশি দেখা গিয়েছে। পূর্ণশক্তির দল নিয়েই গোয়া যাচ্ছেন বাগান কোচ।

সুপার কাপে মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল একই গ্রুপে রয়েছে। ফলে আইএফএ শিল্ড ফাইনালের ঠিক ১৩ দিনের মাথায় আবারও দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী মুখোমুখি হচ্ছে। তবে সেই ম্যাচ নিয়ে এখনই ভাবতে নারাজ শিল্ড ফাইনালের গোলদাতা আপুইয়া। অনুশীলন শেষে তিনি বলেছেন, 'এখনই ডার্বি নিয়ে ভাবার সময় আসেনি। তার আগে গ্রুপপর্বে চেন্নাইয়ান এফসি ও ডেম্পোর সঙ্গে ম্যাচ রয়েছে। আমরা ম্যাচ বাই ম্যাচ চিন্তা করে এগোচ্ছি।'

সুপার কাপে মোহনবাগান ছাড়াও এফসি গোয়া, ইস্টবেঙ্গল ও বেঙ্গালুরু এফসি-কে ফেভারিট হিসেবে মনে করছেন বাগানের মিডফিল্ড জেনারেল। তিনি বলেছেন, 'আইএফএ শিল্ড জিতে আমাদের আত্মবিশ্বাস আরও বেড়ে গিয়েছে। সুপার কাপে আমরা ছাড়াও এফসি গোয়া চ্যাম্পিয়ন হওয়ার অন্যতম বড় দাবিদার। ওরা গত মরশুমের দলটা ধরে রেখেছে। এছাড়াও ইস্টবেঙ্গল ও বেঙ্গালুরু এফসি খুব ভালো দল গড়েছে।' সুপার কাপে প্রতিটি দল ছয় বিদেশি খেলাতে পারবে। এই নিয়ে আপুইয়া বলেছেন, 'আমরা চার বিদেশিতে খেলেছি। তবে ছয় বিদেশি নিয়ে খেলতে কোনও অসুবিধা নেই।'

এদিকে বৃহস্পতিবার বিকেলে আইএফএ শিল্ড আসছে মোহনবাগান ক্লাব তাঁবুতে।

> আইএফএ শিল্ড জিতে আমাদের আত্মবিশ্বাস আরও বেড়ে গিয়েছে। সুপার কাপে আমরা ছাড়াও এফসি গোয়া চ্যাম্পিয়ন হওয়ার অন্যতম বড় দাবিদার। ওরা গত মরশুমের দলটা ধরে রেখেছে। এছাড়াও ইস্টবেঙ্গল ও বেঙ্গালুরু এফসি খুব ভালো দল গড়েছে।
>
> **আপুইয়া**

সুপার কাপের অনুশীলনে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের মিডফিল্ডার আপুইয়া। বুধবার।

নারোডিটস্কির মৃত্যু-ইস্যু

ক্রামনিকের দিকে আঙুল নিহালের

নয়াদিল্লি, ২২ অক্টোবর : রবিবার প্রয়াত হয়েছেন মার্কিন দাবাড়ু ড্যানিয়েল নারোডিটস্কি। এবার তাঁর মৃত্যুর জন্য কিংবদন্তি রাশিয়ান দাবাড়ু ভ্লাদিমির ক্রামনিককে দায়ী করলেন ভারতের উদীয়মান দাবাড়ু নিহাল সারিন।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে নিহাল বলেছেন, 'ক্রামনিক আক্ষরিক অর্থেই নারোডিটস্কির জীবন কেড়ে নিয়েছেন। মার্কিন দাবাড়ুর শেষ ম্যাচগুলি আমার সঙ্গে খেলেছিল। তখন নারোডিটস্কি জানিয়েছিল, ও বেশ চাপের মধ্যে রয়েছে। ক্রামনিক ওর বিরুদ্ধে প্রতারণার ভিত্তিহীন অভিযোগ এনেছিল। উনি কিংবদন্তি খেলোয়াড়। কিন্তু এই ধরনের আচরণ করে নিজের ভাবমূর্তি নষ্ট করছেন।'

মার্কিন দাবাড়ু নারোডিটস্কির মৃত্যুর আসল কারণ প্রকাশ্যে আনতে চাননি তাঁর পরিবারের সদস্যরা। মার্কিন দাবাড়ুর প্রয়াণের পর সমাজমাধ্যমে ক্রামনিক লিখেছেন, 'ড্রাগস নেবেন না।' এই পোস্ট দেখার পর বিশ্ব দাবার মহলে রাশিয়ান দাবাড়ুকে নিয়ে সমালোচনা শুরু হয়েছে। এমনকি আন্তর্জাতিক দাবা সংস্থার সিইও এমিল সুটোভস্কি সরাসরি বলেছেন, 'নারোডিটস্কির মৃত্যুর পর ক্রামনিকের আচরণ একদমই মেনে নেওয়া যায় না।'

বড় জয় পিএসজি, আর্সেনালের

ভিয়ারিয়াল, লেভারকুসেন, ও লন্ডন, ২২ অক্টোবর : ভিয়ারিয়ালকে ২-০ গোলে হারিয়ে উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগে জয়ের সরণিতে ফিরল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। ম্যাচে গোল করেছেন আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড ও বার্নার্ডো সিলভা। ক্লাব ও দেশের হয়ে এই নিয়ে টানা ১২টি ম্যাচে গোল করলেন নরওয়ের তারকা স্ট্রাইকার হাল্যান্ড। আগে এই রেকর্ড ছিল শুধুমাত্র ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর। এই ম্যাচে আরও একটি কৃতিত্ব অর্জন করেছেন হাল্যান্ড। ভিয়ারিয়ালের বিরুদ্ধে ৫৩তম চ্যাম্পিয়ন্স লিগ গোল করলেন তিনি। তাও মাত্র ৫১ ম্যাচ খেলে। সেই সুবাদে প্রতিযোগিতার ইতিহাসে শীর্ষ ১০ গোলস্কোরারের মধ্যে জায়গা করে নিলেন হাল্যান্ড।

আরেকটি ম্যাচে গোলের তাণ্ডব চালাল প্যারিস সাঁ জাঁ। বেয়ার লেভারকুসেনের বিরুদ্ধে ৭-২ গোলে জিতল চ্যাম্পিয়ন্স লিগের গতবারের চ্যাম্পিয়নরা। দুই দলের একজন করে ডিফেন্ডার লাল কার্ড দেখেন। ১০ জনের ম্যাচে প্যারিসের ক্লাবটির হয়ে গোল করেন উইলিয়ান পাচো, দেজিয়ে দুয়ে (২), কভিচা কাভারাতস্কেইয়া, নুনো মেন্ডেজ, ওসমানে ডেম্বেলেও ভিটিনহা। লেভারকুসেনের হয়ে অ্যালেক্স গার্সিয়া জোড়া গোল করেন। এই জয়ের সঙ্গে সঙ্গেই চ্যাম্পিয়ন্স লিগে এক ক্যালেন্ডার বছরে সর্বাধিক গোলের নজির গড়ল পিএসজি। ২০০২ সালে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ৩৮ গোল করে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। এই জয়ের পর ২০২৫ সালে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে পিএসজি-র গোল দাঁড়াল ৪৫।

ঘরের মাঠে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের বিরুদ্ধে ৪-০ গোলে জিতল আর্সেনাল। ম্যাচের প্রথমার্ধ দেখে আশা করা হয়েছিল, যথেষ্ট লড়াই হবে। কিন্তু ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধে অ্যাটলেটিকোকে গোলের মালা পরাল প্রিমিয়ার লিগের ক্লাবটি। ভিক্টর গিয়োকেরেস জোড়া গোল করেন। আর্সেনালের বাকি গোল দুইটি গ্যাব্রিয়েল মাগালহায়েস, গ্যাব্রিয়েল মার্টিনেল্লির।

এদিকে, মঙ্গলবার রাতে উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচে রবার্ট লেওয়ানডস্কি, রাফিনহাদের অভাব বুঝতেই দেননি ফের্মিন লোপেজ। অলিম্পিয়াকোসের বিরুদ্ধে বার্সেলোনার ৬-১ গোলে জয়ের রাতে হ্যাটট্রিক করে একাই বিপক্ষের রক্ষণ তছনছ করে দিয়েছেন। একইসঙ্গে বার্সার প্রথম স্প্যানিশ ফুটবলার হিসাবে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের মঞ্চে এক ম্যাচে তিন গোল করার কৃতিত্ব অর্জন করলেন তিনি। কাতালান ক্লাবটির হয়ে এখনও পর্যন্ত ৬০০-র বেশি স্প্যানিশ ফুটবলার খেলেছেন। তবে ফের্মিনের আগে কেউই চ্যাম্পিয়ন্স লিগে হ্যাটট্রিক করতে পারেননি।

অনন্য নজির গড়লেন ফের্মিন

জোড়া গোল করে প্যারিস সাঁ জাঁ-র দেজিরে দুয়ে। (বাঁয়ে) হ্যাটট্রিকের আনন্দে বার্সার ফের্মিন লোপেজ।

ফলাফল

বার্সেলোনা	৬-১	অলিম্পিয়াকোস
বেয়ার লেভারকুসেন	২-৭	প্যারিস সাঁ জাঁ
ভিয়ারিয়াল	০-২	ম্যাঞ্চেস্টার সিটি
আর্সেনাল	৪-০	অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ
পিএসভি আইন্দহোভেন	৬-২	নাপোলি
নিউক্যাসল ইউনাইটেড	৩-০	বেনফিকা
এফসি কোপেনহেগেন	২-৪	বরুসিয়া ডর্টমুন্ড
ইউনিয়ন সেন্ট গিল্লোইসে	০-৪	ইন্টার মিলান
এফসি কাইরাত	০-০	এফসি পাফোস

ভারত-পাক কাবাডিতে করমর্দন নাটক

মানামা, ২২ অক্টোবর : প্রথমে না। কিন্তু পরে হ্যাঁ। তৃতীয় এশিয়ান যুব গেমস কাবাডিতে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে করমর্দন নিয়ে নাটক দেখা গেল। ম্যাচের শুরুতে টসের সময় ভারত অধিনায়ক ইশান্ত রাঠি পাক অধিনায়কের সঙ্গে হাত মেলাননি। পাক অধিনায়ক হাত বাড়ালেও তিনি এড়িয়ে যান। ম্যাচেও একতরফা দাপট দেখায় ভারতীয়রা। তারা ৮১-২৬ পয়েন্টে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের হারিয়ে দেয়। কিন্তু শুরুতে হাত না মেলালেও ম্যাচের পরে অবশ্য অন্য দৃশ্য দেখা গিয়েছে। ম্যাচ শেষে দুই দলের খেলোয়াড়রা পরস্পরের সঙ্গে করমর্দন করেন।

আপাতত এশিয়ান যুব গেমস কাবাডিতে শীর্ষস্থানে রয়েছে ভারত। তারা পাঁচ ম্যাচের সবকয়টিতেই জয় পেয়েছে। ইরান রয়েছে দ্বিতীয় স্থানে।

ম্যাচের আগে হাত বাড়িয়েও গুটিয়ে নিতে হল পাকিস্তান অধিনায়ককে।

ফেডারেশনকে চিঠি ইস্টবেঙ্গলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ অক্টোবর : মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট নিজেদের গ্রুপ পর্যায়ের তিনটি ম্যাচই খেলবে ফতোরদার জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে। সেখানে ইস্টবেঙ্গলকে প্রথম দুই ম্যাচই খেলতে হবে ব্যাম্বোলিমের জিএমসি স্টেডিয়ামে। দুই দলের মধ্যে শেষ ম্যাচ অর্থাৎ ডার্বি ফতোরদায়। অর্থাৎ প্রথম দুই ম্যাচ খেলে মাঠের সঙ্গে সড়োগড়ো হওয়া তো বটেই, ভালো মাঠের সুবিধাও পাবে মোহনবাগান। এরই প্রতিবাদ জানিয়ে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনকে চিঠি দিল ইস্টবেঙ্গল ম্যানেজমেন্ট।

যা খবর তাতে ইস্টবেঙ্গল ফেডারেশনকে চিঠি দিয়ে একটি ম্যাচ ফতোরদায় খেলতে চেয়েছে। এখন দেখার তাঁদের এই আবেদনে এআইএফএফ সাড়া দেয় কিনা। আর দিলেও তার কী প্রতিক্রিয়া দেখায় মোহনবাগান। এছাড়া নিজেদের অনুশীলনের মাঠ নিয়েও খানিকটা ক্ষোভ রয়েছে ইস্টবেঙ্গলের। তারা আছে নর্থ গোয়ায়। অথচ অনুশীলন করতে হচ্ছে প্যাক্স অফ নাগোয়ার মাঠে। যা বাগা সমুদ্র সৈকত থেকে অনেকটা দূরে। ভাস্কো থেকে মারগাঁও যাওয়ার পথে হাইওয়ের উপর। তাই বাগা বা অন্তত পানাজির কাছেপিঠে মাঠ চাইছে ইস্টবেঙ্গল। এই বিষয়েও এখনও তেমন কোনও সদর্থক উত্তর তারা পায়নি স্থানীয় আয়োজকদের কাছ থেকে।

এছাড়া গোটা দলই এখন আইএফএ শিল্ড ফাইনালে হারের ধাক্কা কাটিয়ে কঠোর অনুশীলন চালিয়ে যাচ্ছে সুপার কাপের জন্য। দলে ফিটনেস নিয়েও কোনও সমস্যা নেই বলে সূত্রের খবর।

সন্দীপের পাশে নেই ক্লাব

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ অক্টোবর : সন্দীপ নন্দী-অস্কার ব্রুজোঁর দ্বন্দ্বে সরগরম কলকাতা ময়দান। এই পরিস্থিতিতে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট না করলেও এটুকু বুঝিয়ে দেওয়া হল এই ইস্যুতে ক্লাবকে পাশে পাচ্ছেন না সন্দীপ।

আইএফএ শিল্ড ফাইনালে টাইব্রেকারে হারের পর থেকেই লাল-হলুদ হেডকোচ ব্রুজোঁ ও দলের গোলকিপার কোচ সন্দীপের মধ্যে কাদা ছোড়াছুড়ি অব্যাহত। ব্রুজোঁর প্রতি বিষোদ্গার করে লাল-হলুদ শিবির ছেড়েছেন সন্দীপ। বিষয়টা এখানেই থেমে নেই। অস্কারকে নিয়ে একের পর এক অভিযোগ করেই চলেছেন তিনি। গোটা ঘটনায় বেশ অস্বস্তিতে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব।

সরাসরি না বললেও বুধবার সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে ক্লাবের তরফে বুঝিয়ে দেওয়া হল গৃহযুদ্ধের আবহে সন্দীপের পাশে নেই তারা। লাল-হলুদ শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার বলেছেন, 'ইস্টবেঙ্গল দলে নেতা একজনই, অস্কার ব্রুজোঁ। তিনি যে সিদ্ধান্ত নেবেন সেটাই চূড়ান্ত। তাঁর ওপর আমাদের পূর্ণ আস্থা রয়েছে।' তিনি আরও বলেছেন, 'অস্কারের প্রশিক্ষণে ভালো খেলছে দল। অনেকদিন পর ডার্বিতে দাপট দেখিয়ে খেলেছে। আমাদের অনুরোধ এই সময়ে বিতর্ক দূরে সরিয়ে দলের পাশে থাকুন। যাতে সুপার কাপে আমরা সাফল্য পাই।' এই মুহূর্তে প্রাক্তন গোলকিপারের সঙ্গে আলোচনায় বসার কোনও পরিকল্পনা নেই বলেও জানান দেবব্রত। বলেছেন, 'সন্দীপ লিখিতভাবে আমাদের কোনও অভিযোগ জানায়নি। আমাকে ফোন করেছিল। আমি বলেছি, সামনে সুপার কাপ। এর মধ্যে এই নিয়ে কোনও আলোচনা চাইছি না।'

এদিকে, ইস্টবেঙ্গলের তরফে সামাজিক মাধ্যমে জানানো হয়েছে, 'পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে সন্দীপ নন্দীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা হয়েছে।' তবে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে সন্দীপ বলেছেন, 'ইস্টবেঙ্গলের গোলকিপার কোচের পদ থেকে আমি ইস্তফা দিইনি। আমি জানিয়েছি ব্রুজোঁর সঙ্গে কাজ করব না। উনি প্রকাশ্যে আমাকে অপমান করেছেন। তাই এই মুহূর্তে আমি দল থেকে সরে দাঁড়িয়েছি। আমিও মন থেকে চাই সুপার কাপে দল সাফল্য পাক। সুপার কাপ খেলে দল ফেরার পর অপমানের জবাব আমি দেব।' ফলে জল যে আরও অনেক দূর গড়াবে তা বেশ বোঝা যাচ্ছে।

স্মরণসভা

প্রিয় স্বজন,
বাবুয়ার কথা বলব, গুকে ভাবব, বাবুয়ার জন্যই আসুন একত্রিত হই, ২৪শে অক্টোবর, শুক্রবার সন্ধে ৫.৩০ মিনিটে, জলপাইগুড়ির কেরানিপাড়ার বাড়িতে।
ইতি
মন্তু, বুবলি, হিয়া, সৈকত, অরিন্দম, মিহি

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন দার্জিলিং-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, দার্জিলিং - এর একজন বাসিন্দা উমেশ কুমার ভাগত - কে 22.07.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 35C 61025 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি থেকে এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জয়লাভের আনন্দ ভাষায় ব্যক্ত করা আমার পক্ষে অনেক কঠিন। আশ্চর্যজনক বিষয় হল এত স্বল্প পরিমাণ বিনিয়োগও একটি বড়ো দরজা খুলে দিতে পারে। এই জয় আমার জীবন বদলে দেবে এবং আমি জানি আরও অনেকে এই পথ অনুসরণ করবে। ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজ্ঞাপনের তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

ট্রফি নিয়ে ডেঞ্জার বয়েজ। ছবি : প্রতাপকুমার ঝা

চ্যাম্পিয়ন ডেঞ্জার বয়েজ

জামালদহ, ২২ অক্টোবর : কালীপুজো উপলক্ষ্যে নেতাজি স্পোর্টিং ক্লাবের ৮ দলীয় একদিনের ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল ডেঞ্জার বয়েজ। ফাইনালে তারা ৪ রানে আয়োজকদের হারিয়েছে। প্রথমে বয়েজ ৮ ওভারে ৫ উইকেটে ৯৪ রান তোলে। জবাবে নেতাজি ৩ উইকেটে ৯০ রানে আটকে যায়। ফাইনালের সেরা সমীরণ দাস। প্রতিযোগিতার সেরা ধীরাজ বর্মন।

ম্যাচের সেরা সোহরান মুসাহারি। - নীহাররঞ্জন ঘোষ

হারল ইকেএফসি

মাদারিহাট, ২২ অক্টোবর : শালকুমার একাদশের সেফালি নট্ট ও সুলতান রহমান ট্রফি ৮ দলীয় শালকুমার ফ্রেন্ডশিপ চ্যাম্পিয়ন কাপ ফুটবলে ফাইনালে উঠল অসমের রাইমোনি ফ্রেন্ডস এফসি। বুধবার প্রথম সেমিফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৪-১ গোলে কোচবিহার ইকেএফসি-কে হারিয়েছে। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ গোলশূন্য ছিল। ম্যাচের সেরা ফ্রেন্ডসের গোলকিপার সোহরান মুসাহারি। শুক্রবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে খেলবে ভুটানের পাকসাম এফসি ও বাংলাদেশ বর্ডারের যুব সংঘ।